











কুলীন কুলসৰ্বস্ব

# নাটক।

দ্বিতীয় ভাগ। ১৮৫৮ খ্রিঃ

শ্রীরামনারায়ণ শর্ম্ম



১৮৫৮ খ্রিঃ বঙ্গের বহুবাজারস্থ ১৮৫ নং ইটানহোপ্  
যন্ত্রালয়ে মুদ্রাক্ষিত হইল।

সম্বৎ ১৯১১।  
৩৭

Handwritten text, possibly a signature or name, written in a cursive script.



## বিজ্ঞাপন ।

কালে বল্লাল ভূপাল আবহমান প্রচ-  
লিত প্রতি-মর্যাদা মধ্যে স্বকপোল কল্পিত  
মর্যাদা প্রচার করিয়া যান, তৎপ্রথায়  
বঙ্গস্থলী যেকপ ছুরবস্থ। গ্রন্থ হই-  
তদ্বিষয়ে কোন প্রস্তাব লিখিতে  
নিতান্ত অভিলাষী ছিলাম্ তন্নিমিত্ত  
“প্রতিব্রতোপাখ্যানে” প্রসঙ্গক্রমে কিঞ্চিৎ  
উল্লেখ করা গিয়াছে, পরে রঙ্গপুরস্থ ভূমাধি-  
কারি-শ্রীলশ্রীযুক্ত বাবু কালীচন্দ্র চতুর্ধুরীণ  
মহাশয় ভাস্করাদি পত্রে এক বিজ্ঞাপন প্রকাশ  
করেন তাহার মর্ম এই যে “বল্লাল সেনীয়  
কুলীন্য প্রথা প্রচলিত থাকায় কুলীন-কামিনী  
রূপের এক্ষণে যেকপ ছুর্দশা ঘটিতেছে, তদ্বিষ-  
য়ে প্রস্তাব সম্বলিত ‘কুলীন কুলসর্বস্ব’ নামে  
এক নবীন নাটক যিনি রচনা করিয়া রচকগণ  
সম্মত সর্বোৎকৃষ্টতা দর্শাইতে পারিবেন  
তিনি তাহাকে ৫০ টাকা পারিতোষিক  
পাইবেন” । পরে আমি তাহা রচনা করিয়া  
সম্মত নিকট প্রেরণ করিয়া ছিলাম্ তাহাতে  
সম্মত ভ্রূণগ্রাহি দেশহিতৈষি মহোদয় তদুর্কে  
সম্মত পরিত্রুত হইয়া অঙ্গীকৃত ৫০ টাকা



আমাকে পারিভৌতিক দিয়াছেন এবং  
মান্য বদান্যতাশালী উক্ত মহানুভব  
মাব প্রার্থনানুসারে পুস্তকও আমাকে  
অনি তাহা মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলাম।

এই নাটক ষড়্ভাগে বিভক্ত। প্রথমে, কন্যা  
পালক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যাগণের বিবাহ  
ন্যূন। দ্বিতীয়ে, ঘটকের কণাট ব্যবহার  
সুচল রহসাজনক নানা প্রস্তাব। তৃতীয়ে  
কলকান্দিগণের আচাৰ ব্যবহার। চতুৰ্থে,  
শুক্র বিক্রির দোষোদযোষণ। পঞ্চমে, নানা  
রহস্য ও বিরহি পঞ্চাননের বিয়োগ পরি-  
দেবন। ষষ্ঠে, বিবাহ নিৰ্ব্বাহ ও গ্রন্থ সমাপ্তি।  
এই রীতি ক্রমে এই নাটক সচিত্র হইয়াছে।  
ইহা কেবল রহস্য জনক ব্যাপারেই পরি-  
বটে, কিন্তু আদ্যোপান্ত সমস্ত পাঠ ক  
তাৎপৰ্য্য গ্রহণ করিলে কৃত্রিম কোলীনা প্র  
বন্ধদেশের যে ছুরবস্থা ঘটিরাছে তাহা স  
অবগত হওয়া যাউতে পারে। এক্ষণে প্রা  
র্থনা সজ্জনগণ সমীপে ইহা আদরণীয়  
তাহা হইলেই শ্রম সফল জ্ঞান করিব ইতি

শ্রীরামনারায়ণ শর্মা ।

## নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ ।

কুলপালক.....	প্রধান কুলীন ব্রাহ্মণ ।	
কুলধন .....	কুলপালকের প্রতিবানী ।	
শুভাচার্য্য .....	}	ঘটক ।
সুধীর .....		
অনুভাচার্য্য ..		
গৃহাচার্য্য.....	গৃহবিপ্র ।	
ব্রাহ্মণী.....	কুলপালকের স্ত্রী ।	
জন্মদাত্রী .....	}	কুলপালকের কন্যা ।
শ্রীমতী .....		
কামিনী .....		
শ্রীকেশরী .....		
শ্রীমতী .....	নাতিত স্ত্রী ।	
দেবল .....	পূজক ব্রাহ্মণ ।	
মোহিনী প্রভৃতি ১১	প্রতিবানী কুলীন কামিনীগণ ।	
ভোলা .....	কুলপালকের কৃষাণ ভৃত্য নীচ জাতি	
ধর্ম্মশীল .....	পুরোহিত ।	
তর্কবাগীশ.....	ধর্ম্মশীলের ছাত্র ।	
অধর্ম্মরুটি .....	}	বৈদেশিক কুলীন ব্রাহ্মণ ।
বিবাহ বণিক ..		
উত্তম.....	বিবাহ বণিকের ক্ষেত্রজ পুত্র ।	
উদর পরায়ণ.....	বৈদিক ব্রাহ্মণ ।	
সুমতি .....	উদর পরায়ণের স্ত্রী ।	
শিশু ..	উদর পরায়ণের পুত্র ।	
ন্যায়ালঙ্কার .....	অধ্যাপক ।	
নাথবী.....	সুশিক্ষিতা কুলীন কন্যা ।	
মহিলা .....	কুলীন কন্যা ।	
বিরহি পঞ্চানন ..	মৃত পত্নীক বংশজ ।	
বিবাহ বাতুল.....	অকৃত বিবাহ বংশজ ।	
অভবা চন্দ্র.....	বৈদেশিক ব্যক্তি ।	

**Bangia Sahitya Parishad Mandir**

243/1, ~~Older Chandra Road~~ Calcutta

জগদীশ্বরো

জয়ন্তে

## কুলীন কুলসর্বস্ব নাটক ।

নান্দী\* ।

শিশু শশি শোভে ভালে, বপু বিভূষিত কালে.

গলে কালকুটের কালিমা ।

রক্ত ভূধর শোভা, ভক্তজন মনোলোভা.

একপের দিতে নাহি সীমা ॥

বাম উরুপরে বসি, অকলঙ্ক উমা শর্শী

পুলকে প্রফুল্ল কলেবর ।

নিতান্ত কিস্করজনে, রু বিন্দু বিতরণে,

ত্রাণ কর ওহে জ্ঞাধর ॥

অপর

কুলময়ী কুলারাধ্যা, কুলভক্ত জন বাধ্যা,

জগদাদ্যা কুলকুণ্ডলিনী ।

---

\* নাটকের প্রথমে ব্রাহ্মণাদির আশীর্বাদ বাক্য ।

আশীর্বাদন সংযুক্ত স্থতিস্মৃতিপ্রবর্ত্তে । দেবদ্বিজসুপা-  
দানা তস্মাদান্দীতি সাস্মভা দর্শণঃ ।

অমূল কল্পিত কুল, সমূলে করি নির্মূল,  
সতাকুল বুদ্ধি বিধায়িনী ॥

কুলকাণ্ডে মনোমত, নিদ্রা যাও আর কত,  
জাগো মাগো জগত সংসারে ।

তোমা বিনা গতি নাই, কুলকাণ্ডে ডাকি তাই,  
পড়ে আমি অকুল পাথারে ॥

— — —

(কোন ব্রাহ্মণ এই নান্দী পাঠ করিয়া প্রস্থান  
করিলেন, অনন্তর সূত্রধারের প্রবেশ)

সূত্রধার । আর বাহুল্যে প্রয়োজন নাই একবার সভা  
দর্শন করি, (চতুর্দিক অবলোকন করিয়া) আহা কি  
অপূর্ব সভা, এ সভার শোভা অগণকাল নিরীক্ষণ করিলে  
কাহার না অনুরাগ। নিতান্ত সন্তোষ সাগরে সম্ভরণ করে ।  
এই সভা অগণ্য গান্ধীযৌদার্য্য ঐশ্বর্য্যাদিগুণ মণ্ডিত  
পণ্ডিত জনে আকীর্ণ, এবং প্রভুততম বদান্য দাক্ষিণ্য  
প্রভৃতি গুণসম্পন্ন অসামান্য ধনিগণে পরিপূর্ণ, অতএব  
এস্থানে আমার অজস্র-পরিশ্রম-শিক্ষিত সঙ্গীত শাস্ত্রের  
পরীক্ষা প্রদান একান্ত সমুচিত হইয়াছে, যেহেতু সঙ্কট  
সমাজ মধ্যে অপরীক্ষিত বিদ্যা, অনগ্রি পরিশোধিত স্তবর্ণ  
জাতির ন্যায়, নিতান্ত বিশ্বসনীয় হয় না তন্নিদ্র তদ্বিষয়ে  
বল করা অত্যন্ত আবশ্যক, কিন্তু এই রস-ব-তালতিনয়-  
তাপ্তব-পণ্ডিত-মণ্ডলী, এতন্মধ্যে কোন প্রস্তাবাধিকার

করিয়া স্বকীয় সংকল্প সিদ্ধ করি? (কিঞ্চিৎ চিন্তিতের  
ন্যায় উৰ্দ্ধবিলোকন করিয়া) হাঁ, স্মৃতিপথাক্রমে হই-  
য়াছে, পুরাতন প্রবন্ধ বিষয়ক সঙ্গীত সামাজিকের  
অন্তঃকরণ আকর্ষণ করিতে পারে না। অতএব বর্তমান  
কালীন বঙ্গদেশোৎসঙ্গবর্ত্তি সুরঙ্গ রঙ্গপুরস্ব কুণ্ডলি-  
বাসি যশোরানি শ্রীল শ্রীযুক্ত কালীচন্দ্র চতুর্দুরীণ মহো-  
দয় মহাত্মসারি শ্রীরামনারায়ণ শর্ম্ম কর্তৃক স্মধুর সাধু  
ভাষায় রচিত যে “কুলীন কুল সর্কস্ব” নামক রহস্যজনক  
অপূর্ব নাটক-প্রবন্ধ তৎপ্রস্তাব ব্যাখ্যানে সনীহিত সিদ্ধ  
করিব, এক্ষণে প্রেমসীকে আহ্বান করিয়া রঙ্গ প্রসঙ্গে  
প্রবৃত্ত হই।

(নেপথ্যের\* অভিমুখে অবলোকন করিয়া নটীর  
প্রতি)

প্রিয়ে যদি তোমার বেশ বিন্যাস হইয়া থাকে, দ্বারায়  
আইস।

নটীর প্রবেশ।

নটী। আর্য্যপুত্র† এই আমি আসিলাম, আজ্ঞা  
করুন কি করিব?

সূত্রধার। কান্তে এই সূচির-সন্তোগ-সুখ-নিধান  
মদন-সামন্ত ঋতুরাজ বসন্ত সময় সমাগত, এমত্ পরম  
মহোৎসব সময়ে নিরুৎসুকা হইয়া কোথা ছিলে, সজ্জন  
সমাজে সঙ্গীত আরম্ভ কর।

\* বেশ বিন্যাস গৃহ।

† নাটকে স্বামিসম্বোধন

নটী। যে আজ্ঞা। (গীতারম্ভ করিল)

“চুত মুকুল কুল, সঞ্চল দলি কুল,

গুণ২ রঞ্জন গানে।

মদকল কোকিল, কলরব সংকুল,

রঞ্জিত বাদন তানে ॥

রতিপতি নর্তন, বিরস বিকর্তন,

শুভ ঋতুরাজ সমাজে।

নব২ কুসুমিত, বিপিন সুবাসিত,

ধীর সমীর বিরাজে”।

সূত্রধার। প্রিয়ে সাধু২, উত্তম সংগীত করিয়াছ, তো-  
মার এই সুকণ্ঠ নির্গলিত, রাগ রাগিনী সংকলিত, রসভাব  
সম্ভারিত, মধুরতর সুসঙ্গীত শ্রবণে সমস্ত সামাজিক লোক  
চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় একতানাত্তঃকরণে রহিয়াছেন;  
ইঁহারা প্রথমত তোমার লোকাভীত রূপলাবণ্য নিরীক্ষ-  
ণেই মুগ্ধপ্রায় ছিলেন, এক্ষণে তোমার অসামান্য সঙ্গীত  
নৈপুণ্য যে কিপর্য্যন্ত ইঁহাদিগকে আহ্লাদিত করিল  
তাহা বাক্যপাতিত ॥

একেত কমল কলি, প্রফুল্ল হইলে অলি,

রূপ হেরি হরষিত হয়।

আবার যখন তায়, মকরন্দ গন্ধ পায়,

আনন্দের সীমা নাহি রয় ॥

প্রেমসি, দেখদেখ এই সভাসদগণের চিত্তচকোর তোমার শ্রীমুখচন্দ্র গলিত চন্দ্রিকারূপ মধুর গান সুধা পান করিয়াও পূর্বাপেক্ষা সমধিক পিপাসা প্রকাশ করিতেছে এসময়ে বিবাহ ব্যাপার ঘটিত “কুলীন কুল সর্বস্ব” নামক নূতন নাটক প্রদর্শনামৃত দানে উহাকে তুষ্ট করা কর্তব্য।

নটী। (বিবাহ শব্দ শ্রবণে সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হায়, পুরুষের কি নিষ্ঠুর স্বভাব! স্নেহ কাহাকে বলে ইহারা কখনই জানে না, কেবল আপন সুখেই সদা সুখী। আমরা অবলা জাতি, অতি সরলা, আমার অন্তঃকরণ চিরদিনই চিন্তিত আছে যেহেতু আমার একটি মাত্র কুমারী, সে অতি সুকুমারী, বিশেষত বয়েস্ হইয়াছে। নাথ, দেখদেখি তুমি কি নিষ্ঠুর, তাহার বিবাহের কথাও একবার উল্লেখ কর না, কেবল আমোদপ্রমোদেই মগ্ন আছ, অতএব তোমারি রঙ্গরসের সময়, তুমিই নাটক লইয়া থাক।

সূত্রধার। (ঈষদ্ধাস্যমুখে) স্ত্রী জাতি অতি অবোধ। প্রিয়ে, চিরদিন চিন্তাকে সহচরী করিয়া সুখমুখাবলোকনে বিরত হইলে কি হইবে? শুভাদৃষ্ট ব্যতীত কদাচ কোন অতীর্ষই সিদ্ধ হয় না, বিশেষত বিবাহ কার্য, আমি তন্নিমিত্ত তৎপ্রতি প্রতীক্ষায় রহিয়াছি, দেখি অদৃষ্টে কি হয়।

নটী। নাথ, তুমি কি আমাকে ভুলাইবার নিমিত্ত মিথ্যা প্রবোধ দিতেছ?



সূত্রধার। না, না, প্রিয়ে, এমত্ কদাচ মনে করো না,  
আমি যথার্থ কহিতেছি

প্রেয়সি তোমাকে নাহি করি প্রতারণা ।

বিবাহ নির্বাহ বিধি বিধির ঘটনা ॥

(নেপথ্যস্থিত কুলপালক বন্দোপাধ্যায় ইহা শ্রবণ  
করিয়া) সাধু ভরতপুত্র\* সাধু, প্রজাপতি নির্দোষ ব্যতীত  
কখন বিবাহব্যাপার সমাধা হয় না ।

নটী। নাথ কি বলিলে, অদৃষ্টে যাহা হয় বলিয়া ঢেকা  
না করা কি পুরুষের কৰ্ম্ম ? ছি ! ছি ! তুমি বিজ্ঞ হইয়া কি  
কহিতেছ ?

সূত্রধার। প্রিয়ে, তুমি অতিবুদ্ধিমতী, যথার্থ বলিয়াছ,  
এক্ষণে সঙ্গীত পরিত্যাগ করিয়া দুহিতার হিতকার্য্যে  
বিহিত মন্ত্রণা করা উচিত । কিন্তু তাহা নিতৃতস্থানে  
কর্তব্য যেহেতু মন্ত্রণা ঘটকর্ণে প্রবিষ্ট হইলে ইচ্ছাসিক্তি  
হয় না । ঐ দেখ ! কে এখানে আসিতেছে, অতএব চল  
নির্জ্ঞানে গিয়া মন্ত্রণা করি ।

উভয়ের প্রস্থান ।

ইতি প্রস্তাবনা†

\* নট ।

† প্রকৃত বিষয়ের উত্থাপিকা নটী সূত্রধারাদির উক্তি প্রত্যুক্তি ।

নটী বিদুষকোবাপি পারিপার্শ্বিকএব বা । সূত্রধারেণ সহিতঃ  
সংলাপঃ যত্র কুর্ষতে । চিত্তৈর্বাক্যৈঃ স্বকার্য্যোৎকৈঃ প্রস্তু-  
তান্বেপিভির্মিথঃ আনুখ্যন্ততু বিজ্ঞেয়ং নাম্না প্রস্তাবনাপি সা ।  
দর্পণঃ

[অনন্তর কুলপালক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবেশ]

কুলপালক। (স্বগত\*) “বিবাহ নির্দাহবিধি বিধিরঘটনা”  
সত্যকথা, যথার্থ, মিথ্যা নয়, সংগত বটে। আমি বন্দ্য  
ঘটীয় কেশব চক্রবর্তীর সন্তান, প্রধান কুলীন, আমার কন্যা  
দিগের বিবাহ হয় নাই, অদ্যাবধি বিধি তাহাদিগের প্রতি  
প্রতিকুল থাকায় সমযোগ্য পাত্র প্রাপ্ত হইতেছি না,  
তাহাতেই নিতান্ত চিন্তিত আছি। দেখ, আমার সংসার  
রাজ-সংসার বলিলেও বলা যায়, কিছুই অনটন নাই,  
কাহারও দ্বারস্থ হইতে হয় না, কিন্তু দেখে দেখি কি দৈব  
বিড়ম্বনা কিছুতেই মনস্তৃষ্টি হইতেছে না; কন্যা ভারগ্রস্ত  
হইয়া চিন্তা-নির্মীলিত নয়নে বিনীতবস্থায় যামিনী যা-  
পন করি। হায় কি ক্লেশ! পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন  
“হৃস্বগৃহাঃ শূলপটা যব গোধূম শালিনঃ। প্রলয়েহপিন  
সীদন্তি যদি কন্যা ন জায়তে” অর্থাৎ অনুচ্চগৃহ,  
শূল বস্ত্র, যব-গোধূমশালি গৃহির গৃহে যদি কন্যা না হয়  
তবে প্রলয়েও অবসাদ হয় না, ইহা যুক্তিসিদ্ধ বটে, কন্যা  
জন্মই গৃহস্থাশ্রমির অশেষ ক্লেশ দায়ক। বিশেষত  
অস্মাদৃশকুলীনসন্তান দিগের। প্রভুত দেখ বিধাতার কি  
বিড়ম্বনা! আমার গৃহে কন্যাচতুর্কয় অবতীর্ণ হইরাছেন!  
এক কন্যাই কুলীনদিগের বিপৎ পরম্পরা সম্পাদন করে,  
অধিকের কথা কি বলিব? (প্রকাশে) আঃ পোড়া দেশীয়-  
দিগের কি ছুরন্ত প্রথা! অতিমন্দঃ, এমন দেখিনাই।

\* আপনা আপনি বলা।

অশ্রাব্যঃ খলুমদন্তুতদিহ স্বগতং মতং দর্পণঃ।

## [কুলধন মুখোপাধ্যায়ের প্রবেশ]

কুলধন। কে হে? বন্ধু না কি, এ রোদ্দুরের বেলা  
গেলা কি বক্চো হে, কেন এত রাগত কেন?

কুলপালক। বলি, তাই বলি তাই তোমার দেশের  
খুরে দণ্ডবৎ, এমন দেশ কোথাও দেখি না।

কুলধন। যথার্থ তাই, এদেশে খাদ্য কিছুই পাওয়া  
যায় না; হাট নাই, বাজার নাই, তরকারির মধ্যে  
পুঁইশাগ, গব্যের মধ্যে তেতুল, দেশে থাকাই দুঃসাধ্য।

কুলপালক। না, তা না হে।

কুলধন। তবে, দেশের প্রতি এত ত্যাগ কেন?

কুলপালক। আমার মেয়েদের বিবাহ হইতে কিছু  
বিলম্ব হইয়াছে, তা এমন কি কারু হয় না, সংসার করিতে  
হইলে সকলেরি কি সকল কৰ্ম্ম সময়ে হইয়া থাকে,  
কিছুতেই কি বিলম্ব হয় না। তা বিলম্বই বা কি, বৈদিক  
ব্রাহ্মণের ন্যায় কি গৰ্ভেই বিবাহ দিব? দেশের লোকেরা  
তাহা বিবেচনা করে না, নিরপরাধে আমাকে নিন্দাবাদ  
প্রদান করিতেছে, তাই তুমি বিবেচনা করদেখি সম-  
যোগ্য পাত্র না পাইলে কেমনে বিবাহ দি? কি এখন  
যার তার সঙ্গে বিবাহ দিয়া চিরন্তন কুলে জলাঞ্জলি দিব?

কুলধন। হাঁঃ রেখেদেও তুমি দেশের কথা, এদেশে  
কেবল ধ্বংস বৈ নেই, কেন তোমার মেয়েরা তো বড়,  
বড় হয় নাই তাদের কতো বয়স্ হইয়াছে?

কুলপালক। বয়সের কথা কি বলিব তাই, বয়স্ কোথা?

বড় কন্যার অদ্যাবধি সকল দন্ত পতিত হয় নাই; মধ্যমটির সকল কেশও পক্ক হয় নাই; তৃতীয় কন্যাও প্রায় মধ্যমটির মত; আর আমার যে কনিষ্ঠা কন্যা সে অতি শিশু, বোধ হয় গাত্রে স্মৃতিকা গন্ধও থাকিলে থাকিতে পারে, বাছা এই গত পৌষ মাসে সবে পঁচিশ বৎসরে পড়িয়াছে।

কুলধন। বিলক্ষণ, এত অল্প বয়েসে তুমি তাদের বে দিও না, দেশেলোকের কথায় কি করে; আমারে অমনি নিন্দে কর্চে; আমার একটা মেয়ে, তার বে হয়নি বলে কতো কথাই বল্চে, বলুক, বেটারা কি করবে।

কুলপালক। তোমার মেয়ের বয়স কত ভাই?

কুলধন। বয়েস্ বড় অধিক নয়, সে দিন ঠিকুজি খুলিয়া দেখিলাম বলি দেখি দেখি মেয়েটার বয়েস্ কত, তা ভাই বুঝিতে পারিলাম না, ঠিকুজি খানা জীর্ণ হইছে আঁকর বোঝা যায় না, তা নাই গেলো, সে এই বড়-পিসীর বইসী।

কুলপালক। তা ভাই আমি তথাপি দেশীয় দিগের দেষে ও ব্রাহ্মণীর আদেশে স্বয়ং পাত্রাশ্রমণ করিতেছি এবং অনুভাচার্য্য ও শুভাচার্য্য নামক দুই ঘটককে ঐ উদ্দেশে দেশে প্রেরণ করিয়াছি; তাঁহারা উপযুক্ত পাত্র, বরপাত্র পরীক্ষায় বিলক্ষণ পারগ; কিন্তু আমার দুর্দৃষ্ট দোষে অদ্যাবধি তাঁহারাও প্রত্যাগত হইতেছেন না, অদ্য প্রত্যুষে গাল্লোথান করিয়া তাঁহাদিগের অশ্র-ষণে পর্যটন করিতেছি। আঃ কি ক্লেশ? সংসারাশ্রম নাদৃশব্যক্তির কেবল অবিশ্রাম দুঃখের স্থান। এই সং-

সার কালরাত্রিতে কতই দুঃখহুর্দিন কিন্তু সুখখদ্যোত  
অতি অল্প। আমি অদ্য প্রাতঃকালাবধি ভ্রমণ করিয়া কি  
সামান্য পরিশ্রান্ত ও আতপক্লান্ত হইয়াছি?

কুলধন। চল ভাই এখন ঘরে যাওয়াযাউক, অনেক  
বেলা হয়েছে।

কুলপালক। (উর্দ্ধাবলোকন করিয়া,) একি মধ্যাহ্নকাল  
উপস্থিত, সহস্রকিরণ সূর্য্য প্রচুর কিরণ প্রদানে আপনার  
সহস্রকিরণ নামই কি সার্থক করিতে উদ্যত হইয়াছেন?  
এক্ষণে অনবরত পথপরিশ্রান্ত ও দিনকর কিরণে নিতান্ত  
ক্লান্ত পাশ্বে লোকেরা সন্তাপ শান্তি নিমিত্ত ছায়া প্রদান  
পাদপ তলে পল্লবশয্যায় শয়ান হইয়া সংবেশসুখ অনুভব  
করিতেছে। মহীরুহচয় একান্ত পবন-পাত-বিরহে সজ্জন-  
মানসের ন্যায় চাপল্য পরিত্যাগ করিয়া স্থিরভাবে অব-  
স্থান করিতেছে। বরাহগণ পলুলপক্ষে সর্দাঙ্গ নিলীন  
করিয়া রহিয়াছে। কুররীকুল তরুমূলে শয়ন করিয়া আনী-  
লিত নয়নে রোমস্থ করিতেছে। তিক্ষোপজীবী জীবির।  
সাতিশয় বুভুক্ষায় ক্ষীণকায় ও ব্যগ্র হইয়া গৃহ হইতে  
গৃহান্তরে সঞ্চারণ করিতেছে। গৃহিগণ স্বশ্ব ব্যাপারে  
নিবৃত্ত হইয়া ক্ষুধা নিবারণোপায়ে পূবৃত্ত হইতেছে।  
কুলবধূরা স্নানধুর শাকসুপাপুপাদি নানাবিধ ভোজনীয়  
বস্তু প্রস্তুত করণে অন্তঃকরণ অর্পণ করিতেছে। অপু-  
বাসির। ভোজনাবসানে স্নানাসনে সমাসীন হইয়া কর্পূর-  
পূর-সুবাসিত তাম্বূল পূরিত মুখে সুখে পরিজন সহ  
আলাপন করিতেছে। প্রবাসির। জঠরজ্বালায় ব্যাকুল

হইয়া দেহধারণমাত্রোপযোগি দ্রব্যের সংযোগ করিতেছে। সম্পন্ন ব্যক্তির মনোরমা হস্তা মধ্যে পয়ঃফেননিত পর্য্যক্শোপরি পরিচারিকা করকলিত তালবৃন্তে বীজ্যমান হওত আমীলিত লোচনে ঐশ্বর্য্যসুখ আশ্বাদন করিতেছে। অতএব এতাদৃশ সময়েও আমি পরিশ্রম স্বীকার করিতেছি! গৃহে গমন করিয়া মাধ্যাহ্নিক কর্ম সম্পন্ন করি অথবা এই ক্লেশ নিতান্ত অসহ্য নহে যেহেতু।

তপতু তপনএব ক্লেশলেশোপি নাস্মাদ্ভিতু  
চরণদেশে ভূমিরস্মাচ্চ কিম্বা। বিষমবিষয়  
চিন্তাত্যন্তসন্তাপিতানাং প্রচুরমপিহি দুঃখং  
বাহ্যম্পং বিভাতি।

সূর্য্যের আতপে আর পৃথিবীর তাপে।  
নাহিক ক্লেশের লেশ আছি মনস্তাপে ॥  
আন্তরিক চিন্তা সদা গ্রাস করে যারে।  
বাহ্যদুঃখ তার আর কি করিতে পারে ॥

[উভয়ের প্রশ্নান।

প্রথম অঙ্ক।

## [ শুভাচার্য্য ও সূধীরের প্রবেশ ]

সূধীর। তার পর মহাশয় ?

শুভাচার্য্য। নিজাতীষ্ট নিষ্কাত চেতা বিনেতা পুরাসী-  
ম্মহীপো মহানাদিশূরঃ। প্রতীচীদিশঃ পঞ্চ বিপ্রান্ সূধী-  
রান্ সমানীতবান্ যঃ স্বয়ং যজ্ঞযোগ্যান্।

সেই আপন অতীষ্ট দেবাভিনিবিষ্টমনা আদিশূর  
রাজা কান্যকুব্জ হইতে সাগ্নিক বেদবিজ্ঞ পঞ্চবিপ্রকে  
নিজ রাজধানীতে আনয়ন করেন। তাঁহারা সদার-  
ভৃত্য হইয়া সমাগমন পূর্ব্বক বিজ্ঞবর যজ্ঞশীল মহারাজ  
আদিশূরের আজ্ঞানুসারে এই গোঁড়ভূমিতে বসতি  
করিয়াছিলেন, পরে তাঁহাদিগের বংশ পরম্পরা বিস্তৃত  
হইলে বল্লাল ভূপাল তন্মধ্যে এই অভিনব কুলপ্রথা  
প্রচার করেন, যথা “ শাণ্ডিল্য গোত্রে ভট্টনারায়ণ বংশ-  
জাত আদিবরাহ বন্দ্য ; কাশ্যপগোত্রে দক্ষবংশ প্রসূত  
সুলোচন ভট্ট ; ভরদ্বাজ গোত্রে শ্রীহর্ম্য বংশোৎপন্ন  
ধুরন্ধর মুখয়টী ; সাবর্ণ গোত্রে বেদগর্ভ বংশোদ্ভব বীর-  
ব্রত গাঙ্গলী ও সূধীর কুন্দ ; বাৎস্তগোত্রে ছান্দড়বংশ  
সমুত সুরভি ঘোষবাল, কবি কাঞ্জিলাল, ও রবিপুতি-  
তণ্ড । এই অষ্টবিধ মুখ্যকুলীন এবং ঐ সকল গোত্রজাত  
ও ভট্টনারায়ণ প্রভৃতি ঐ সকল ব্যক্তির বংশ সমুত গৌণ  
চতুর্দশ প্রকার শ্রোত্রিয়, এই দ্বাবিংশতি প্রকার কুলীন :  
আর অন্যান্য কতিপয় শ্রোত্রিয় প্রথমত বল্লাল ভূপাল  
কর্তৃক বিতন্ত্র হয়, পরে লক্ষ্মণসেন পূর্ব্বোক্ত মুখ্য  
অষ্টবিধ কুলীনদিগের উনবিংশতি পুত্রের সমীকরণ

করেন, অনন্তর দেবীবর ফলিয়া, খড়দহ, বল্লবী, সৰ্দ্ধানন্দী  
প্রভৃতি ষট্ ত্রিংশৎ মেল করিয়াছেন”।

### [অনুতাচার্যের প্রবেশ]

অনু। আঃ কে হা ও—এত বকে কেন? মাথা ধরিল  
যে।

সুধীর। ঘটক মহাশয়, পলায়ন করা উচিত, ঐ  
যে আসিতেছে!

শুভ। কে ও আসিতেছে?

সুধীর। আয়াতি জাতিকুলবিপ্লবধূমকেতুঃ সেতুর্বি-  
বাহঘটনায়ুধিপারহেতুঃ। অর্থানিবার্থগনপেক্ষিত ধর্ম-  
কর্ম্মা চূড়ামণিবিবিতথবাগনুত্যাশর্ম্মা।

আসিল পরের জাতি কুল নাশ হেতু।

বিবাহ নির্বাহ বিধি জলধির সেতু ॥

অনর্থ অর্থের লাগি ত্যক্ত ধর্ম্মকর্ম্মা।

চূড়ামণি মিথ্যাবাদী অনুত্যাশ শর্ম্মা ॥

শুভ। আসিলই বা, তায় ক্ষতি কি?

অনু। আঃ গোবিন্দং, কি কষ্ট, এই সাতিশয়  
আতপতাপে তাপিতও পথিপরিশ্রান্ত হইয়া নিজ নিকে-  
তনে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক আহারাবসানে শয়নমাত্রেই  
অতিমাত্র-পরিশ্রম-জনিত নিদ্রা আমার লোচন গ্রাহিনী  
হইয়াছে ইতিমধ্যে কাহার এই কর্ণকুহর-ভেদি কোলা-



হল রব? আমার অপক নিদ্রা পরিত্যক্ত হইল! কস্তুর  
কে হে তুমি?

শুভ। আমি শুভাচার্য্য শর্মা, রাঢ়দেশীয় ত্রিপুরাপুরে নিবাস, কলিকাতার ঘোষাল, স্নগ্ধীত নাম  
আর্য্য কুলাচার্য্যের পুত্র, পশোর সন্তান। আপনি কে?

অনু। অহং ঘটক; অনুতাচার্য্য চূড়ামণি। তোমার  
পিতামহের নাম কি হে?

শুভ। মহাশয় আপনি ঘটক চূড়ামণি, আপনার  
অবিদিত কিছুই নাই, আপনিই বলুন।

অনু। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) শুনিবে?—বাপুহে তো-  
মার বংশাবলিতে আমার নয়নপথে রহিয়াছে, আমরা  
তেমন ঘটক নই, ফাকিজুকি নাই। চণ্ডীপুরে কিন্নরাম  
ঘোষাল বাস করিতেন, কেমন সত্য কি না?

শুভ। বলুন না, শুনা যাউক।

অনু। সেই কিন্নরামের পুত্র হরিনাথ, হরির পুত্র  
মহেশচন্দ্র, মহেশের পুত্র নিমাইচরণ, নিমাইর পুত্র  
বলরাম ও রামরাম, বলরাম নিঃসন্তান; রামরামের  
পুত্র গোকুলচন্দ্র, তাঁহার পুত্র কেশব, শঙ্কর, ও  
গঙ্গাধর, তন্মধ্যে গঙ্গাধর নিঃসন্তান; শঙ্করের পুত্র  
শ্যামসুন্দর, তাহার পুত্র বৈদ্যনাথ, তিনিও নিঃসন্তান;  
অতএব গঙ্গাধর ও শঙ্করের বংশ নাই। কেশবের  
পুত্র হরিহর ও কবিবর, কবিবর মাতামহ সম্পর্কে গো-  
হাটীতে বাটী করিয়াছিলেন, হরিহরের পুত্র মাধবচন্দ্র  
তিনি ত্রিপুরাপুরে উঠিয়া যান, সেই মাধবের পাঁচ পুত্র—

শঙ্করাচার্য্য, ব্যাসাচার্য্য, জ্ঞানাচার্য্য, ধর্ম্মাচার্য্য, ও কুশ-  
লাচার্য্য, সেই কুশলাচার্য্যই তোমার পিতামহ, কেমন  
হইয়াছে কি না? আমি কি জানি না “পঞ্চ গোত্র  
ছাপ্তাম গাঁই ইহা ছাড়া বামণ নাই” আমার অবিদিত  
কোন ঘর আছে?

শুভ। আপনকার পিতৃ ঠাকুরের নাম শুনিতে ইচ্ছা  
করি।

অনু। আঁ, কি বল্যোহে? কালি রাতে নিদ্রা হয় নাই,  
বড় গ্রীষ্ম।

শুভ। মহাশয়ের পিতার নাম কি?

অনু। বড় মশা।

শুভ। (উচ্চৈঃস্বরে) বলি আপনি কার পুত্র?

অনু। অধিক দিন হইল আমার পিতৃ ঠাকুরের পর-  
লোক হইয়াছে।

শুভ। (সহাস্ত্র মুখে) আমি পরলোক ও ইহলো-  
কের কথা জিজ্ঞাসা করি নাই, পিতার নাম জিজ্ঞাসা  
করিয়াছি, ইহাতে পরলোক ইহলোকের কথা কেন?

অনু। বিলম্ব কর, অধিক দিন তাঁহার কাল হইয়াছে,  
নাম প্রায় এক প্রকার বিস্মৃত হওয়া গিয়াছে, স্মরণ করি  
তবেতো বলিব, তাড়াতাড়ি করিলে কি হইবে?

শুভ। কে আছে—শুনিলে? ইনি এমনি ঘটক নিজ  
পিতৃ নামও বিস্মৃত হন! কিন্তু অন্যের পিতৃ পিতামহের  
নাম ইঁহার মুখাগ্রবর্ত্তি, সেসময়ে একটাও ঠেকেনা!

অনু। পরের পিতার নাম কহিতে বিবেচনা কি? বাহা।

আইসে একটা বলিলেই হয়। ভাল সেকথা থাকুক—তুমি কোন্ ব্যবসায়ী?

শুভ। আমিও ঘটকতা করিয়া থাকি।

অনু। (সগর্বে) হুঁ, তুমিও ঘটক! ভাল ভাল, বল দেখি ঘটকের লক্ষণ কি?

শুভ। আটক কি? আপনকার নিকটে পরিচিত হওয়া উচিত বটে, তবে শুনুন।

ধাবকোভাবকশ্চৈব যোজকশ্চাংশকস্তথা।

দূষকঃ স্তাবকশ্চৈব ষড়েতে ঘটকাঃ স্মৃতাঃ।

অনু। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ (শব্দে হাসিল)।

শুভ। মহাশয় পরিহাস করিবেন না, আর এক লক্ষণ কহিতেছি শুনুন।

কে নো বিদন্তি পুরুষাঃ পুরুষানুপূর্ষীমুর্ষী-

তলে কুলভূতাং কুলবর্তনংবা।

অত্যন্তসূক্ষ্মমপি যে কুলতারতম্যং জানন্তি

তে হি ঘটকা নতু যোজকাদ্যাঃ।

অনু। (কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া) একি, আঁ, গোবিন্দহ, কি বল? কতগুলি বকিলেই কি হয়? এতো হাড়িঝীচগুঁর পূজার মন্ত্র।

শুভ। (সবিবাদে) চূড়ামণি মহাশয়, কুলদীপিকাতে যাহা লিখিত আছে আমি কহিলাম আপনি অগ্রাহ্য করিলেন, ভাল আপনিই বলুন ঘটকের লক্ষণ কি?

অনু। হাঁ, বাপুহে পথে আইস, আমার নিকটে শু-  
নিবে? শুন।

প্রবঞ্চনা পরায়ণ, মুখে প্রিয় আলাপন,  
ধর্মাধর্মো নাই বিচারণ।

নাপাইলে বলে কটু, স্বোদর পূরণে পটু,  
দৃষ্টিমাত্র করে সম্ভাষণ।

বাচাল আচার ভ্রষ্ট, জাতি কুল করে নষ্ট,  
দুষ্কমতি মূর্খের প্রবর।

বিবাদে নারদসন, মূর্ত্তিমান্ যেন তম,  
হয় নর বল স্ত্রীধর।

বেঙ্গিক পুরাণে মাতলামি খণ্ডে ঘটকের এই লক্ষণ  
লিখিত আছে, তা বাপুহে, এসকল জান্তে হয়, এসকল  
শিক্তে হয়, পেটে থেকে পড়িয়াই ঘটক হইলে হয় না।  
আমি এসকল শিখিয়া ও এসকল গুণে ভূষিত হইয়াই  
“ঘটক চূড়ামণি” নামে খ্যাত আছি। আমার গুণের কথা  
কতো কহিব—আমি সাবর্ণ গৃহে কতশত কৈবর্ত্তকন্যা  
চালাএছ; শুদ্ধ শ্রোত্রিয় বরে ক্ষত্রিয় কন্যা, বিষ্ণু  
ঠাকুরের বংশে বৈষ্ণব কন্যা, শিবচক্রবর্ত্তির সন্তানে পদ্ম-  
রাজ দুহিতা ঘটাএছি; আর কাণা, খোঁড়া, অন্ধ, আতুর,  
এসমস্ততো আমার শরীরের আভরণ। এই ১৪ই মাঘে  
খাড়ীবাটীর কচিরাম চক্রবর্ত্তির কন্যাকে এক উন্মাদ  
দিগম্বর বর প্রদান করিয়া দক্ষিণ হস্তের কিঞ্চিদক্ষিণ

পাইয়া নাসাবধি শয্যাগত ছিলাম, কিন্তু আমার এরূপ  
অপরূপ চাতুর্য যে এতাদৃশ ব্যবহারেও আমি কখন  
কোথায় অপমানিত হই নাই, তুমি আমাকে কি ঘট-  
কালি দেখাও। ভাল আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি,  
তুমিও মন্দ নও, বল দেখি কুলীন কাহাকে বলে?

শুভ। যাঁহার কুল আছে তাঁহাকেই কুলীন কহে,  
কুলের লক্ষণ শুনুন

আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনং ।  
নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপোদানং নবধা কুল লক্ষণং ॥

অনু। আঃ কি আপদ্; না বাপু, আর তোমার বিদ্যা  
প্রকাশে কাষ নাই, বুঝিয়াছি; তুমি কাহার নিকটে পড়ি-  
য়াছ? হা রাম, এতো বয়স্ হইল কিছুই কর নাই! গো-  
বিন্দ২, একি? বরং এটাও এক দিন বলিলে বলিতে পার  
যথা

বলদো লাঙ্গলং যৌলঃ কর্দমং মইকর্ষণং । ছ্যাচা  
ক্ষেত্রং কোদালঞ্চ নবধা কাস্তে লক্ষণং ।

ইহা কথঞ্চিৎ হইলেও হইতে পারে, ফলতঃ কুলের  
লক্ষণ জাতিভেদে বিভিন্ন, তন্মধ্যে বর্তমান রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ  
দিগের কুলের প্রায়িক লক্ষণ এই।

দাঁড়িয়া প্রস্তাব করে, নিবাস শ্বশুর ঘরে,  
মাদকেতে আমোদ বিস্তর।

সন্ধ্যার নাহিক গন্ধ, গায়ত্রীর আট্কা বন্ধ,  
সদানন্দ পূর্ণ কলেবর ॥

মুখে সদা বেরিগুড, তুড়িদিয়া বলে ছট,  
হাস্য আস্যে দোষে সাধুজনে ।  
বড় ভক্তি পাঁচালিতে, কে আঁটিবে বাচালিতে,  
এই নয় গুণ লও গণে ॥

ওহে নূতন ঘটক শুনিলে, বুঝিয়াছ ? না আমার বাগ্-  
যুদ্ধে তোমার বুদ্ধির ভূতশুদ্ধি হইয়াছে, কেবল নিষ্ঠাবৃত্তি  
শিখিলেই অতীত সিদ্ধ হয় না । এক্ষণ যাও, ভাল  
লোকের নিকট কিছুকাল মনোযোগ পূর্বক পাঠ করিয়া  
পরে ঘটকালি করো ।

শুভ । (জনান্তিকে)\* ওহে ভাই সুধীর, একি ? উঃ, বেটা  
কি দাম্ভিক ! বোধ হয় দম্ভই শরীরী হইয়া উপহিত হই-  
য়াছে, কিন্তু ইহার উদরে ক অক্ষর মহানাস, শুদ্ধ অশুদ্ধ  
কথাই অনর্গল কহিতেছে ! প্রাচীনেরা কহিয়া থাকেন  
“ বৈয়াকরণকিরাতাদপশব্দমৃগাঃ ক্ব গচ্ছেযুঃ । যদি  
ঘটক চিকিৎসক বৈতালিক বদন কন্দরা ন স্যাঃ ” ॥ অর্থাৎ  
যদি ঘটক, ভিষক, ও স্তুতি পাঠকের মুখস্বরূপ গুহা না  
থাকিত তাহা হইলে বৈয়াকরণব্যাপ্ত হইতে অশুদ্ধবাক্য-  
স্বরূপ মৃগেরা কোথায় আর পলায়ন করিত ? ফলতঃ ইহা-  
রাই সর্বদা অশুদ্ধ কহিয়া থাকে । এই হস্তিমূর্থ, ইহার

\* অলাপ্য জনের পরোক্ষে অন্য কোন ব্যক্তির সহিত সংলাপ ।

অন্যোন্য়ামন্ধনংযত্বে জনান্তেতজ্জনান্তিক মিত্যালঙ্কারিকাঃ ॥

কিছুই অকার্য্য নাই, ইহার মতের অন্যথা কহিলে উত্তম  
মধ্যম হইবারও সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

রোষাদিদোষবসতেরসতঃ প্রচণ্ড সত্বস্য সর্ব্ব  
বিনয়াম্মরুস্থলস্য। মূৰ্খস্য ছুঃখকরদর্শনভাব-  
ণস্যক্রুরান্ননো হত্র ভুবনে কিমকার্য্যমস্তি॥

বিনয় জলের মরু, ছুঃখ দানে কম্প তরু,  
অসত অশেষ দোষ যার।

প্রচণ্ড স্বভাব ধারী, ক্রুর মূৰ্খ বলে তারি,  
অকার্য্য কি আছে বল তার ॥

অতএব এস্থান হইতে প্রস্থান করাই যুক্তিযুক্ত। (প্রকাশে)  
যে আজ্ঞা মহাশয়, এক্ষণ আমি আর কিঞ্চিৎ পাঠ ক-  
রিতে যাই।

[সুধীর ও শুভাচার্য্যের প্রস্থান।

অনু। আঃ রাম বল আপদ্ গেল—নিষ্কণ্টক হইলাম  
অথবা আমি যে স্থানে থাকি সে স্থানে কি অন্তের আর  
প্রভুত্ব খাটে? এক্ষণ স্বকার্য্য সাধনে যত্ন করি। (পুরো-  
ভাগে অবলোকন করিয়া) হাঁ এই যে চিন্তিতান্ত্রিকরণে  
বন্দ্যোপাধ্যায় আসিতেছেন।

[কুলপালকের প্রবেশ]

কুল।। (স্বগত) হা বিধে! আমার কি পূৰ্ব্ব জন্মার্জিত  
পুঞ্জ মহাপাতক ছিল? কি ক্লেশ! কত দিনে এদীনের প্রতি

দীননাথ দয়া করিবেন? কবে আমাকে চিন্তাবিহীনকরিবেন? শাস্ত্রে কথিত আছে “চিতাচিন্তাদয়োর্মধ্যে চিন্তা নাম গরীয়সী। চিতা দহতি নিজীবং চিন্তাদহতি জীবিনং”। অর্থাৎ চিতা ও চিন্তার মধ্যে চিন্তাই প্রধান যেহেতু চিতা জীবহীন মৃত ব্যক্তিকে দক্ষ করে, কিন্তু চিন্তা সজীবকে দক্ষ করিয়া থাকে। আর মনুষ্য দিগের চিন্তাই জ্বর, চিন্তাপেক্ষা ক্লেশদায়ক কেহই নয়। আমি কন্ডাতার গ্রস্ত হইয়া রাহুগ্রস্ত দিনকরের ন্যায় চিন্তায় ক্ষীণকায় হইতেছি, কুলকুণ্ডলিনী কবে আমাকে কুলে আনিবেন? কবে কুলরক্ষা করিবেন? আমি, বহু দিন হইল, যে অঘটন-ঘটনা-পটু ঘটক দ্বয়কে ঐ উদ্দেশে পাঠাইয়া ছিলাম, তাঁহারাও অদ্যাবধি প্রত্যাগত হইলেন না, কি করি? (সম্মুখে দেখিয়া প্রকুল্ল মুখে প্রকাশে) এই যে ঘটক চুড়ামণি মহাশয়—আসিতে আজ্ঞা হয়। মহাত্ম্যব্যক্তির শরীর সর্বদা স্বেপার্জিত পুণ্যে পবিত্র, তাহাতে আধিবাধির বাধা কদাচ সম্ভবে না বটে, তথাপি অনিন্দিত শিষ্টাচারানুসারে আপনকার শরীরের কুশল প্রশ্নে আত্মাকে পুনরুক্ত নিযুক্ত করিতেছি—মহাশয়ের শরীরের কুশল?

অনু। হাঁ, তুমি মহাকুল-প্রসূত, তোমার দর্শনেই সর্বাদীন মঙ্গল।

কুল। আপনকার যে অসাধারণ স্নেহ আছে তাহাতেই বোধ হইতেছে আপনি আমার বিষয় বিস্মৃত না হইয়া থাকিবেন।



অনু। (স্বগত) আগে ঘটকালি বিদায়ের বাহুল্য স্বীকার করাই, কি আগেই সে সংবাদ দি? না, আগে ঘটকালিই চুকাই। (প্রকাশে) না, বিস্মৃত হইনাই, কন্যাদিগের দুরদৃষ্ট দোষই বিলম্বজনক হইয়াছে। তোমার নিদেশানুসারে অশেষ দেশ ভ্রমণ করিয়াছি, কিছুই করিতে পারিতেছি না, দেখি কি হয়।

কুল। (সবিষাদ মনে) তবে এক্ষণে উপায় কি? কন্যা-দিগের কি বিবাহ হইবে না?

অনু। জগদীশ্বরের মনে থাকে অবশ্যই হইবে। আমি তোমার অনুরোধে অনেক ক্লেশ স্বীকার করিয়াছি, বিস্তর পর্যটনে এক পাত্র পাইয়াছিলাম, সে সর্বগুণা-ক্রান্ত বটে, তা হইলে কি হইবে? সে আর বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে না। আমি অশেষ প্রকার প্রবোধে স-ম্মুখীন করিয়াছি কিন্তু সে বড় কঠিন কর্ম, ব্যয় বাহুল্য করিতে হয়। আর আমারও সাতিশয় আয়াস, অতএব তাহা কি প্রকারে হইতে পারে? দেখা বাড়ুক যাহা হয়।

কুল। কুলাচার্য্য মহাশয়, আমি আপনাকে একশত মুদ্রা পুরস্কার দিব, আর বৈবাহিক ব্যাপারে কৃপণতা করিব না। পাত্র কেমন, কোলীনা-মান্য কিপ্রকার, বলুন?

অনু। (সগর্বে) কি? আমি যাহা স্থির করি তাহাতে আবার দোষের আশঙ্কা? বিষ্ণু ঠাকুরের বংশোৎপন্ন, পরম পবিত্র পাত্র, কুলের মুখটি, বর্তমান কুলীনদিগের প্রায়িক যে সমস্ত গুণ আছে তাহার চতুর্গুণ গুণে ভূষিত,

কিন্তু আমি একটা কথা এ সময়ে कहিয়া রাখি নতুবা শিববিবাহ নির্বাহ কারক নারদ ঠাকুরের ন্যায় যেন পরে আমি অন্নযোজ্য না হই।

কুল। আজ্ঞা করুন?

অনু। বরের কিঞ্চিৎ বয়োধিক্য, আর এমন অধিক বয়সই বা কি? সেই ঘটীর বৎস এই ষষ্ঠিবৎসরে পদার্পণ করিয়াছে। যাহা হউক, তোমার কি অদৃষ্ট, শিবের জামাই শিব ঘটিয়াছে। অতএব তুমি সেই সর্ব গুণালঙ্কৃত কুলীন-মহারথি-কুমারে কুমারী প্রদান করিয়া চরিতার্থ হও।

কুল। যে আজ্ঞা মহাশয়, দিনাবধারণ করুন।

অনু। আগামি দিবসীয় যামিনীতে বিবাহ হইবে।

কুল। এক ব্যক্তি গ্রহাচার্য্যকে আহ্বান করিলে ভাল হয় না?

অনু। ক্ষতি কি? ভাল (নেপথ্যাভিমুখে) আচার্য্য ঠাকুর কোথা, গৃহে আছ?

### [গ্রহাচার্য্যের প্রবেশ]

গ্রহ। ওঁনমঃ শ্রীসূর্য্যায়। অচিন্ত্যাব্যাক্তরূপায় নি-  
র্গুণায় গুণায়নে। সমস্তজগদাধারসাক্ষিণে ব্রহ্মণে নমঃ ॥  
অদ্য ৩ রা বৈশাখ, শনিবার, পঞ্চমী, অনুরাধা নক্ষত্র,  
যাত্রা নাস্তি। কে গো আমায় ডাকিলে?

কুল। আমি, আমার কন্যাদিগের বিবাহ, একটি উত্তম দিন দেখিয়া দেও।

এহ। (পঞ্জিকা দেখিয়া) মহাশয়, ২৯ সে বৈশাখ উত্তম দিন আছে।

অনু। (স্বগত) এ কি আপদ্ হইল, কুলীন কন্যার বিবাহ তাহার আবার দিন? বিলম্ব হইলে বরের গুণ সকল প্রকাশ পাইবে, তাহা হইলে বিবাহ হওয়া দুষ্কর, অথবা অন্য ঘটক আসিলে ও ঘটকালি বিদায়ের সঙ্কোচ হইবে। অতএব কপটতা প্রকাশ পূর্বক গ্রহাচার্য্যকে প্রতারিত করি। (প্রকাশে) কি হে গ্রহাচার্য্য, কি বলিতেছ? ২৯ সে বৈশাখ কবে?

এহ। বর্তমান এই বৈশাখ মাসের সংক্রান্তির পূর্ব দিবস।

অনু। সব্ব অশুদ্ধ। এ বৎসরে সংক্রান্তিই নাই কেবল পৌষমাসে এক পিষ্টক সংক্রান্তি আছে এতীব্র-ন্মাত্র, আর শ্রীরামপুরের পঞ্জিকামতে ভাদ্রে অরন্ধন সংক্রান্তির সম্ভাবনা হইলেও হইতে পারে, তদ্ভিন্ন অন্য সংক্রান্তিতে দেখিতে পাই না, তুমি সংক্রান্তি আবার কোথা পাইলে? সে দিনে কি আপনিই সংক্রান্তি হইবে?

এহ। মহাশয় আপনি কি আগাকে উপহাস করিতেছেন?

অনু। না না, তুমি কি উপহাসের যোগ্য পাত্র? ভাল, যাহা কহিয়াছ বিস্মৃতিক্রমেই হইয়া থাকিবে, ওকথায় আর প্রয়োজন নাই। বল দেখি আজি কি বার?

গ্রহ। অদ্য শনিবার।

অনু। (ঈষৎক্রোধে) আঃ শনিবার তো সকলি জানে, শনিবার কতক্ষণ আছে?

গ্রহ। একি, ভাল লোকের নিকটে আসিয়াছি! শনিবার আবার কতক্ষণ থাকে?

অনু। দূর বেটা গণ্ডমূৰ্খ, পাষণ্ড, পাঁজি দেখিতে জানিস্ না। অদ্য শনিবার ৯ দণ্ড ২৬ পল ছিল, পরে মঙ্গল বার হইয়াছে।

গ্রহ। আপনি কি অনবধানতায় কহিতেছেন?

অনু। (সক্রোধে) কি বেটা, আমার অনবধানতা? আমি সৰ্ব্ব শাস্ত্র এককালে উদ্‌যাপন করিয়াছি, শাস্ত্রে কহে “শনি মঙ্গলবার, দিনে২ সার,” দেখ্‌দেখি শনি মঙ্গলবারের যোগ আছে কি না? তুই বেটা জানিস্ আর কেহই জ্যোতিষ শাস্ত্র জানে না? গণ্ডা২ খনার বচন আমার কণ্ঠায় কণ্ঠায় রহিয়াছে, ছুই চাটে ছাড়িবো, শুনবি? “শনি রবি মঙ্গলের গুঁড়া, কিকর বসিয়া স্বশুর খুড়া। দশ তিন তেরো এক, পেটের ছেলে গুণে দেখ। সাত ছয় এগার, তিন নয় তের”॥ এ সকল ছাড়া কাকচরিত্র গ্রন্থে আমার ব্যুৎপত্তি আছে কি না শুনবি, শোন? “কাগাতো কাগা, মড়ার মুণ্ডে দিয়া পা, ডেকে বল্‌চে কেলো মা”। শুনলি? যা বেটা তোর সহিত বিচারে প্রয়োজন নাই, কালি রাত্রিতে বিবাহ হইতে পারে কি না তুই তাহাই বলে যা।

গ্রহ। (সমীচীন রূপে পঞ্জিকা দেখিয়া) না মহাশয়, কল্য দিন হইবে না।

অনু। (বিবৃত মুখে) কল্যা কি সূর্য্যোদয় হইবে না? দিন হইবেনা কেন? এ বেটা বাতুল নাকি?

গ্রহ। (ঈষৎ ক্রোধে) আমি 'বিবাহের দিন হইবে না' বলিয়াছি।

অনু। আঃ কি আপদ, ওরে মূর্থ বিবাহ কি দিবসে হয়?

গ্রহ। না না, তা নয়, কল্যা বিবাহের নক্ষত্র নাই, তাহাতেই বলিয়াছি 'কল্যা নিশ্বাতে বিবাহ হইতে পারে না'।

অনু। এবিটা রাইত্ কাণা না কি? এ কৃষ্ণ পক্ষের রাত্রি, কল্যা তুই আমার নিকটে আসিস্, তোকে আকাশে কত নক্ষত্র দেখাইয়া দিব, খুঁজিয়া দেখিস্ একটাও কি বিবাহের হইবে না?

গ্রহ। কল্যা সপ্তশলাক, কেমন করিয়া বিবাহ হইবে?

অনু। (স্বগত) শুনিয়াছি সপ্তশলাকে বিবাহ হইলে স্ত্রী বিধবা হয়, কিন্তু কুলীন কুমারীরাতো সৰ্ব্বদাই বৈধব্য বেদনা সহ করে, সূতরাং বিধবার আর বৈধব্যের আশঙ্কা কি? অতএব ইহাকে বাক্ছলে প্রতারিত করিয়া স্বকার্য সাধনে চেষ্টা করি। (প্রকাশে) আঃ কি অশুদ্ধ কহিলি? সপ্তশলাক কিরে মূর্থ? সপ্তশ্লাঘা বল, তাহা বন্দোপাধ্যায় যে কন্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ইহাতে মহত্ৰ শ্লাঘা আছে, তুই কি সপ্তশ্লাঘা দেখাইতেছিস্?

গ্রহ। কল্যা দশযোগ তঙ্গ।

অনু। শুনিলেন মহাশয়? এই মঙ্গলিক কন্ম

অনেক যোগাযোগে ঘটিতেছে, কিন্তু এ বেটা অমঙ্গুলে-  
যোগভঙ্গের অনুসন্ধান করে।

গ্রহ। কল্য যুতবেধ।

অনু। আঃ, কি পাপ! এতো যুতরি কৰ্ম্ম,—তুই  
দূর হ, আর দিন দেখিতে হইবেনা।

[গ্রহাচার্য্যের প্রস্থান।

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, আপনি এই অজ্ঞ দৈবজ্ঞের  
কথায় বিশ্বাস করিবেন না, আমরা ঘটক বটে, তথাপি  
নানা শাস্ত্রে দৃষ্টি রাখি, বিশেষতঃ নবদ্বীপ নিবাসি পণ্ডি-  
তেরা কহিয়াছেন “কল্য উত্তম দিন, এবং শতসহস্র  
বিবাহ কল্য হইবে,” আর আপনিই বিবেচনা করুন  
যদি কল্য উত্তম দিন না হইত তাহা হইলে এতদ্দেশীয়  
রাজা অমরনাথ বাহাদুর নিজ পিতৃ শ্রাদ্ধের আয়োজন  
করিতেন না। অতএব যেদিনে রাজা রাজ্জারা কৰ্ম্ম  
কাণ্ড করে সেই দিন ‘মন্দ’ যে কহে সে অতি মূর্থ।  
তাহার কথা কখন গ্রাহ্য নয়।

কুল। মহাশয়, ভাল দিনের কথা দূরে থাকু, এক্ষণ  
দ্রব্যাসাদন ব্যতিরেকে কি প্রকারে এত শীঘ্র কৰ্ম্ম সম্পন্ন  
হইবে, তাহার উপায় কি?

অনু। আয়োজনেরই এত বাহুল্য কি?

কুল। বরযাত্র, কন্যাত্র, ও পুরোহিত প্রভৃতি  
এ সকলকে ভোজনওতো করাইতে হইবে?

অনু। অবশ্য হইবে, বরযাত্র আমি, কন্যাত্র তুমি,  
আর পুরোহিত্য প্রভৃতি যে সমস্ত কর্তব্য কৰ্ম্ম তাহা

আমাদ্বারাই সম্পন্ন হইবে।

কুল। (সহাস্য বদনে) তবে নাপিতের কৰ্ম্মও কি আপনি করিবেন?

অনু। আপনি এক্ষণে পরিহাস রাখুন, বিবাহের উদ্দেশ্য দেখুন? “শ্রেয়াংসি বহুবিস্ময়ানি” মঙ্গল কার্য্যে অনেক বিঘ্ন, যদ্যপি সে বর হাতছাড়া হয় তাহা হইলে বড় বিভ্রাট, তাহা ঘটবারও বিলক্ষণ সম্ভাবনা, এক ঘটক ঐ সঙ্কানে ফিরিতেছে।

কুল। (সত্যে) যে আজ্ঞা মহাশয়, আমি আয়োজনে রহিলাম, আপনি কল্যাণ পাত্র লইয়া সত্বর আসিবেন, এক্ষণে বাটীতে যাই বেলা নাই, সন্ধ্যা হইল, দেখুন

আগ্নেয়পিণ্ড ইব চণ্ডকরে প্রতীচীপাথো  
নিধেঃ পততি পাথসি পুষ্করান্তাৎ । তূর্ণং  
ততস্তিমিরসম্ভতিরুণ্ঠিতেব ধূমাবলী ত্রিভুবনং  
কবলীকরোতি ॥

গগন হইতে রবি, অনল সদৃশ ছবি,

পড়িল পশ্চিম জলধিতে ।

তাহা হতে ধূমাকার, অতিগাঢ় অন্ধকার,

উঠিতেছে ত্রিলোক গ্রাসিতে ॥

অতএব এক্ষণে আপনিও নিজ নিকেতনে গমন করুন।

[উভয়ের প্রস্থান ॥

দ্বিতীয় অঙ্ক ॥

## [ ব্রাহ্মণীর প্রবেশ ]

ব্রাহ্মণী । (অপকুনিদ্রা কষায়িত লোচন উভয়করে  
মার্জ্জন করিতে২ )

আজি কি আনন্দ দিন মেয়েদের বিয়ে ।  
শরীর জুড়াবে মোর জামাই দেখিয়ে ॥  
চিরকাল যত সাধ ছিল মোর মনে ।  
সে সাধ পুরাব আজি জামাতার সনে ॥  
জামাই এসেছে শুনি আসি প্রতিবাসি ।  
নানা রঙ্গ রস কথা কবে মৃদু হাসি ॥  
কার্যের ছলনা করি থাকিয়া সে থানে ।  
শুনিব জামাই বেটা কতো কথা জানে ॥  
যখন জামাই এসে বসিবে বাহিরে ।  
ধিরে ধিরে যাব আর চাব ফিরে ফিরে ॥  
স্নেহ করে নানা দ্রব্য জুটায়ে আনিব ।  
যদি সব নাথায় মাথার দিব্য দিব ॥  
শাশুড়ী হইয়া বসি ঘোমটা টানিব ।  
ছিটা ফোঁটা তন্ত্র মন্ত্র কতই ছাড়িব ॥  
ভেড়া করে সে বেটারে রাখিব বাটীতে ।  
যেন আর নাহি চায় ঘরেতে যাইতে ॥



এসবেতে যবে বশ হইবে জামাই ।

আর কি থাকিবে তবে স্মৃথের কামাই ॥

(চক্ষুরুন্মীলন করিয়া) এ কি, এতো বেলা হয়েছে, ও না, কি হলো ? আজি আমার নানান্ কন্ম । আজি কি এতো বেলা পয্যন্ত ঘুমবার সময় ? কিন্তু ঘুমেরও দোষ নাই, সমস্ত রাত উযুগ সংযুগ কন্তে জেগে ছিলান, যেমন্ তোঁর বেলা পড়িচি অমনি মরে ঘুমিইচি, তাই-তেই অনেক বেলা হয়েছে ; তা এখন আমি কি করি ? অনেক কন্ম । আগে কি অধিবাসের বরঙালা সাজাব, কি পাড়ার মেয়েদের মিনন্তন কন্তে যাব ? কি অন্য কোন কন্ম কর্বো ? (কিঞ্চিদ্রাবিয়া) না এসব পরে হবে আগে মেয়েদের ডেকে এসখাদ বলি, তাদের ‘বে,’ তারাও এখন টের পায়নি । লোকে বলে “ওঠ ছুঁড়ি তোঁর বে” আমার মেয়েদের কপালে তাই ঘটেছে । (উচ্চৈঃস্বরে) কোথা গো মেয়েরা সকল ?

জাহ্নবি শান্ত্রবি আর কামিনি কিশরি ।

এস কন্যাগণ সন্তে ত্বর করি ॥

জাহ্নবী । যাই ।

শান্ত্রবী । কেন মা ?

কামিনী । ওমা এই যে আমি এইচি, কি মা ?

ব্রাহ্মণী । ওগো, শুনসে গো তোঁরা শুনসে ।

[ জাহ্নবী শান্তবী ও কামিনীর প্রবেশ ]

জাহ্নবী । ওমা, কি ?

শান্তবী । ওমা কেন ডাক্লি ?

কামিনী । ও মা, কেন, বাবা কি ডাক্‌তে ?

ব্রাহ্মণী । (পরমাক্সাদে)

এতকালে প্রজাপতি হলো অনুকুল ।

ফুটিল তোদের বুঝি বিবাহের ফুল ॥

জাহ্নবী । ও মা, কি বল্লি ?

শান্তবী । ও মা, বুজ্‌দে পালায় না !

কামিনী । ও মা, কি বল্‌না মা, আবার বল, বল বল ।

ব্রাহ্মণী । ওগো, তোদের ‘বে’ হবে গো, ‘বে’ হবে :

জাহ্নবী । (সবিষাদে)

জাহ্নবী ঘাইয়া বুঝি জাহ্নবীর ঘাট ।

পাইবে সুন্দর বর সুন্দরের কাট ॥

বর বাত্র তাহে মাত্র যমরাজ দূত ।

বাসর শয়নস্থথ হবে অনুভূত ॥

শান্তবী । (আশ্চর্য্যান্বিতা)

শান্তবীর ‘বে’ এষে অসম্ভব কথা ।

কুলীন কুমারী মোরা ‘ঘর’ পাব কোথা ॥

বল্লাল বিহিত কুল অকুল সলিলে ।

পড়েছে যে নারী তার পতি কোথা মিলে ॥

কামিনী। (সোৎসুক)

কি বল্লি কি বল্লি না গো সত্য করি বল ।

শুনিয়া এশুভ কথা হয়েছি চঞ্চল ॥

কোথা বর বাসা কোথা এসেছে কি বর ।

কবে হবে আজি নাকি বল গো সত্বর ॥

বরের বয়স কতো দেখিতে কেমন ।

যাহোক্ হলেই হয় এই আকিঞ্চন ॥

ব্রাহ্মণী। হবে গো হবে, আজি হবে, আমি মিছা কথা কৈনে ।

জাহ্নবী। ও না, আমার আর ‘বে’ হলে কি হবে না ?  
আমিতো যৌবনে জলাঞ্জলি দিচি, আর কত কালই  
বাড়বো, কেন আর বুড়ো বয়েসে ধেড়ে রোগ ?

ব্রাহ্মণী। বাছা, এমন কথা বলতে আচে ? কিসের  
বয়েস ? কচিছেলে, ষেটের বাছা, ষষ্ঠীর দাস ।

শান্তবী। না, আমাদের ‘বে’ হবে তা বল্লাল তো টের  
পাবে না ?

ব্রাহ্মণী। টের পেলে কি হবে ?

শান্তবী। (সজ্জভঙ্গি) টের পেলে সে টের পাওয়াবে,  
সে এমন নয়, যেমন মোল্লা বলে “হেঁচুর পরব্ নাই”

তেমনি বল্লাল বলে “কুলীন বামণের মেয়ের কপালে  
বে নাই,” তা দেখিস্, সাবধান২।

ব্রাহ্মণী। বাছা, এখন কি বল্লাল আছে? সে যে  
অনেক দিন মরেচে।

শাস্ত্রবী। সে মলে কি হবে না? তাচ্চেয়ে তার  
চেলা বড়, তারা মেলা বেড়াচ্ছে, দেখিস্।

ব্রাহ্মণী। তোদের ভয় কি মা? আমি কুল রক্ষা  
কর্বোঁ কুলীন বর এসেচে।

শাস্ত্রবী। (সবিষাদে) ওমা তুই কি কুল রক্ষা  
কর্বিস্, তবে জাত রক্ষা কে কর্বোঁ না?

ব্রাহ্মণী। (অধোমুখে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) ওমা  
শাস্ত্রবি তোর এ কথার উত্তর কি দিব? তার নিমিত্তে  
আমি বলে ছিলাম গো, বলে ছিলাম, সেই মিন্সেরে,  
বলি “হেদে, ভাল বর দেখে মেয়ে গুলোর বে দিস্,” তা  
বাছা, আমি বল্যে কি হবে? সে ‘কুল’ খোঁজে, বলে  
‘কুল থাক্লেই সব থাকে’। আরো দেখ্, মেয়েদের জাত-  
রক্ষা প্রথমে, মা বাপ করে; মা বাপ না করিলে, রাজা;  
রাজাও যদি জাত রক্ষা না করে, তবে বিধাতা আপনিই  
রক্ষা করেন্। তা বাছা, তোদের তারা কুলের গন্ধে অন্ধ  
রহিয়াছে! এখনকার যে রাজা তিনি আবার প্রজার  
ধম্মে হাত দেন না, অভাগ্যি আরকি! পূর্বে এক রাজা  
ছিল তার নাম ‘বল্লাল’ সে মিন্সে সকলের জাত  
নষ্ট কভোঁই এই কাল কুলের সৃষ্টি করেছে, আর  
আনাদের জাত যায় বিধাতারও এ ইচ্ছে, সেইতো

ঐ জন্যে বল্লালে মিন্সেকে রাজ্য দেয়, তবে মা বাপ,  
রাজা, ও বিধাতা, এরা সকলে যখন জাতনক্ট কতো  
বসেচে তখন জাতরক্ষা আর কে কর্যো মা? শাস্ত্রবি,  
ক্ষমা কর, ‘জাতরক্ষায় কায নাই, কুলরক্ষায় সম্মত হ’।  
আবার কেন নিশ্বাস ফেলে অধোমুখে রহিলি? কি  
কর্যো, মনোহুঃখ করিস্ নি। বাছা কামিনি, তুই যে  
কোনকথা কচ্চিস্ নে?

কামিনী। না মা, তোর কথায় আর বিশ্বাস নেই, তুই  
এমন করে আনায় কতোবার ভুলিয়েচিস্।

ওমা আর ভুলাইলে কি হবে তা বল।

কাপড় ঢাকাতে কোথা থাকেগো অনল ॥

যৌবন দুঃসহ ভার সহিতে না পারি।

একেত অবলা বাল্য তাহে কুলনারী ॥

কিফল বিকলে গেল যৌবন বহিয়ে।

কত পাপে হইয়াছি কুলীনের মেয়ে ॥

লাজ আসে একথা কহিতে তোর কাছে।

কান্ত বিনে কেমনে বসন্তে প্রাণ বাঁচে ॥

বসন্ত অশান্ত বড় দুঃসহ নিতান্ত।

বিরহি বধিতে বুঝি হইল কৃতান্ত ॥

কুটিল বিরহিমন কুটিল বকুল।

কুটিল মধুপাবলি হইয়া ব্যাকুল ॥

ছুটিল কন্দর্প বাণ কুটিল গমন ।  
 ঘটিল বিপদ বড় লুটিল ভুবন ॥  
 জরজর হলো তনু কোকিলের রবে ।  
 কেমনে এমন কালে জাতি কুল রবে ॥  
 আমূল মুকুল স্রশোভিত সহকার ।  
 সহকার হয় আসি মদন রাজার ।  
 কামির হৃদয় রাজ্য করি অধিকার ।  
 অধিকার বাঞ্ছাকরে শান্তি নাই তার ॥  
 এমন ছুরন্ত কালে অলি কামানলে ।  
 তিনকূলে কেহ নাই ছুটো কথা বলে ॥  
 সহিতে না পারি আর কর গো উপায় ।  
 কতকাল ভুলাইয়া রাখিবি আমায় ॥

ব্রাহ্মণী । না মা, এবার মিছা নয়, সত্যি গো সত্যি ।  
 কামিনী । ও মা, সত্যি যদি তবে বর কি এসেছে ?  
 বাসা দিছি কোথায় মা ? চুপিং দেকতে গেলে হয় না,  
 ক্ষেতি কি মা ?

ব্রাহ্মণী । না বাছা, শুভ দৃষ্টি হয় নেই, এখন কি  
 দেকতে আছে ? পরে দেকবি, এত উথলা হইস্ নে,  
 তোদের ছোটো বোন আদরিণী কিশরী কোথায় রে ?

কামিনী । সে রঞ্জিনী সঙ্গিনীগণ সঙ্গে পূবপাড়ায়  
 খেলতে গেছে এখনো আসে নাই ।

ব্রাহ্মণী। একবার ডাক দেখি বাছা তাকে ।

কামিনী। (পূর্বমুখে,) ওওও কিশরীইইই, কিশরী-  
রীয়েএএএ। না মা, সে ডাক শুন্লেনা, তার এখন  
কাষনি আমারই আগে হোক, তার পর তবে তার হবে।

ব্রাহ্মণী। আঃ বাছা, ডাক আর একবার, ছোটো  
ভগ্নী হয়।

কামিনী। (পুনর্বার চীৎকার রবে) ওওও কিশরী-  
ইইই, কিশরীয়েএএএ পোড়ারমুখী, শীঘ্রি আয়।

### [ কিশোরীর প্রবেশ ]

কিশোরী। (সোৎসুক্য)

প্রফুল্ল বকুল কুল, গন্ধে অন্ধ অলিকুল,  
অনুকুল মলয় পবন।

প্রবোধ না মানে মন, সদা করে আকিঞ্চন,  
বল্লালির দিতে বিসর্জন।

কূলে কালি দিবে কালী, বলে চলে যাব কালি,  
ঘটকালী কি করিবে আর।

যৌবন অমূল্য ধন, করিব গেঁ বিতরণ,  
নাহি ভয় থাকিবে কাহার ॥

কেরে আমায় ডাকলে ?

কামিনী। মা ডাকচে।

কিশোরী। কেন মা আমায় ডাকলি ?

ব্রাহ্মণী। তুই কালিঅবধি কোথায় রে ? দেবতে পাইনে কেন ?

কিশোরী। ও মা ও মা, আমি ও পাড়াতে ঘোষেদের বাড়ী লুকোচুরি খেলতে গিছিলাম।

ব্রাহ্মণী। না বাছা, আর এমন যেয়োনা, ডাগোর ডোগোর নেয়ে, যেতে আছে ? লোকে যে নিন্দে কর্বো, ছি !

কিশোরী। ও মা, কেন নিন্দে কর্বো মা ? কর্বোনা, হে মা, আবার আমি যাই।

ব্রাহ্মণী। না বাছা, আর যেয়োনা, আজি এক কন্ম আছে।

কিশোরী। কি কন্ম মা ?

ব্রাহ্মণী। বাছা, আজি আমাদের বাড়িতে এক শুভ-কন্ম হবে।

কিশোরী। ও মা, কি শুভ কন্ম, বল্না মা ? হে মা বল, কি শুভ কন্ম। বল্বিনে ?

ব্রাহ্মণী। কেন গো, বল্বো না কেন ? আজি তোদের ‘বে’ হবে।

কিশোরী। (সবিস্ময়ে) ও মা, ‘বে’ কাকে বলে মা ?

ব্রাহ্মণী। ‘বে’ কাকে বলে তাও জানিস্ নে বাছা ? ‘প্রধান সংস্কার’।

কিশোরী। ও মা, তাকি আমি খাব ?

ব্রাহ্মণী। বাছা ‘বে’ কি খেতে হয় ? রাঙাবর আসবে, তোদের ‘বে’ কর্বো, কতো ঘটঘাটাটি হবে, সেকি বাছা



কিছুই জানিস্নে ?

কিশোরী। হাঁ, সেই 'বে ?' তা আমি জানি, তা কার হবে না ?

ব্রাহ্মণী। তোমার হবে, তোমার আর তিন বোনের হবে।

কিশোরী। ও মা, তবে তোর হবে না ?

ব্রাহ্মণী। (হাস্য করিয়া) বাছা তুই অবোধ, তোর জ্ঞান হয় নেই, তাকি বলতে আছে ? আমি না হই।

কিশোরী। হাঁ হাঁ, হুঁ, বুঝিচি, তোর হয়ে গেছে, ও না কার সঙ্গে হয়েছে, বলনা মা ?

ব্রাহ্মণী। (সক্রোধে) দূর হ, আগায় ব্যস্ত করিস্নে, নদীচি নানান্ জালা, তোরা সকলে এখন বাড়িতে যা।

[কন্যাগণের প্রস্থান।

আমি যাই, আর দাঁড়াব না, পাড়ার নেয়েন্দের বলতে হবে, বেলা হলো ; আমি যা না কর্যো তা হবে না।

[ব্রাহ্মণীর প্রস্থান।

[রসিকার প্রবেশ]

রসিকা। (স্বগত)।

বাড়ি মোর বংশীপুরে, দেখা যায় কিছু দূরে,

ঘেরাঘোরা ঘর ছুই খানি।

নবীন যুবতী আমি, মরেছে আমার স্বামী,

তবু কভু দুঃখ নাহি জানি ॥

জাতিতে নাপিত বটে, আছে নানা গুণ বটে,  
আলতাকামান মোর কর্ম্ম ।

করি নাই কোন পুণ্য, তথাপি পাতক শূন্য,  
অতিথি না ফেরে এই ধর্ম্ম ॥

তুষিত পথিক গণ, এসে করে আকিঞ্চন,  
যদি পায় মোর ঘরে বাসা ।

নাই যার অন্য স্থান, করে সবে অবস্থান,  
এমন আমার ভালবাসা ॥

কিছু নাই অন্য জ্বালা, এক মাত্র পেট টালা,  
দিবসেতে পাড়ায় কামাই ।

ভাল বাসে সবে অতি, আমি শুদ্ধমতি সতী,  
রজনীতে নাহিক কামাই ॥

এবয়সের পতিনাই, তাইতো পাড়ায় যাই,  
পোড়া পেট পুরাবার আশে ।

বসিয়া না পাই খেতে, সেই হেতু হয় যেতে,  
সে থাকিলে কেটা আর আসে ॥

কেহ নাই পরিজন, একাকী না টেকে মন,  
মনের মানুষ যদি পাই ।

খুলে সব বলি তায়, যদি দয়া করে তায়,  
তবে তার সঙ্গে চলে যাই ॥

(গাত্রভঙ্গ করিয়া) যাই আবার ওবাড়িতে ।

### [দেবলের প্রবেশ]

দেবল । কে ও, নাপতেবৌ নাকি ?

রসিকা । হাঁ ঠাকুরপো, আমিই বটে ।

দেবল । তবে এখন দেকতে পাইনে কেন ?

রসিকা । আর ভাই, দেকতে পারনা তা দেকতে পাবে  
কি ? দেকতে পাভে, তবে অবিশ্রিই দেকতে পেতে ।

দেবল । (সহাস্ত্র মুখে) নাপতেবৌ, তোমারে দে-  
কতে পারেনা এমন লোক কে ?

রসিকা । সে কি ভাই, কি বলো ? সকলে কি সকলকে  
দেবতে পারে ?

কমল কোমল ফুল, মধুদানে অনুকূল,

দশদিক করে আমোদিত ।

পরাগে পরম শোভা, মধুকর মনোলোভা,

হেরি যাহে চক্ষু চমকিত ॥

দোষাকর নিশাকর, লোকে কহে স্খ্যাকর,

ছুঃখাকর বলি আমি তাকে ।

কুমুদে আনোদ মানেন, গুণ দোষ নাহি জানেন,

সেপদ্মেতে শত্রু ভাব রাখে ॥

শুনলে ঠাকুরপো ?

দেবল । হাঁ শুনলেম্ বটে, কিন্তু চন্দ্র তো পদ্মিনীকে

কখন দেখে নাই ; যদি একবার দেখতে পেতো তবে বলতে পারত।

রসিকা। ভাল ভাই, চন্দ্র পদ্মিনীকে দেখে নাই বটে, যা বল্যে, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি “রত্ন কি আপনিই লোকের নিকটে আসে, না লোক যত্ন করে রত্নের অন্ত্রেষণ করে ?”

দেবল। “লোকই অন্ত্রেষণ করে, রত্ন আবার কোথা কাকে তত্ন করে থাকে ?”

রসিকা। তবে ভাই, দেখদেখি “যদি চন্দ্র যত্ন করে তবে কি পদ্মিনীকে দেখতে পায় না ? অবিশ্রি পায়, তা না করাতে তারি দোষ প্রকাশ”।

দেবল। ফল বটে, যথার্থ, তাইতো লোকে চন্দ্রকে কলঙ্কী কহে।

রসিকা। হা ঠাকুরপো, এখন পথে এসো, বলতে পারি কি না ?

দেবল। (হাস্ত মুখে) নাপ্তেবো, তোমায় কথায় পারা ভার।

রসিকা। (হাস্ত মুখে) ঐ ‘ভার’ বলে তো কেহ কথা কয় না।

দেবল। এখন আছতো ভাল ?

রসিকা। আর ভাই আছি, ভাল না থেকেই বা করিকি ?

দেবল। তাই বলি, পরামানিক দাদা নাই, তোমার চলে কিসে ?

রসিকা। চলবার ভাবনা কি ভাই, আমার যে ‘এক

চুপড়ি' আছে তাতেই ঢালাই, আপনি না ঢালালে কে ঢালাবে বল ?

দেবল । এখন কোথা যাচ্ছ ?

রসিকা । এই সব কামাতে যাচ্ছি ভাই ।

দেবল । (পরিহাস পূর্বক) তুমি কি 'সব' কামিয়া-  
থাক ?

রসিকা । (হাস্য মুখে) না ভাই তা নয়, আজি  
বাড়ুয়োর বাড়িতে 'বে,' পাড়ার মেয়েরা জলসৈতে  
যাবে, তা কামিয়েজুমিয়ে না দিলে কি হবে ?

দেবল । উওর পাড়ার হয়েছে ?

রসিকা । হাঁ, তাদের কামিয়ে এই আশিচি ।

দেবল । তারা এখন কি কচ্ছে, পূজার উদ্যোগ  
কচ্ছে কি ?

রসিকা । আজি পূজো মাথার উপর থাকু, পূজোর  
যো করবে কি সে যো নাই, তারা যে ব্যস্ত ।

দেবল । ব্যস্ত কেন ?

রসিকা । জলসৈতে যাবে, সাজগোজ কচ্ছে ।

দেবল । সাজ গোজ আবার কেমন ?

রসিকা । তা শুনবে ?

কুলপালকের গৃহে বিবাহ উৎসবে ।

প্রতিবাসি রামাগণ নিমন্ত্রিত হবে ॥

মনোমত সজ্জাকরে বিভবানুসারে ।

এই প্রথা সর্বকালে সকলি সংসারে ॥

মনের আমোদে মত্ত কোন কুলবালা ।  
 কর্ণমূলে পরিল স্তব্ধ কাণবালা ॥  
 কেহ কেরাপাত পরে কেহবা চৌদানী ।  
 নাছিল পূর্বেতে ইহা হয়েছে ইদানী ॥  
 শ্রবণযুগলে দোলে কাহার কুণ্ডল ।  
 হেরি শোভা চমকিত যুবক মণ্ডল ॥  
 ভালেতে শোভিছে ভাল কারো স্বর্ণস্মিতি ।  
 যাহা হেরি যুবজন গণের বিস্মৃতি ॥  
 মুক্তাফলে শোভা পায় যাহার নাসিকা ॥  
 বোধ হয় সেই নারী নিতান্ত রসিকা ।  
 কেহ করে পরে দিব্য স্তব্ধ বলয় ।  
 তড়িতে জড়িত যেন নব কিসলয় ॥  
 বাহুতে ধারণ করে কেহবা কেয়ুর ।  
 হেরি সৌদামিনী বোধে হর্ষিত ময়ূর ॥  
 কেহ কণ্ঠে পরে ডায়মন্ড কাটা চিক্ ।  
 দেখিতে অপূৰ্ণ যাহা করে চিক্চিক্ ॥  
 পরিল গলেতে কেহ মণিময় হার ।  
 অশ্রুতে সম্মত তবু বাহিরে বাহার ॥  
 রত্নের অঙ্গুরী কেহ যত্ন করে পরে ।  
 আপন সম্পদ কিছু দেখাইতে পরে ॥

কোন নারী নিতম্বে ধরিল চন্দ্রহার ।  
 বিরহি যুবাব মন করিতে সংহার ॥  
 কাহার চরণে ঢেয়ু তরঙ্গের মল ।  
 রক্তত নিশ্চিত যাহা অতি সুনির্মল ॥  
 কেহবা খোপার মাঝে গুঁজিয়া গোলাপ ।  
 কোকিল কুণ্ঠিত কণ্ঠে করিছে আলাপ ॥  
 করিয়া সুসজ্জা সবে আনন্দিত মন ।  
 বিবাহবাটীতে দেখ করিছে গমন ॥

ঠাকুরপো আমি এখন যাই, বাকিজুঁকি এই সময়  
 চুকাই গে ।

দেবল । হাঁ, আমিও ঘরে যাই, এখন পূজা কর্তে  
 যাওয়া হলো না ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

[কামিনীগণের প্রবেশ]

মোহিনী । এই তো বে বাড়ি, কৈ কে কোথা গো ?  
 কাকেও নে দেখতে পাইনে । ও মা সেএ কি গো ? ঐ  
 যে কথায় বলে “ যার বে তার মনে নাই, কাটনা কামাই  
 পাড়া পড়সীর ” ।

ভামিনী । মরণ, ও কি হলো ? মিল্লো কৈ লো ?

মোহিনী । আর ভাই, মেলে কৈ ?

ভামিনী । গুণ থাকলেই মেলে, “যার বে তার মনে

নাই, পাড়াপড়সীর ঘুম নাই”। দেক্‌দেকি নিল্লো কি না ?

মোহিনী। ভাল ভাই, তাই যেন নিল্লো, এখন বে বাড়ির কাকে ও যে মেলে না, তার কি বল্‌না ?

যমুনা। বলে নন্দ নয়, বে বাড়ি, অচ্চ কিছুই দেক্‌তে পাই নে। বাদি নেই, বাজনা নেই, কিছুই নেই ; সে কি, আঁ, ওমা আমি কোথা যাব, ওমা আমি কোথায় যাব !

হেমলতা। এই যে ভাই একটা কলাগাচ রয়েছে।

যমুনা। অমন কত গাচ কত দিকে আছে, আসল কৈ লো ? বাড়িল্লোক কৈ ?

### [ ব্রাহ্মণীর প্রবেশ ]

ব্রাহ্মণী। (প্রফুল্ল মুখে) এই যে মা সকল, দিদি সকল, বাছা সকল, এসেচো এসে, আসবে বৈ কি ; তোমাদের কন্ম, কর্বো কন্মাবে, খাবে খাওয়াবে, নেবে খোবে ; তোমরা না কল্যে কে কর্বো ? জাতিবল, গোত্র বল, সকলি আমার তোমরা।

হেমলতা। ওলো ঠান্‌দিদি, বলি একি লো ? মেয়ে-দ্বের বে দিতে বসেছিচ্‌ তা সব ফাকিজুকি, ঘটাকাট কৈ, কিছুই যে দেখিনে ?

ব্রাহ্মণী। আর ভাই ‘ঘটা,’ কুলীনের মেয়ের ‘বে’ ঘটাই ভার, আবার ‘ঘটা’ পাবো কোথা বোন্‌ ? তবে তোরা এসেছিচ্‌ এই ঘটাই ‘ঘটা’।



কামিনী। ওলো হেমলতা, জানিস্নে বড় গিন্নির সব্ ফাকি, নিখরচায় জামাই পাবে, ছাড়বে কেন ?

ব্রাহ্মণী। দূর ছুঁড়ি, ওকথা কি বলতে আছে ? জামাই আর ছেলে ভিন্ন কি ? যা, তোরা সকলে মিলেজুলে জলসৈতে যা দেখি ?

চপলা। যে তোর মেয়েদের বর এসেচে ।

### [বাটী মধ্যে ব্রাহ্মণীর প্রস্থান]

তার জন্যে জলসৈতে হবে না, তাকে ‘জল সৈ’ কল্লিই ভাল হয়——শুনে গেলিনে মাগি ?

চঞ্চলা। ওলো কুলবালা কুলো নে লো নাথে করি। জল সহিবারে সবে বল ‘হরি হরি’।

সুলোচনা। মরণ, ও কি লো ? শুভ কন্মে অনঙ্গুলে কথা ?

চঞ্চলা। না ভাই, যে ‘বর’ এসেচে তারপক্ষে এ অনঙ্গুলে নয়।

সুলোচনা। কেন ? কেমন বর বল্না শুনি ?

চঞ্চলা। শোন্না ভাই ওদের সুখে, তবেই বিশেষ হবে।

সুলোচনা। ওলো চপলা, বল্না লো কেমন বর ?

চপলা। (সবিষাদে)

আহা মরি আইহ, সখি একি শুভে পাই,

বর নাকি বায়াতুরে বুড়ো।

কপাল নিতান্ত পোড়া, কোথা হতে এলো মড়া,  
ঘটাইল ঘটক আঁটকুড়ে ॥

সুলোচনা । বুড়োবর ? এতো ভাল, মন্দ কি ? আমার  
যেমন কপাল তাতো নয় ?

চঞ্চলা । তোর আবার কপাল মন্দ কেমন লো, বল্না ?  
সুলোচনা । তবে শোন্

কি জানিবি ওলো ধনি, এ বর মাথার মণি,  
মোর পতি দেখে বুক ফাটে ।

বয়স খতালে পর, নাতি ভেবে এসে জ্বর  
কোলশোভা হয়ে রাত কাটে ॥

এপতি মাথার চুড়া, বুড়াতো রসের গুঁড়া,  
কাছে থাকে তবু শোভা হয় ।

সে যে অতি শিশু ছেলে, কেঁদে উঠে ভয় পোলে,  
শান্ত করে রাখি তবে রয় ॥

চন্দ্রমুখী । (সবিষাদে) তবে আমিও বলি, লোকের  
কাছে বল্যোও কতক নিবিস্তি হয় । ভাই সে ভো তোর  
মন্দ নয়, কখন কায়ে লাগবে, আমার শুনবি ?

পতির রমণী গণ, কিছু কম একপণ,  
তবু বিয়া করে পোলে চাকি ।

যৌবন বিফলে যায়, বারেক না দেখি তায়,

জীয়ন্তে মরার কিবা বাকি ॥

আসিবেক করি আশ, তাহার বিবাহ চাস,

মাসমাস ফেরে নানা দেশ ।

ব্যবহার দিতে নারি, তাই মোরে বিভা করি,

স্বপনেও নাকরে উদ্দেশ ॥

যশুনা (ঈষৎ ক্রোধে)

আমি কি বলিব বাণী, প্রাচীনা সভার মানি,

অভিমানি কথায় ২ ।

বয়স হইল ষাট, বিবাহের নাই পাট,

আছে কাট শেষের উপায় ॥

বাপের প্রধান ঘর, নাই মেলে যোগ্য বর,

কুলের বড়ই আঁটাঘাঁটি ।

মনে সদা এই চাই, বাহির হইয়া যাই,

পড়ে কুলে কালি পরিপাটি ॥

আইবুড়ো থেকে মোর, বয়স হইল ভোর,

নুড়ো দিই মুখে বল্লালের ।

বহু শিব পূজা গুণে, জন্মগেল মনাগুণে,

কপালে আগুণ সে হরের ॥

হেমলতা । (হাস্যমুখে) ভাই আগারও সেই রূপ।

যৌবন দুঃসহ ভার, সহিতে নাপারি আর,

এশরীরে কতো জ্বালা নয় ।

বয়স্ হইল বিশ, ইচ্ছা হয় খাই বিষ,

মনে মনে কতো রীষ হয় ॥

বিয়ার নাহি প্রসঙ্গ, অনঙ্গিতে জরে অঙ্গ,

রঙ্গ দেখি লোকে ব্যঙ্গ করে ।

মনেতে ভেবেছি সার, শুধিব বল্লালি ধার,

কূলে জলাঞ্জলি দিয়া পরে ॥

যশোদা । ওলো “তোদের দুখ শুনে মোর বুক কাটে,  
তোরা খাসি ভাঁড়ে জল আমি খাই ঘাটে” । তোরা  
ছেলে মানুষ, তোদের কাটে বলা নয়, যদি বল্লি, তবে  
শোন, আমার কথা শুনলেই তোদের দুঃখ দূর হবে ।

ভগিনী আমার ছয়, আমারে নে সাত হয়,

সবার বিবাহ এক দিনে ।

কি কব বরের কথা, মনে হলে মর্ম ব্যথা,

এইহেতু কহিতে পারিনে ॥

তার বয়সের সম, পাহাড় পর্বত কম,

আছে কিনা ভুবন ভিতরে ।

উহার চরম কালে, বন্ধুরা না ফেলে খালে,

গঙ্গাতীরে আনিল সত্বরে ॥

পাইয়া স্বযোগ্য ঘর, বরি নোরা সেই বর,  
অতঃপর সেপার পঞ্চত্ত্ব ।

তখনি বৈধব্য দশা, প্রাপ্ত হই সপ্তস্বসা,  
কিবা কব কুলের মহত্ত্ব ॥

বল্লাল হইয়া কাল, দিয়াছে কুলের শাল,  
সামালং ডাক ছাড়ি ।

নাহলো বাসনা পূর্ণ, কেবল বৈধব্য তূর্ণ,  
মন্ত্ৰের প্রভাবে উদ্‌ম রাঁড়ি ॥

কোথায় মঙ্গলধ্বনি, করিবেক যত ধনী,  
হরিধ্বনি হইল তথায় ।

শঙ্খ বাদ্য যেথা থাটে, তথা মহাশঙ্খ কাটে,  
বুকফাটে মরি হায়ং ॥

পতির করিয়া গতি, পরে নিকেতনে গতি,  
ছুর্গতির নাহি হলো শেষ ।

কোথা ছিল একাদশী, আসিয়া পাইল বসি,  
সৰ্ব্বনাশী নাহি ছাড়ে দেশ ॥

তা বলে আর কি হবে ? আনি সে সকল পার্কে পুতি-  
ছি, সে কথায় আর কায নাই, দূরহৌগ্গে, যা তোরা  
বাজ্জনো এনেছিষ্ যা, জলসৈতে যা ।

বিজয়া । বড়দিদি, তুই যাবি নে ?

যশোদা । তাই আমি গে কি কর্বো ? রাঁড় মানুষ,  
ছোঁব না, নেপুবো না ।

বিজয়া । আচ্ছা চল্লো তবে আনরাই যাই ।

চপলা । (উলুং শব্দ করিয়া) বাজানা লো, শাক্টা  
বাজা ।

চঞ্চলা । (শঙ্খবাদ্য করিয়া) বরগুলা কোথা লো ?

কামিনী । চাইতে গিছিলাম্ তা বড়গিন্নী বল্যে “এখন  
বেলা হয় নি, দিচ্ছি এই সাজিয়ে গুজিয়ে, দাঁড়া এটু”

মোহিনী । ওলো, বড়গিন্নী আপনার বেলা বুজতে  
পারে, মেয়েদের বেলা তার বেলা হয় না, না হোগ্গে ।

হেমলতা । এই নে লো, ‘শ্রী’ নে ।

তামিনী । (করতালি দিয়া) ওমা-আমি-কোথা-যাব !  
এই কি ‘শ্রী’ ।

চপলা । নে বেনে, যেমন বরের ‘শ্রী’ তেমনি শ্রীরও  
‘শ্রী,’ সকল বিশ্রী-কাণ্ড, তবে শ্রীর কি স্মৃশ্রী হবে ? চল্  
চল্, আবার ঘরকন্না আছে শীঘ্রিৎ জলসৈয়ে আসিগে ।

[কামিনী গণের জল সহিতে প্রস্থান ।

যশোদা । (দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া, স্বগত) এই যে  
সকলেই গেল । যাবে না কেন ? ঈশ্বর যেতে দিচ্ছেন  
তাই যাচ্ছে ! আমি যে আহ্লাদ-আমোদ কর্বো তারতো  
যো নেই । যাই ঘরে যাই, এখানে দাঁড়িয়ে আর কি  
করবো ! (কিঞ্চিৎ গিয়া) এই যে ফুলকুমারী আশ্চে, যাবে  
বুঝি জলসৈতে ।

ফুলকুমারী (কিঞ্চিদূর হইতে)। দাড়া গো, ঠান্দিদি দাড়া।

### [ফুল কুমারীর প্রবেশ]

যশোদা। কি লো, নাত্নি? সব মেয়েরা জলসৈতে গেছে তোরা এতো বেলা কেন্‌লো? কালি বুঝি নাজ্জামাই এসেছিল তাই বেলা পর্য্যন্ত ঘুমিয়ে ছিলি—এই যে দুই চোক নালকরে বসেছিস, সেকি লো? বড় খিদে হলে কি দুহাতে খেতে হয়?

ফুলকুমারী (সবিষাদে)

বোলোনা ঠান্দিদি আর সে কথা বোলোনা।  
জ্বলন্ত অনলে মোর আছতি দিয়োনা ॥  
কালামুখো বিধি ভাল মিলাইল ভালে।  
এসে ছিল বটে সেট। কালি সন্ধ্যাকালে ॥

দিদি সে কথা আর বলিস্‌ নে। জ্বলে পুড়ে মচ্চি, আবার তুই কেন জ্বলান্? গেড়েচ্যাও কি স্বর্গ দেখে? তেমন কপাল হলে কি কাল কুলীনের হাতে পড়িতান্! আমাদের যেমন কপাল তেমনি মিলেছে! তা ওকথায় আর কায নাই।

যশোদা। (মৃথ ফিরাইয়া) মরুগ্গে বল্লিইবা খেতি কি? আমিতো ওরসে বঞ্চিত, তা পরের কথা শুন্তেও কি নেই? নেই২ বল্লিনে, নাই বল! (অভিমান)

ফুল। না ঠান্দিদি, তা না, তোকে বলিনে কেন, বলি  
বলিই তোর দুঃখ হবে, নাহ্নীং করিস্।

যশোদা। আমাদের যখন যে দুঃখ হয় সম্পন্ন বুঝে  
বলে থাকি—বলিই ভাল, যত মনে রাঙ্কি ততই মন্দ,  
বলে ফেলো মন খোলসা পায়—তা বলিস্তো বল, কি  
রকম এলো, কি কল্যে ?

ফুল। তবে শোন্ ঠান্দিদি।

কাপোড় কাচিতে গিয়া সমাচার পাই।  
লোকে বলে আসিতেছে ওদের জামাই ॥  
সে কথা শুনিয়া ভাষি সূথের সাগরে।  
পথ না দেখিতে পাই আনন্দের ভরে ॥  
থাকিল কাপড় কাচা সত্ত্বর বাড়িতে।  
আসি পথে কত ভাব ভাবিতে ॥  
বহুদিন পরে নাথ আসিল ভবনে।  
সাধিব মনের সাধ যত আছে মনে ॥  
ভবনে সে পূর্ণ শশি দেখিয়া উদিত।  
নয়ন চকোর মোর হবে হরষিত ॥  
উথলিবে প্রেম সিন্ধু সূথের সঞ্চার।  
দূরে যাবে দুঃখময় মহা অন্ধকার ॥  
মানস কুমুদ ফুটে হইবে প্রকাশ।  
নির্মল হইবে তবে হৃদয় আকাশ ॥



বিরহ ত্রুতের আজি উদ্ঘাপন করে ।  
 যৌবন দক্ষিণা দিব গিয়া তার করে ॥  
 মনোমত বেশ করি নিকটে যাইব ।  
 প্রথমে বাড়িতে মান মান প্রকাশিব ॥  
 কাঁদাব ধরাব পায়ে নাহি অনুরোধ ।  
 পেয়েছি যতেক দুঃখ তার পরিশোধ ॥  
 পরেতো কহিব কথা বদন তুলিয়া ।  
 একেবারে ভুলাইব নয়ন ঠেরিয়া ॥  
 বড় যত্নে শিখিয়াছি যতো কাব্যরস ।  
 কহিলে তাহার কাছে হইবে সুরস ॥  
 মন্থথেরে মনোমত শিখাব তখন ।  
 কোথা পালাইবে মোরে করে জ্বালাতন  
 ছুরন্ত বসন্ত সখা সামন্ত সহিত ।  
 নিতান্ত প্রাণান্ত সম করেছে অহিত ॥  
 বিহিত করিব তার করিয়াছি মনে ।  
 কি করিবে আর মোরে মলয় পবনে ॥  
 কোথায় থাকিবে সেই কাল পিকবর ।  
 কোথাবা রহিবে দুর্জ ভ্রমরী ভ্রমর ॥  
 এই রূপ অহঙ্কার মনেই করে ।  
 গৌরবে গর্জিণী বড় আসিলাম ঘরে ॥

গাই তারপর তার রঙ্গ দেখে ‘হরিভক্তি উড়ে গেল’ !  
 যশোদা । কেন্নো, কি হলো বল্ দেখি শূনি ?  
 ফুল । (সাক্ষেপে)

শ্বসব্যাস্ত হলো সবে জামাই দেখিয়া ।  
 বাহিরে বসিতে দিল গালিচা পাতিয়া ॥  
 ধনুভঙ্গ পণে কহে সবা বিদ্যমাণে ।  
 ‘ব্যাভার পাইলে তবে পাখোবো এখানে’ ॥  
 শুনিয়া জননী মোর বড়ই দুঃখিনী ।  
 খাড়ু বাঁধা দিয়া কিছু আনিল আপনি ॥  
 টাকা হাতে করি কাকা গিয়ে তাকে দিল ।  
 এমনি কুলের ধর্ম্য তবে পা ধুয়িল ॥  
 অম্প হলো বলে তবু মুখ যুরাইয়া ।  
 কহিল দুর্ধাক্য কতো বাটালি কাটিয়া ॥  
 জলপান সহ পান সাজায়ে পাঠাই ।  
 সে এমন্ তার মন তবু পেতে নাই ॥  
 জামায়ের আগমনে জননী তৎপর ।  
 খাদ্যদ্রব্য আয়োজন করিল বিস্তর ॥  
 যতন করিয়া দিদি বাড়িলেন ভাত ।  
 দাদা গিয়া আনিলেন ধরে তার হাত ॥

পেতে দিল বড় পিঁড়ি তাহায় বসিয়া ।  
 ইহা খায় উহা ফেলে নবাবি করিয়া ॥  
 অতঃপর বলিতে আমার বুক ফাটে ।  
 সেপারে বলিতে যেবা দড় আটেকাটে ॥  
 যামিনীতে একাকিনী শয়ন করিয়া ।  
 পতির ধ্যানেতে আছি নয়ন মুদিয়া ॥  
 কতক্ষণে প্রাণনাথ আসিবেন কাছে ।  
 কহিব সকল দুঃখ যত মনে আছে ॥  
 মনেই এই রূপ বাসনা করিয়া ।  
 কপট নিদ্রায় আছি নয়ন মুদিয়া ॥  
 কিছু পরে আসিলেন মোর প্রাণ কান্ত ।  
 তা হেরে অমনি হই মানিনী নিতান্ত ॥  
 দেখিয়া নিদ্রিতা মোরে পাষণ্ড পামর ।  
 অনায়াসে ঢাকামেরে জাগায় সত্বর ॥  
 ইথে অভিমান আর ক্রোধ উপজিল ।  
 তবু সে বেহায়া মিন্বে কহিতে লাগিল ॥  
 শীঘ্র করি অর্থ মোর হাতে দেও আনি ।  
 নতুবা অনর্থ হবে বুঝ অনুমানি ॥  
 একথায় যদি মানভরে আমি থাকি ।  
 ভাবিলাম চলে যাবে দিয়া মোরে ফাকি ॥

কঁত স্তব বিনয় করিয়া ধরি কর ।  
 তবু সে ছুঁর্বাক্যবিষে করে জরজর ॥  
 শপথ করিনু কতো স্বপথে আনিতে ।  
 কুপাধিক কোথা পায় সুপথ দেখিতে ॥  
 অবশেষে এই যুক্তি মনে করে স্থির ।  
 কাট্ণাকটা কড়ি বত করিনু বাহির ॥  
 যা ছিল আমার পুঁজি দিলান সকল ।  
 তথাপি অধিক দেও কহিল পাগল ॥  
 তাতে কহিলান নাথ তুমি জ্ঞানবান ।  
 কেন কর অধীনীরে এত অপমান ॥  
 কহ দেখি কোথা আছে বিধান এমন ।  
 পত্নীর নিকটে পতি লইবে বেতন ॥  
 ইহা শুনি গুণমণি ক্রোধেতে মহেশ ।  
 নারী হয়ে মোরে তুমি দেও উপদেশ ॥  
 এত বলি ক্রোধভরে উঠিয়া চলিল ।  
 বাবার টোলেতে গিয়া বিটোল শুইল ॥  
 দরমা পাতিয়া তথা করিল শয়ন ।  
 মশাতে চাসাকে শিক্ষা দিল বিলক্ষণ ॥  
 প্রভাতে চলিয়া গেল করে অতি রোষ ।  
 অমৃতে উঠিল বিষ কপালেরি দোষ ॥

যত আশা মনে ছিল সব গেল দূর ।  
 দর্পচূর্ণ করি মোর গেল সে নিষ্ঠুর ॥  
 মম সম অভাগিনী আছে কোন দেশে ।  
 হাতে দিয়ে নিধি বিধি হরে নিল শেষে ॥  
 একাকিনী বিরহিনী যামিনী জাগিয়া ।  
 নয়ন করেছি রাঙা কাঁদিয়া কাঁদিয়া ॥

যশোদা । নাতনি আর বলিস্ নে—বলিস্‌নে, বুক্  
 কেটে যায় !!! (সজল নয়নে) হাঁরে বল্লাল, তুই কাল  
 হয়ে এসেছিলি? কে তোকে কুলের সৃষ্টি কতো বলে ছিল?  
 কুলতো নয় এ কুলের আঁটি—বড় কঠিন! যার কুল  
 আছে তার কি দয়া নেই? ধন্য নেই? কন্ম নেই? আহা!  
 আহা! কি দুঃখু! নাতনি তুই আর কাঁদিস্‌নে। যা,  
 মেয়েদের সঙ্গে যা; আবার আস্বে, তাব্‌না কি? রাগ  
 করে গেচে কি কর্‌সি? এবার শুদ্ধো এই অব্দি কাট্‌নাটা-  
 নাট্‌নাটা কেটে কিছু হাতে করে রাখ।

——তবু কাঁদে লাগ্‌লি? আহা ছেলে মানুষ! বোন  
 কি কর্‌সি তা বল? এই দেখ্‌দেখি আমরা কি কচ্চি, তো-  
 ন্তো আছে আমার যে নেই—তা কি কর্‌সো?

ফুল। (চক্ষুর জল মুছিয়া) ঠান্দিদি, এ থাকাক্ষেয়ে  
 নাথাকা ভাল! না থাকলে ননে প্রবোদেওয়া যায়, এ  
 থেকে নেই! একি সামান্যি দুঃখু? ঐ যে কথায় বলে  
 “দুঃখ গরু থাকাক্ষেয়ে শূণ্‌গোল ভাল” ॥

যশোদা । (হাস্যমুখে) ওকথা বলতে আছে ? খাড়ু-  
গাছটা হাতে আছে তবু ভাল । আর সে নাজ্জামাই  
শালাও আবার এই ফিরে আসে, রাগ করে কদিন থাকতে  
পাব্যে ? (পথে একটা কুকুর দেখিয়া পরিহাসে) ঐলো  
নাত্নি, ঐ, আবার ফিরে আসে ।

কুল । (হাস্য মুখে) ঠান্দিদি, তোত্ত নেই, তা লোকে  
বলে “নাপেতে নাজ্জামাই ভাতার” তা তুই নেবা ।

যশোদা । না ভাই, আমাত্তো নেই বটে, আমি ও-  
রনে বঞ্চিত, তবে “পরেদ্ধনে ধোপার নাটে ” কায  
কি ?

কুল । ঠান্দিদি তোর আবার হয় এই, ও পাড়ায়  
শুনলেম্ রাঁড়ের ‘বে’ নাকি চলতি হবে ? তবেই তোর  
ডাঙ্ জলে পল্যো ।

যশোদা । (সবিষাদে) আর ভাই, হবে হবেই শুষ্কি, হয়  
কৈ ? আমি থাক্তে আর হবে ? আমার ভেনন অদেষ্ট নয়,  
নাহোঁগ্গে, আর কাযও নেই । এখন ঘরে যাই ভাই,  
বেলা হয়েচে ।

কুল । আমিও আসতেম্ না, বড়গিন্নীর অনুরোধেই  
এলেম্ ; আমি বল্যেম জলসৈতে যেতে পারবোনা, তা  
সে বল্যো “না যাস্ না যাবি তুই ঝালিঝাড়া বাটনে ”  
তা যাই, নাগেলে ভাল হয় না ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

তৃতীয় অঙ্ক ।

## [ভোলার প্রবেশ]

ভোলা । (স্বগত)

মোগার কোপালে ছুক নেকেচে গাঁসাই ।

খাউং মরি এটু বস্টি পাই নাই ॥

বসি ঘরে প্যাটভরে খাতি নাই পাই ।

চাকুরি ঝাক্মারি কাম করি মুই তাই ॥

ঐ ওভরের বাড়ির মুই খানাকাটি গেহালাম, এসুতে এসুতেই বড়মোশাই বল্যে “ওরে ভোলা, তুই বা, পুরুঠাকুরের ডাকি আনি,” তা এই মুই অদুরে থাকি আলাম, তামুক খাতিও পালান্ না, এটু জিরুতিও পালান্ না, তাইতো মোদের বৌ বলেহালো, বলে “চাকুরি না কুকুরি” তা খাতিপত্তি পাইনে না করে কি কর্যো ? মুনিব ঝা বলে তা না কল্যে মেইনে দেবে কেন ? খাদায়ে দেবে যে, তাই যাচ্ছি, আসি তবে তামুক খাব । (কিঞ্চিৎ গমন করিয়া) ঐ ঝাঃ কেছেখানা ভুলি আলাম, দাদাঠাকুর বল্যে “এসুবার বেলা এটা খোঁড়ের গাচ আনি” তা কিদ্দি কাটবো ? আবার ফিরি যাব ? (চিন্তা করিয়া) না বেনে, পতেদ্ধারে মোর বীয়ের ঘর, সেইস্থেই ন্যাবো । (কিয়দূর গিয়া,) এই মোর বীয়ের ঘর, এখন বী মোর হেতা নেই তা বীন্কে ডাকি । (প্রকাশে) ও বীন্, বীইন্, একবার তোংগার কেছে খান দিবি ? (আকাশে কণ্ঠ দিয়া) আঁ, কি বল্যি ? হেরিয়ে গেচে ? ঝাক্গে,

আবার মোরে ফিরি আঁখে হলো; যাই তবে (অধিক দূর  
গিয়া স্বগত) ঐ পুরুঠাকুরের বাড়ি দেহুতি পাচ্ছি, শা-  
লার বামুণ কদুৱে ঘর বেনিয়েচে! (নিকটে গিয়া প্র-  
কাশে) ও পুরুঠাকুর, ঘরে গো?—না গো, আর পুরু-  
ঠাকুর বলবোনা, সেবার বলে হেলান্ তা সে বামুণ কুণ্ডা  
করে। (উচ্চৈঃস্বরে) ও বাবাঠাকুর, বাবাঠাকুর ঘরে  
গো? কৈ ওত্তর দেয় না কে? কোথা বুঝি ছরাদ কত্তি  
গেচে। বামুণদের কি? বড় মানষির বাড়িই ছায়ায় বসি,  
গোলবালিশে ঠ্যাশ মারি গুড়ুক তামুক খায়, গল্পি  
করে, তাই বুঝি গেচে। ওও মাঠাকরুণ, মাঠাকরুণ,  
তোমার বাবাঠাকুর কোতা গো?

### [ধর্মশীলের প্রবেশ]

ধর্ম। (সক্ৰোধে) আঃ কেরেও? রামহ, প্রস্তাব  
করিতে বসিছি এতো চীৎকার কর্তেছে কেন?

ভোলা। মুই, বেড়ুয্যের বাড়ির মেন্দের—ভোলা?

ধর্ম। (সহাস্ত্র মুখে) কিরে ভোলা!

ভোলা। এজ্ঞে হাঁ বাবাঠাকুর, পেণাম।

ধর্ম। কিরে, কেন এসেছিস্? ভালতো সকল?

ভোলা। এজ্ঞে, বড়মোশাই তোমারে এসতে বল্যে  
তার মেয়েগার ব্যা।

ধর্ম। ‘বিবাহ!’ কি অদ্যই হইবে?

ভোলা। হাঁ বাবাঠাকুর, আজি সঞ্জেব্যালা ব্যা হবে।



তিনি আমায় বল্যে “তোলা, তুই আজি নাতিরে ঘঘ্যা-  
স্নে, তোর দিদি ঠাগুরুণীদের ব্যা”।

ধর্ম্ম। হাঁ, হাঁ, শুভাচার্য্যের মুখে শুনিতে ছিলাম্ বটে,  
তঁার চারিটা কন্যারি কি বিবাহ একবারে হবে ?

তোলা। এজ্ঞে মোশাই।

ধর্ম্ম। (স্বগত) এবারকার দক্ষিণার টাকায় ব্রাহ্ম-  
ণীর নত গড়ান হবে। (প্রকাশে) তবে তুই যা, আনি পুঁথি  
লইয়া যাইতেছি।

তোলা। যেএজ্ঞে—মুই তবে যাই।

[ভোলার প্রস্থান।

ধর্ম্ম। একাকী যাওয়াটা ভাল হয় না, ছাত্রেরা কো-  
থায় ?

[তর্কবাগীশের প্রবেশ]

এই যে তর্কবাগীশ বাফা, ওহে একবার আমার সহিত  
যাইতে পারিবে ?

তর্ক। কোথায় যাইব ?

ধর্ম্ম। আমার যজ্ঞমানের বাটীতে বিবাহ, তুমি গেলে  
চাইল কলা সব আসে, যাও তবে এস।

তর্ক। যে আজ্ঞা, চলুন তবে ; (পথে গমন) মহাশয়  
আজিতো বিবাহের দিন নাই !

ধর্ম্ম। বাপু হে, সে কথা আর কি জিজ্ঞাসা করিতেছ ?  
আমার যজ্ঞমান কুলপালক বাড়ুয্যে, তিনি বল্লালকৃত

কুলকল্লোলে পতিত ; তাহার চারিটী কন্যা অনূঢ়াবস্থায়  
 প্রায় যৌবন যাপন করিয়াছে । তিনি এতাবদ্দিবস সম-  
 যোগ্য কুলীন বর প্রাপ্ত হন নাই, কুলভঙ্গ ভয়ে কন্যা-  
 গণের বিবাহ দিতেও পারেন নাই । (কিঞ্চিৎশয়ন মুদ্রিত  
 করিয়া) আহা ! হা ! হা ! কি মহাপাতক—রাম ! রাম !  
 রাম ! বিষ্ণুস্মৃতিতে কথিত আছে “যাবন্তু কন্যামৃতবঃ  
 স্পৃশন্তি তুল্যৈঃ সকামামপি যাচ্যমানাং । তাবন্তি ভূ-  
 তানি হতানি তাতাং মাতাপিতৃত্যামিতি ধৰ্ম্মবাদঃ” ॥  
 অবিবাহিতাবস্থায় কন্যার যত রজোযোগ হয় তাহার  
 পিতামাতা তত প্রাণি হত্যার পাপে পাপী হয়, এবং  
 পৈষ্ঠীনসি কহিয়াছেন “যাবন্মোদ্ভিদ্যোতে স্তনৌ তাবদেব  
 দেয়া অথ ঋতুমতী ভবতি তদা দাতা প্রতিগ্রহী-  
 তা চ নরকমাপোতি পিতৃপিতামহপ্রপিতামহাশ্চ বি-  
 ষ্ঠায়াং জায়ন্তে তস্মান্নগ্নিকা দাতব্যোতি ” । কুচ-  
 যুগল-মুকুলিত না হইতেই বিবাহ দিবে এই বিধি, কিন্তু  
 যদি অনূঢ়াবস্থায় ঋতুমতী হয় তবে কন্যাদাতা, বর,  
 উভয়ে নরকে গমন করে, আর তাহার পিতা, পিতামহ,  
 প্রভৃতি সকলে বিষ্ঠার হৃদে কীটতাব লাভ করে । অত-  
 এব ঋতু হইবার পূর্বেই কন্যার বিবাহ দিবে এই শাস্ত্র,  
 কিন্তু এক্ষণে বল্লালকৃত কুল-গৌরব সৌরভ-লোভে কুল-  
 পালক এই সকল যুক্তিসিদ্ধ বিশুদ্ধ শাস্ত্রকে অশ্রদ্ধা  
 করিয়া কতশত পাতক না স্বীকার করিয়াছে ? এতদিনের  
 পর কোথা হইতে অশেষ দোষাকর কুলীন এক পাত্র  
 পাইয়া অদ্য অদিনে, অক্ষণে, তাহাকে কন্যা চতুষ্টয়

প্রদান করিবে? করুক, যাহার যাহা অতিমত,—দক্ষিণা প্রাপ্তি হইলেই আমার অতিমত সিদ্ধ হয়, দিনের কথায় কায কি?

তর্ক। ভট্টাচার্য্য মহাশয়, ভাল, এক কথা জিজ্ঞাসা করি “যাহার কন্যা সে কুলীনপাত্র নাপাইলে কুল-ভঙ্গ ভয়ে বিবাহ দিতে পারে না স্মতরাং তাহাতে পাপ স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু রজোযোগ হইলে সে কন্যাকে কে গ্রহণ করিয়া এমত পাপে লিপ্ত হয়?”

ধর্ম্ম। সেও ঐ কুলীন মহাত্মারা; তাঁহারা ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রতি নেত্রপাত করেন না, অর্থ পাইলে পরমার্থ বোধে সকল ছুষ্টিয়াই করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের বয়ো-বিবেচনা, গুণ-পর্যালোচনা, সৌন্দর্য্যাতীলাষ, জাতি-বিনাশ শঙ্কা, লোকাপবাদ ভয়, কিছুই নাই;—অর্থ-লোভে এক ব্যক্তি একশত পর্য্যন্ত পরিণয়ে প্রণয়বদ্ধ করেন, কাহার বা বিবাহব্যাপারে আলস্ত্র নাই!

### [অধর্ম্মরুচির প্রবেশ]

অধর্ম্ম। কে হে তুমি ‘বে’ তে আলিস্ত্রির কথা বল্‌চো? বে কর্ত্তে কি আলিস্ত্রি হয়? গেলেম্—বে কল্লেম্—যৎ-কিপ্তিৎ কাঞ্চনমূল্য পেলেম্—চল্যেম্—আর কি? “বে অরুচির রুচি, যদি পাই রূপার কুচি, তবে মুচিকেও করি শুচি, তাতে কি আলিস্ত্রি আছে?”

ধর্ম্ম। (জনাস্তিক) তর্কবাগীশ, এই দেখ এক মহাপুরুষ! (প্রকাশে) না, তাহা নয়, আমি একটা কথার

কথা কহিতে ছিলাম ;—আপনার নিবাস কোথা মহাশয় ?

অধর্ম । স্বশুরবাড়ি ।

ধর্ম । স্বশুরবাড়ি নিবাস ইহা কেমন কহিলেন ?

অধর্ম । যেখানে থাক্তে হয় সেই নিবাস ।

ধর্ম । আপনি কি ধর্মশাস্ত্র ব্যবসায় করেন ?

অধর্ম । (সক্রোধে) আঃ আমি কি ডোম, যে ধর্মশাস্ত্র শিখে ধর্মপণ্ডিত হব ?

ধর্ম । আপনি ক্রোধ করিবেন না, জিজ্ঞাসার এমন রীতি আছে—লোকে করে থাকে, তায় ক্ষতি কি ? বলুন না কেন কি ব্যবসায় করেন ?

অধর্ম । আমার বিবাহ ব্যবসা আর কি ব্যবসা ?

ধর্ম । বিবাহ ব্যবসায়ে কি দেহ বাত্রা নিকাহ হয় ?

অধর্ম । হাঁ, হয়ে থাকে । মহারাজাধিরাজ বল্লাল সেন আমাদিগকে যে নিকর তালুক দিয়া গেছেন তার হাজাশুকো নাই—তাতেই আমরা সুখে আছি । আমরা “রাজারও রেয়েত নই, নেধেরও খাতক নই,” আপনি কি কুলীনেছেলের বিষয় জানেন না ?

ধর্ম । হাঁ জানি, বিশেষ জানি না, আপনারা স্বশুরবাড়িতে কিরূপ থাকেন ?

অধর্ম । স্বশুরবাড়ির সুখের কথা একমুখে কত কব ?

বরফী তুলিয়া হাতে দাঁতদিয়া কাটি ।

পায়স আঙুলে করে বসেবসে চাটি ॥

ভোজনে ওজন বুঝে ঘন দুধবাটি ।  
 শয়নে কেমন সুখ পরিপাটি পাটি ॥  
 আলাপে শীলতা বড় কথা কাটাকাটি ।  
 সম্বল কিছুই নাই মুখে মালমাটি ॥  
 বসিয়া মজাগি করি কখন না খাটি ।  
 অহঙ্কারভরে মোরা নামাড়াই মাটি ॥

ধর্ম্ম । হাঁ, হইতে পারে, আহাৰাদির ক্লেশ ঘটে না বটে, কিন্তু সংসারি মানব মাত্ৰেরই অর্থ প্রয়োজনীয় । যদি কোন কারণে ধনের প্রয়োজন হয়, কি করেন?

অধর্ম্ম । তাহাও সে থায় পাওয়া যায়,—দক্ষিণ হস্তে দক্ষিণে নাপেলে কি সেথা থাকি? কেন থাকবো? বরং অতিত হয়ে অন্যের বাড়িই সিদ্ধপকু করি—তা ভাল, মশা তাড়াই—সেও আচ্ছা, তবু কুলমর্যাদা নাপেলে কদাচ সেথায় থাকিনে;—আমরা এমন গুরুর শিষ্য নই ।

ধর্ম্ম । স্বশুৱালয়ে অধিক দিন থাকিলে আদর ও গৌরবের কিছু হানি হয় না?

অধর্ম্ম । (ঈষদ্ধাস্ত্র মুখে) না মহাশয়, কুলীনের ছেলে যত অধিক কাল স্বশুৱবাড়িয় থাকে তত অধিক আদর বাড়ে,—তা থাক্তে পাই কৈ? ‘বছরে তিন শ ষাটি দিন’ বৈত নয়?

ধর্ম্ম । (উচ্চ হাস্ত্র মুখে) আপনি কত সংসার করি-  
 য়াছেন?

অধর্ম। আমাদের কুলীনেছেলে অনেক ‘বে’ করে থাকে, কিন্তু আমি ধর্মভীত অধর্মরুচি মুখুষ্যো, আমি অধিক করি নাই।

ধর্ম। তবু কত শুনিতে পাই না?

অধর্ম। শুন্তে গান্ধে না কেন? আমি মাড়ে আঠার গণ্ডা বৈ আর ‘বে’ করি নাই;—কতগুলো ‘বে’ করলে কি হবে? আমাদ্দাদা মহাশয় চারি কুড়ি পোনের টা ‘বে’ করেছেন, এখন তিনি অন্তদন্ত হীন হয়েছেন তবু পেলে ছাড়েন না।

ধর্ম। (সহাস্র মুখে) আপনি এত অল্প বিবাহ করিয়াছেন? ভাল একটা কথা জিজ্ঞাসা করি “আপনি আপন বিবাহিত ৭৪টা স্ত্রীর প্রত্যেকের কি ধর্ম রক্ষা করিতে পারেন?”

অধর্ম। ধর্মই ধর্ম রক্ষা করেন, আমরা ধর্ম্মাধর্ম্মের ধার ধারি নে, অথবা যার ধর্ম্ম সেই রক্ষা করে; আমাধুম্ম এই যে “আমরা কুলীনের ছেলে, ধর্ম্মে কিছু পেলে ছাড়িনে” সে কথায় কায কি? নমস্কার মহাশয়, আমি পিতার তত্ত্বে এসেছি, দেখি তিনি কোথায়।

[ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিয়া অধর্ম্মরুচির প্রস্থান।

ধর্ম্ম। শুনিলে তর্কবাগীশ?

তর্ক। আজ্ঞা, শুনলাম, কি চমৎকার! কি ভয়ানক ব্যাপার! বল্লালসেন গৌড়রাজ্যে ধর্ম্ম নির্ম্মলনার্থ ধূমকেতু স্বরূপ উদিত হইয়াছিল, যথার্থই বটে!

ধর্ম। বাপু হে, বলিব কি? পূর্বে কুলীন শব্দে নব-  
 গুণ বিশিষ্ট ব্যক্তি বুঝাইত, এইক্ষণ আর তাহা নাই  
 কুকার্যে যে লীন তাহাকেই ‘কুলীন’ কহে, হা বিধাতঃ!  
 তোমার সুদৃশ্য বিশ্বরাজ্য পরিণামে কিপর্যন্ত ভয়াবহ  
 হইয়া উঠিল! হে বসুন্ধরে, বিবাহ করিয়া পত্নীর তরণ-  
 পোষণ ও ধর্মরক্ষা করিতে হয় ইহা যাহাদিগের কর্ণকুহ-  
 রেও কদাচ স্থান পায় না—সর্বদাই বিবাহ বাণিজ্যে  
 দীক্ষিত থাকে তাহাদের পাপ তরেই তুমি ভারাক্রান্ত  
 রহিয়াছ! স্ত্রীজাতির কাম পুরুষাপেক্ষা অর্ধগুণ শাস্ত্রে  
 কথিত আছে, কিন্তু এই সকল বল্লাল-দত্ত-কৌলীন্য়-  
 চিলুধারি কুলীন মহারথিরা ইহা বিবেচনা না করিয়া  
 শতাধিক বিবাহ করেন ইহাতে ঐ বিবাহিত কুলকামিনী-  
 গণের প্রত্যেকের কি ধর্ম রক্ষা হয়? বিবাহের পর  
 জীবনকাল মধ্যে কোন স্বশুরালয়ে ইহারা দিবার, কো-  
 থায় ত্রিবার, পদার্পণ করিয়া থাকেন, তাহাতে তাহাদি-  
 গের পাতিব্রত্য ধর্ম কি রূপে রক্ষিত হইবে? বর্তমান  
 কালে স্ত্রীজাতির বিদ্যাশিক্ষার সম্যক্ প্রথা নাই, সু-  
 তরাং তাহারা অন্তঃকরণকে বিষয় বিশেষে ব্যাপ্ত ক-  
 রিতে পায়না, চিরকাল পিত্রালয়ে অবস্থান করে, দুঃসহ  
 যৌবন যাতনা উপস্থিত হইলে নিতান্তই হিতাহিত বিবে-  
 চনা বিহীনা হইয়া স্বস্ব সনীহিত সাধনে যত্নবতী হয়,  
 তাহাতে জাতিপাত ও জনাপবাদ প্রভৃতি বিবিধ ব্যা-  
 পার তাহাদের জন্মের আনুসঙ্গিক ফল হইয়া উঠে।  
 মনু কহিয়াছেন।

“বাল্যে পিতুবর্শে তিষ্ঠেৎ পাণিগ্রাহস্থ যৌবনে । পু-  
ত্রাণাং তর্ভরি প্রেতে ন ভজেৎ স্ত্রী স্বতন্ত্রতাং” । বাল্য  
কালে পিতা, যৌবনে পরিণেতা, এবং পতির লোকান্তর  
হইলে পুত্রগণ, স্ত্রীজাতির আবরক হয় এবং

“পানং দুর্জ্জনসংসর্গঃ পত্যা চ বিরহোহটনং । স্বপ্নোহ  
ন্যগেহবাসশ্চ নারীসংদূষণানি ঘট” ।

মন্ম এই শ্লোকে স্ত্রীজাতির ঘটপ্রকার দূষণ গণনাতে  
পতির সহিত চিরবিরহেরও পাতিব্রতা নাশকতা কহি-  
য়াছেন । কিন্তু বল্লালি প্রথায় কুলীন কন্যা ও কুলীন  
কর্তৃক বিবাহিত বনিতাদিগের প্রায় অহরহই বিরহ-বে-  
দনা সহ করিতে হয়, ও চিরদিনই পিত্রালয়ে থাকিতে  
হয় সুতরাং তাহারা কি রূপে সতীত্ব রক্ষা করিবে ?  
ব্যতিচার দোষে অবশ্যই লিপ্ত হয় ।

তর্ক । যথার্থ মহাশয় ।

ধর্ম্ম । আমরাও সেই সকল ব্যক্তির যাজনকার্য্যে  
ভূরিভূরি মহাপাতক স্বীকার করিতেছি ! কি করি, কাল  
ধর্ম্ম সহকারে সকলি করিতে হয় !

[নিজপিতা বিবাহবণিকের সহিত অধর্ম্ম-  
রুচির পুনঃ প্রবেশ]

বিবাহ । তার পর বাপু, কি হলো ?

অধর্ম্ম । তার পর নাথবপুরে যাচ্ছিলাম এই আপ-  
নার সঙ্গে সাক্ষাৎ; ভাল হল, তবে একটা মন্ত্রণা জিজ্ঞাসা



করি কি কর্যো বলুন দেখি ?

বিবাহ। কি বল ? ——— কেন এত বিষণ্ণ মুখে রহিলে ?

অধর্ম। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) জৈত্রপুরের দোকানে বসে আমি মোতাত্ কচ্ছিলাম এমন সময়ে এক বেটা নাপ্তে নকুলপুর থেকে একখানা পত্র এনে দিলেক।

বিবাহ। নকুলপুরে তুমি কি বে করে ছিলে ?

অধর্ম। আপনি কি করে জানিলেন ?

বিবাহ। বলি এ আর জান্তে কি ? কুলীনের ছেলের তিনকুলে কে আছে যে চিঠী লিখবে ? তা পত্রে কি লেখা আছে ?

অধর্ম। আমি তো লেখাপড়া শিখি নি, সেই দোকানি তা পড়িল।

বিবাহ। কি বৃত্তান্ত ? ——— কেন বাপু অধোমুখে নিরন্তর হইলে ? কোন অমঙ্গল সম্বাদ না কি ? বল বাবা, কি হয়েছে ?

অধর্ম। (অধোমুখে) হাঁ—এক প্রকার অমঙ্গলই বটে, “সেখায় আমার একটা মেয়ে হয়েছে, তার অনপ্রাশন নিমিত্তে আমার সম্বন্ধী আমাকে সেখায় যেতে লিখেচে,” দোকানি বেটা তো এই বল্লে।

বিবাহ। আ—হা ! কন্যা হলো ! পুত্র সন্তান হলে ভাল হতো ! ঈশ্বরের ইচ্ছা এতো অন্তের সাধ্য নয়, তা কি কর্যো ; তবে কিনা আমাদের কন্যাগত কুল, তাহার

বিবাহ সময়ে কুলকর্ম কর্ত্তে হবে, না পারিলে কুলভঙ্গের সম্ভাবনা বটে, তা কি কর্যো বাপু? যাও, অন্নপ্রাশন দেয় গে।

অধর্ম। বাবা, তার নিমিত্তে বল্‌চি না।

বিবাহ। তবে কি নিগিত্ত?

অধর্ম। কি বল্‌বো বাবা, লজ্জা হয়; সেদেশে প্রায় তিন বছর যাই নাই, তাই বলি ‘মেয়েটা হলো!’

বিবাহ। (উচ্চহাস্য করিয়া) বাপুহে, তাতে ক্ষতি কি? আমি “তোমার জননীকে বিবাহ করিয়া তথায় একবারও যাই নাই, একেবারে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়!” তা বাপু আগরা কুলীনের ছেলে, আমাদের ওরকম হয়ে থাকে, তাতে ক্ষতি কি? যাও বাপু, তারা আমোদ করে লিখেছে যাও, লজ্জা কি?

### [অধোমুখেই অধর্মরুচির প্রশ্নান।

বিবাহ। (স্বগত) আমার কিছু টাকা চাই, কোথা যাই, বেলাও অনেকটা হয়েছে, নিকটে কি কোন স্বশুর-বাড়ি নাই? (চিন্তাকরিয়া) হাঁ, যেন মনে হচ্ছে, এখান হইতে এক ক্রোশ হইবে বিমলাপুর, সেখানে বুঝি এক বার বে হয়ে ছিল (পুনশ্চিন্তা করিয়া) আমিই সেথায় বে করেছি না পুত্রের বে দিছি? ভাল মনে হচ্ছে না—পুত্রকে ডেকে জিজ্ঞাসা করিব? (কিঞ্চিদ্রাবিয়া) না, আমার কাছেতো ফর্দ আছে তাই দেখি না কেন? (ফর্দ খুলিয়া)

হাঁ, এই যে “ ১২৫২ সালে, ৩ রা মাঘ, বিমলাপুরের কমল  
 ন্যায়ালঙ্কারের কন্যাকে আগিই বে করেছি ” হুঁ, দেখেছ ?  
 লেখাপড়া রাখা ভাল, মনে করে কতো রাখা যায় ? লেখা  
 ছিল এইতো মনে হলো, নৈলে কি হতো ? যাই, এখন  
 সেখানেই যাই ; কিন্তু সে বামণ বামণ-পণ্ডিত, কিছু  
 দিতে পারে এমন বোধ হয় না । ভাল, ব্রাহ্মণীর কাট-  
 না কাটাও কি কিছু নেই ? দেখে আসিনে কেন ? কিন্তু  
 যদি বাবাজীর মত আমারও কন্যা হয়ে থাকে, তবেইতো  
 বিভ্রাট । (কিঞ্চিদামন করিয়া) কোন পথটা দে যাব,  
 কাহাকেও যে দেখিতে পাইনা, জিজ্ঞাসা করি কাকে ?

### [উত্তম মুখোপাধ্যায়ের প্রবেশ]

(প্রকাশে) ওহে, কে হাঁ তুমি, বিমলাপুরে কোন পথে  
 যাব, বলিতে পার ?

উত্তম। বিমলাপুরে যাবেন ? আমার সঙ্গে আসুন ।  
 আপনি বিমলাপুরে কার বাড়িতে যাবেন ?

বিবাহ । কমল ন্যায়ালঙ্কারের বাড়ি ।

উত্তম। তথায় কি প্রয়োজন ?

বিবাহ । আমি তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিয়াছি,  
 তাই একবার তত্ত্ব বুভুক্ষু করিতে যাই ।

উত্তম। মহাশয়ের নাম কি ?

বিবাহ । আমার নাম শ্রী বিবাহবণিক মুখো-  
 পাধ্যায় ।

উত্তম। তবে আমি প্রণাম করি (প্রণিপাত)

বিবাহ। বাপু তুমি কে? আমাকে প্রণাম করিতেছ।

উত্তম। আমি মহাশয়ের পুত্র, আমার নাম উত্তম মুখোপাধ্যায়।

বিবাহ। পুত্র! সে কি? তুমি কাহার দৌহিত্র?

উত্তম। আমি বিসলাপুরের শ্রীযুক্ত কমল ন্যায়াল-  
স্কার মহাশয়ের দৌহিত্র।

বিবাহ। তবে যথার্থইতো বটে, এসং বাছা এস,  
(মস্তকে হস্তার্পণ)

উত্তম। আমি আজি কৃতার্থ হইলাম—‘জন্মাবধি  
পিতৃ দর্শন পাই নাই’।

বিবাহ। (স্বগত) তুমি দর্শন পাবে কি তোমার মাও  
আমাকে কখন দেখে নাই—সেই শুভ দৃষ্টি মাত্রই যা-  
হউক। কৈ, অধর্মরুটি বাকি এখন কোথায়,—কন্যা-  
হয়েছে বলে বড় ভয় পেয়েছিলেন, দেখুন এসে, আমার  
এক কালে কুড়ি বৎসরের ছেলে হয়েছে! (প্রকাশে) হাঁ,  
আমারও আজি পরম আনন্দ—‘পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ  
হইল’।

উত্তম। মহাশয়ের শরীর ভাল আছে?

বিবাহ। হাঁ বাপু। তোমাদের সকল মঙ্গল?

উত্তম। আজ্ঞা, শ্রীচরণ প্রসাদাৎ সকলই মঙ্গল।

বিবাহ। (স্বগত) দূর হউক, আর সেথায় যাব না,  
(প্রকাশে) উত্তম,—বাপু তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে ভাল  
হলো, সেথাকার সংবাদ পাইলাম, তবে আর যাইবার

আবশ্যকতা কি? তুমি যাও, আমার একটু বিশেষ প্রয়োজন আছে, তথায় যাই।

উত্তম। না মহাশয়, আপনাকে যেতে হবে, চলুন।

বিবাহ। কেন আর মিছে কস্ম ভোগ? সংবাদ তো পেলাম।

উত্তম। না না, তা হবে না, যেতেই হবে।

বিবাহ। কেন, তুমি এতো আকিঞ্চন করিতেছ কেন?

উত্তম। আজ্ঞে, আমি আকিঞ্চন করিতেছি তাহার কারণ আছে।

বিবাহ। কি নিমিত্ত বল, শুন।

উত্তম। মহাশয়, আজি তিন বৎসর হইল আমরা মহাশয়ের শরীরের অমঙ্গল সংবাদ পেয়েছিলাম, এখন বুঝিলাম সে সম্বাদ মিথ্যা; কিন্তু তাহাতেই আমার মাতৃঠাকুরাণী বিধবা হইয়াছেন। অদ্য আপনকার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল, পরম সৌভাগ্যের বিষয়, আমি এই সম্বাদ বাটীর সকলকে জানাইলে তাঁহারা বিশ্বাস করিবেন না, তাই মহাশয়কে এতো আকিঞ্চন করিয়া লইয়া যাইতেছি;—তাঁহারাও তুষ্ট হইবেন, মাতৃ ঠাকুরাণীরও বৈধব্য দূর হইবে।

বিবাহ। (হাস্যমুখে স্বগত) স্বামী স্ত্রীর সকলই দেখিতে পায়, কিন্তু বৈধব্যদশা কদাচ দর্শন করিতে পায় না, দেখ আমি কি ভাগ্যবান তাহাও স্বচক্ষে দেখিব,—হা অদৃষ্ট! (প্রকাশে) চল বাপু তবে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

## [গর্ভবতীর প্রবেশ]

গর্ভ। (রোদন করিতে২)

সংসারেতে ছিল সাধ, তাহে হলো বিসংবাধ,  
 বিধাতা সাধিল বাধ, সাধনা পুরাল না।  
 বাঁচিয়া নাহিক সুখ, কেবল সতত দুখ,  
 দেখাইতে কালামুখ, আর নাহি বাসনা ॥  
 একোটা এক প্রকার, দেখে হই চমৎকার,  
 গুণকথা কহি কার, কেহ ভাল বাসে না।  
 শাশুড়ী বাঘিনী প্রায়, ননদী নাগিনী তায়,  
 যদি কোন ছল পায়, তবে রক্ষা থাকে না ॥  
 প্রতিবাসী যদি আসি, হয় মোরে মিষ্টভাষী,  
 অমনি সে সর্বনাশী, প্রকাশিতে ছাড়ে না।  
 শাশুড়ী তা শুন্তেপেলে, ভূতছাড়া করে গেলে,  
 দিতে এসে নুড়ো জ্বলে, বিবেচনা করে না ॥  
 পেলে অপরাধ তিল, তালের সমান কীল,  
 বুকে পিঠে লাগে খিল, নাহি থাকে চেতনা।  
 ভাতারের মুখে ছাই, মরণতো তার নাই,  
 তা হলে নিকুলে যাই, যুচে সব যাতনা ॥  
 মরি সদা মনস্তাপে, কি দেখে দিয়েছে বাপে,

থাকু তাকে কাল সাপে, যে করেছে ঘটনা।  
 মরণ হইলে হয়, পোড়া প্রাণে কত সয়,  
 যম গেছ যমালয়, একবার ডাক না ॥

আগিতো আর সহিতে পারিনে, বিধাতা যদি দিন  
 দেয় তবেই দিন পাব! যাই দেখি পুরুতের বাড়ি (পথি-  
 মধ্যে) এই যে পুরুত ঠাকুর, এই দিকেই আশেচন।  
 (নিকটে গিয়া প্রণাম করিয়া, রোদনারম্ভ করিল)

ধর্ম্ম। কেও? হরির মা? কেন মা রোদন করিতেছ।  
 বালকেরা তো ভাল আছে?—কেন মা? নে ২?  
 বড় রোদন করিতে লাগিলে, কিজন্তো? চক্রবর্ত্তি বাফা  
 কি কিছু বলিয়াছেন?

গভ। আমার আর কেউ নেই, আপনি রক্ষা করুন  
 (চরণ ধারণ)

ধর্ম্ম। কেন মা? ছাড়, আমাকে যাহা বলিবে তা-  
 হাই করিব;—বল কি করিতে হইবে?

গভ। “এবার যেন আমার এটী মেয়ে হয়” এই  
 সংকল্প করে কালি কিছু স্বস্ত্যান করিবেন বলুন, নৈলে  
 আমি তোমার কাছে স্ত্রীহত্যা হব!

ধর্ম্ম। অবশ্য করিব, এই বৈতো নয়, তাহার নিমিত্ত  
 আর চরণ ধারণ কেন? ছাড়।

গভ। (চরণ ত্যাগ করিয়া) তবে আমি উষ্যুগ, ক-  
 রি গে?

ধর্ম্য। হাঁ, যাও, একটি কন্যা কি ইচ্ছা করিয়াছ ?  
 (হাস্যমুখে) হাঁ, হাঁ, অভিলাষ হইতে পারে, কন্যা সন্তানটা বড় স্নেহ পাত্র বটে, বিশেষত “ দশপুত্র সমা কন্যা যদি পাত্রে প্রদীয়তে ” কন্যা যদি সৎপাত্রে প্রদান করা হয় তবে সে কন্যা দশপুত্র তুল্যা। আর কন্যা দানের ফলও বড়—ক্রিয়া যোগসারে কথিত আছে “ কন্যাদানকৃতো নাস্তি স্বর্গাদাগমনং পুনঃ ”। যে ব্যক্তি কন্যাদান করে তাহার অক্ষয় স্বর্গ হয়। এই সমাগরা ধরা দান করিলে যে পুণ্য হয় সেই পুণ্যে কন্যাদাতার অধিকার, ইহার প্রমাণ বচনটা তর্কবাগীশ স্মরণ হয় হে?

তর্ক। আজ্ঞা, বড় মনে হইতেছে না।

ধর্ম্য। নাই হলো, ভারতেও লিখেছেন “ দৌহিত্রস্ত মুখং দৃষ্ট্বা কিমর্থমনুশোচতি। এবং, তেন দৌহিত্রজান্ লোকান্ প্রাপুয়ামিতি মে মতিঃ ”। কন্যা সন্তান দ্বারা দৌহিত্র-মুখ দর্শন হয় তাহাতেই ‘দৌহিত্রজ’ নামে স্বর্গ লাভ হয়, সুতরাং এই সকল কার্য্য অনুসন্ধান করিলে কন্যা সন্তান প্রসবে অভিলাষ হয় বটে।

গভ। তাজ্জন্মো বড় নয়।

ধর্ম্য। তবে কি নিমিত্ত কন্যার প্রার্থনা?

গভ। সেই পোড়ারমুকো মিন্বে আমাকে মেরেছে।  
 (উচ্চৈঃস্বরে রোদন)

ধর্ম্য। রাম রাম! স্ত্রীলোকের নিগ্রহ, একি! “ স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু ”। দেবতারা কহিয়াছেন “ পৃথিবীস্থ সমস্ত স্ত্রীলোকই ভগবতীর অংশ ” তৎপ্রতি



দণ্ড, একি ! বিশেষত মল্ল কহিয়াছেন “ শোচন্তি জাময়োযত্র বিনশ্যাত্যাশু তংকুলং । ন শোচন্তি হি যত্রৈতাবর্দ্ধতে তদ্ধি সর্বদা ” । যে কুলে কুলকামিনীরা রোদন করে সে কুল শীঘ্রই বিনাশ পায়, আর যে কুলে তাহারা আত্মদিত থাকে সে কুল সর্বদা বর্দ্ধনশীল হয়, অতএব চক্রবর্তী কেন ধর্মাতিবর্তী হইয়া তোমাকে নিগ্রহ করিলেন ? বাছা তুমি কি কোন অপরাধ করিয়াছ ?

গর্ভ। এমন্ কিছু করি নাই কেবল পুত্র প্রসব করেছিলাম।

ধর্ম। তাহাতে অপরাধ কি ? সৌভাগ্যবতী নারীই পুত্র প্রসব করে, বিশেষত “ পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা। পুত্রঃ পিণ্ডপ্রয়োজনঃ ” । পুত্রের নিমিত্তই দার গ্রহণ করিতে হয় নতুবা ভার্যার প্রয়োজন কি ? বিষ্ণুসংহিতাতে লিখিত আছে “ পুন্মাম্নো নরকাদ্যস্মাৎ পিতরং ত্রায়তে স্মৃতঃ । তস্মাৎ পুত্রইতি প্রোক্তঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা ” ॥ যে ব্যক্তি ‘পুন্মাম’ নরক হইতে নিষ্কৃতি করে সেই পুত্র, যাহার দুরদৃষ্ট দোষবশে পুত্রমুখ নিরীক্ষিত না হয় তাহাকে পুন্মাম নরক ভোগ স্বীকার করিতে হয় । অতএব পুত্র প্রসব করিয়া তাহাকে কৃতার্থ করিয়াছ, তাহাতে অপরাধ কি ?

গর্ভ। না, এক পুত্র না, অনেক পুত্র প্রসব করেছি ।

ধর্ম। তাহাতে অতি উত্তম “ এক্ষব্য। বহবঃ পুত্রা যদ্যপ্যেকো গয়াং ব্রজেৎ ” । সংসারিরা বহু পুত্র ইচ্ছা করিবে যেহেতু অনেক পুত্র মধ্যে যদি কেহ গয়াধামে

গমন করে, তাহা হইলেই চতুর্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত অনা-  
য়াসে উদ্ধার হইতে পারে। আর এক পুত্রে বংশ  
রক্ষার ও সন্দেহ, ভারতে কথিত আছে “ একপুত্রো  
হপুত্রোমে মতঃ কৌরবনন্দন। একচক্ষুর্যথা চক্ষুর্নাশে  
তস্যাক্ষএবসঃ ”। যেমন কাণ ব্যক্তির বর্তমান যে এক  
চক্ষু তাহে আস্থা নাই, তন্নাশ হইলে অন্ধ হইতে হয়  
সেইরূপ এক পুত্রের সে পুত্র বিনাশ হইলে তাহার বংশ  
নির্মূলিত হইয়া যায়। বিশেষত নিমিত্তনিদানে ক-  
থিত আছে “ বহুপুত্রবতী নারী স্নখসৌভাগ্য শালি-  
নী ”। যে স্ত্রী বহুপুত্র প্রসবিনী সে লক্ষণাক্রান্ত, অ-  
তএব হরির মা, বাছা তুমি অনেক পুত্র প্রসব করিয়া  
সৌভাগ্যশালিনী হইয়াছ ইহাতে তোমার অপরাধ  
আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

গর্ভ। তবে আপনি শুনুন, আমাদের বংশে সকলেই  
মেয়ে ব্যাচে, আমার বড় ভাস্কর পাঁচটা মেয়ে বেচে  
কোটা করেছেন, আরো এখনো দুটো আছে। আমার  
চারিটাই ছেলে, মেয়ে হয় নি তাই আমাদের সেই মি-  
ন্যে আগারে সন্মদা তাড়না করে, বলে ‘এমন হতভা-  
গিনী তুই একটাও মেয়ে বিউতে পারিনি’। এবার আবার  
সেই অলক্ষণে পেট উপস্থিত হয়েছে, আজি কোথা থেকে  
এসেই আমাকে নিগ্রহ কল্যে, আর বল্যে ‘এবার  
যদি না মেয়ে হয় দূর করে দেবো’ তাই আপনি দয়া  
করে কিছু স্বস্ত্যন করুন যেন এবার মেয়ে হয়—আর  
আমি জ্বালা সৈতে পারিনে। (উচ্চৈঃস্বরে রোদন)

ধর্ম। (কর্ণে কর দিয়া) আঁ একি শুনি? রামও! না-  
 রায়ণও! কন্যা বিক্রয়! যাহা শ্রবণেও পাপ স্পর্শে।  
 এতাদৃশ ব্যাপারেও প্রাণিদিগের অতিরুচি! হা ভগ-  
 বন্ এ কি? পদ্মপুরাণে কথিত আছে “ কন্যা বিক্র-  
 য়িণোনাশ্তি নরকান্নিকৃতিঃ পুনঃ ”। যে ব্যক্তি কন্যা বি-  
 ক্রয় করে তাহার নরক হইতে নিস্তার নাই, সে চির-  
 কাল নিরয়গামী হইয়া থাকে। এবং ক্রিয়াযোগসারে  
 কথিত আছে “ যঃ কন্যা বিক্রয়ং মূঢ়ো মোহাৎ প্রকু-  
 রুতে দ্বিজ । স গচ্ছেন্নরকং ঘোরং পুরীষহৃদসংকুলং ”।  
 যে ব্যক্তি নিতান্ত ধন গৃধ্রুতা প্রযুক্ত অযুক্ত কন্যা বি-  
 ক্রয়রূপ দুঃসহ পাতক স্বীকার করে তাহাকে বিষ্ঠা হৃদ  
 নরকে গমন করিতে হয়। এবং “ কন্যা বিক্রয়িণঃ  
 পুংসোন্মিথং পশ্যেয় শাস্ত্রবিৎ । পশ্যেদজ্ঞানতোবাপি  
 কুর্যাদ্ভাস্করদর্শনং ॥ যে ব্যক্তি অজ্ঞানত কন্যাবিক্রয়ের  
 মুখাবলোকন করে সেও সূর্য্য দর্শন স্বরূপ প্রায়শ্চিত্ত  
 করিবেক । “ যৎ কিঞ্চিৎ ক্রিয়তে কৰ্ম্ম কন্যা বিক্রয়িণঃ  
 পুনঃ । শুভং তৎ সকলং বিপ্র গচ্ছেদ্বিফলতাং প্রতি ”।  
 কন্যাবিক্রেতা যদি কোন সংকৰ্ম্ম করে তাহাও তাহার  
 বিফল হয়। আর অধিক কি বলিব “ তদ্দেশং পতিতং  
 মন্যে যত্রাস্তে শুক্রবিক্রয়ী ”। কন্যাপুত্র বিক্রেতা যে  
 স্থানে বাস করে সে দেশ পর্য্যন্ত পতিত হয়। অপর কুল-  
 সৰ্ব্বস্ব গ্রন্থে লিখিত আছে “ নকুর্যাদর্থসম্বন্ধঃ কন্যা-  
 দানে কদাচন ”। কন্যাদাতা কন্যা গ্রহীতার সহিতক  
 দাচ অর্থ সম্বন্ধ করিবে না, করিলে কন্যা-বিক্রয় দোষে

লিপ্ত হয়, এই শাস্ত্রানুসারে অদ্যাবধি সজ্জনগণ কদাচ  
বরপঙ্কের দ্রব্যসামগ্রীও গ্রহণ করেন না এবং দৌহিত্র  
মুখ নিরীক্ষণের পূর্বে জামাতৃ গৃহে অভ্যবহারেও বি-  
মুখ থাকেন। শাস্ত্রে এই রূপ শুক্রবিক্রয়ের অশেষ প্র-  
কার নরক লেখে, কিন্তু কি আশ্চর্য্য, পামর প্রকৃতি প্রাণি-  
গণ সেই সমস্ত দুর্দ্ধর্ষ পাপপুঞ্জ স্বীকারে বসুমতীকে  
দূষিত করিতেছে! বাছা হরির মা, তুমি এক্ষণে গৃহে যাও,  
আনি আশীর্বাদ করিলাম তোমার কন্যা হইবে, আর  
স্বস্তায়ন করিতে হইবে না।

### [গভবতীর প্রস্থান।

তর্কবাগীশ শুনিলে, কি কদর্য্য ব্যবহার! কন্যা বিক্রয়,  
কি আশ্চর্য্য !!!

তর্ক। সম্পন্ন ব্যক্তির কি করে? যাহারা দরিদ্র তা-  
হারা কি করিবে, সংসারযাত্রা নির্বাহ নিমিত্তই এই স-  
কল পাপ স্বীকার করিয়া থাকে।

ধর্ম্ম। রেখে দেওহে সংসার যাত্রা। বুঝে কি পত্র  
নাই?—নদীতে কি জল নাই?—অরণ্য ভূমিতে কি স্থান  
নাই?—পল্লবে কি শয়্যা রচনা হয় না?—বামবাহু কি  
উপধান হইতে পারে না?—বল্কল কি পরিধেয় নহে?  
এই পৃথিবীতলে জগদীশ্বরদত্ত অযত্ন সুলভ কি না আছে?  
কি না পাওয়া যায়? সকলই প্রাপ্ত হওয়া যায়—সকলই  
মিলে—তবে কি নিমিত্ত এই মহাপাতক?

তর্ক। মহাশয়, বর্তমান কালীন মানবগণমধ্যে শাস্ত্রে শ্রদ্ধা অত্যল্প লোকের আছে, অলৌকিক যে পাপপদার্থ তাহা কত লোকে বিবেচনা করে? সুতরাং তাহাতেই এই দুষ্কার্যের প্রচার আছে।

ধর্ম্ম। তা শাস্ত্রই যেন না মানিলেক, কন্যা বিক্রয়ের দৃষ্টদোষও দর্শন করে না?

তর্ক। দৃষ্টদোষ শুনিতে ইচ্ছা করি।

ধর্ম্ম। শুনবে, শুন “আজন্ম পর্যান্ত স্নেহ পূর্বক যে কন্যার লালন-পালন করা যায়, পোষিত গৃহ কুক্কুটের ন্যায় তাহাকে বিক্রয় করা কি বিহিত কার্য্য? বিশেষত কন্যাবাণিজ্যিকেরা পাত্রের বিদ্যা, বুদ্ধি, রীতি, চরিত্র, কিছুই বিবেচনা করে না যাহার নিকটে অভিমত পণ প্রাপ্ত হয় সে ব্যক্তি জরাজীর্ণ, ব্যাধিশীর্ণ, বিবর্ণ, বিকৃপ, নিগুণ হইলেও তাহার করে ঐ স্নেহময় কন্যারত্নকে বিনর্জ্জন করে, ”—আহা! তাহারা কি নির্দয়!! কি নিষ্ঠুর!! এই সকল ব্যাপারেই এতদ্দেশে মহা অমঙ্গল ঘটিতেছে।

তর্ক। দেশের অপকার কি?

ধর্ম্ম। নয় কেন? “কোন ব্যক্তি, রুগ্ন, ভুগ্ন, অন্ধ, বধির হইয়াও ধন গোঁরবে কোন সুরূপা কামিনীর কর গ্রহণ পূর্বক তাহার অমূল্য যৌবন ধারণের বৈফল্য বিধান করিতেছে” কোথা বা “উত্তম বিদ্বান্, রূপবান্, চরিত্রবান্, যুবক নির্ধনতায় বিবাহ করিতে অসমর্থ হইতেছে” ইহাতে এপ্রদেশে কত অনিষ্ট ঘটিতেছে দেখ দেখি।

তর্ক। ভাল, প্রজার পক্ষে এমন অনিষ্ট, রাজা কেন বিবেচনা করেন না ?

ধর্ম। এতো আক্ষেপের বিষয় ! বল্লালি কুপ্রথার পরিবর্তনে ও অপত্য বিক্রয় বারণে যদি রাজ-পুরুষেরা মনোযোগি হন তবেই বঙ্গভূমির সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয়, কিন্তু তাঁহারা প্রজার ধর্মে হস্তার্পণ করেন না !

তর্ক। মহাশয়, এতো ধর্ম নয়, যাহা বিহিত কার্য তাহাই ধর্ম। এক ব্যক্তি ‘যত অভিলাষ ততই বিবাহ করিবে,’ কেহ বা ‘বিবাহ করিতেই পারিবে না’—ইহা কি প্রকারে বিহিত হয় ? বিশেষত “রাজ্যে মনুষ্য-বিক্রয় হইবে না” এরূপ রাজনিয়ম আছে, এ নিয়মানুসারে কন্যা বিক্রয় নিষেধ হইতে পারে এবং “স্ত্রীকে ভরণ পোষণ করিতে হয়” এ নিয়মেও ফলেৎ বিবাহ-বাণিজ্য নিবারণ হয়।

ধর্ম। হাঁ বাপু, ভাল বলিয়াছ। আমিও এই বঙ্গরাজ্যের সাময়িক উন্নতি দেখিয়া বোধ করি ক্রমশ রাজ-পুরুষেরা এবিষয়ে মনোযোগী হইবেন।

তর্ক। ভট্টাচার্য্য মহাশয়, আপনিতো কন্যা বিক্রয়ের দোষঘোষণা করিলেন, ভাল, কন্যা ক্রয় করিয়া যাহারা বিবাহ করে তাহাদিগের কিছু দোষ আছে কি ?

ধর্ম। কিছু কেমন ?

তর্ক। বলুন না কি দোষ, শুনিতেন যাই—ভাল, জানা থাকা ভাল।

ধর্ম। ক্রয় করিয়া বিবাহ করিলে বিবাহই সিদ্ধ হয়

না; অন্যে পরেকাকথা “ক্রয় ক্রীতা তু যা নারী ন সা প-  
 ত্র্যভিধীয়তে। ন সা দৈবে ন সা পৈত্রে দাসীং তাং কবয়ো  
 বিদ্বঃ” ॥ ক্রীত বিবাহিত স্ত্রী ‘দাসী তুল্যা,’ পত্নী নহে। আ-  
 র তাহার পুত্রও ‘দাস পুত্র’ বলিয়া শাস্ত্রে খ্যাত আছে।  
 “ক্রীতা যা রমিতা মূল্যে সা দাসীতি নিগদ্যতে। তস্মা-  
 দেষা জায়তে পুত্রো দাসপুত্রস্ত স স্মৃতঃ” ॥ এবং বিক্রীত  
 কন্যার পুত্র সকলধর্ম হইতে বহিষ্কৃত তাহাকে চণ্ডা-  
 লতুল্যাও কহিয়াছেন। “বিক্রীতায়াম্ কন্যায়াং পুত্রো  
 যোজ্যতে দ্বিজঃ। স চণ্ডালইব জ্ঞেয়ঃ সর্বধর্ম বহিষ্কৃতঃ” ॥  
 অপর রাজা যদি ক্রয় করিয়া বিবাহ করেন তাহা হইলে  
 সে স্ত্রীর পুত্র রাজ্যাধিকারী হয় না;—ব্রাহ্মণ যদি ক্রয়  
 করিয়া বিবাহ করেন তবে সে স্ত্রীর পুত্র তাহার শ্রাদ্ধা-  
 ধিকারী হয় না, সে পুত্র সকল পুত্রের অধম “ন রাজ্ঞো  
 রাজ্যতাক্স শ্রাদ্ধিপ্রাণাং শ্রাদ্ধকৃৎচ। অধমঃ সর্ব পু-  
 ত্রেভ্যস্তস্মাতং পরিবর্জয়েৎ” ॥

তর্ক। মহাশয়, এ সকল প্রমাণ কোথাকার ?

ধর্ম। কেন ? অতি প্রাচীন দত্তক মীমাংসায় ধৃত  
 হইয়াছে।

তর্ক। তবেতো ক্রয় করিয়া বিবাহ করাও অতি মন্দ ?

ধর্ম। হাঁ (শংস্খবাদ্য শুনিয়া) চল২ আমরা যাই  
 (কিয়দূরে যাইয়া) এই যে কুলপালকের বাটী, চল প্রবিষ্ট  
 হওয়া যাউক।

তর্ক। আজ্ঞা, অগ্রসর হোন।

[বাটীর মধ্যে উভয়ের প্রস্থান।

## [নিজ শিশুর সহিত স্মৃতির প্রবেশ]

স্মৃতি। (শিশুর প্রতি) বাছা একবার ডাক্‌না, মদ্যে গেল কোথা? ফলারের নেনমুন্ন হয়েছে, বেলাবেলি ছেলেটা নে যাকু না কেন?

শিশু। ওমা, তুই আমাকে ফলারে নে যা, আমি তো স্মৃঙ্গে যাব।

স্মৃতি। বাছা, আমি কি সেথায় যেতে পারি?

শিশু। কেন পারিস্‌ নে—তুই পারবি।

স্মৃতি। আমি যে মেয়ে মান্নব, কেনন করে যাব?

শিশু। না, তুই মেয়ে মান্নব্‌ নয়—তুই যাবি—আয়, আমার সঙ্গে আয় (অঞ্চলাকর্ষণ)।

স্মৃতি। না বাছা, আমি গেলে লোকে নিন্দে কর্বো; তুই ডাক্‌, সে এখন তোকে নে যাবে।

শিশু। ওমা, কাকে ডাক্‌ব? কে নে যাবে?

স্মৃতি। সেই মিন্‌সেকে ডাক্‌,—থাকে২ নিউদ্দেশ হয়।

শিশু। কোন্‌ মিন্‌সেকে মা? যে আমাদের ঘর ছেয়ে ছিল?

স্মৃতি। না না, তাকে কেন?

শিশু। তবে আবার কোন্‌ মিন্‌সেকে ডাক্‌বো?

স্মৃতি। সেই কত্তাকে রে কত্তাকে; ছেলেটাও তেন্নি!

শিশু। কোত্তাকে, তাই বল্‌না কেন? আয় তু তু তু।

স্মৃতি। (সক্রোধে) না রে পোড়াকপালে ছেলে, কুকুরকে কেন?



শিশু। (সরোদনে) আঁ২, তুইয়ে বলি কোত্তাক  
ডাক, তবে আবার কোত্তা কে?

সুমতি। সেই তোদের তাকে।

শিশু। (সাভিলায়ে) ওমা আমাদের তাকে কি আছে  
মা, বলনা মা, বল।

সুমতি। কি দায় হলো! এখানেও কেউ নাই যে  
বলে দেয়।

[উদর পরায়ণের প্রবেশ]

উদর। (উদরে হস্তদিয়া)

কালে২ সবগেল কি হইল ভাই।

পূৰ্ব্বমত ফলার নয়নে দেখি নাই ॥

থাকিত যেরেতে মোর হাঁড়িপোরা লুচি।

খাইতে২ তাহা হইত অরুচি ॥

দিন২ কত২ জুটিত ফলার।

এখন মণ্ডার গন্ধ আর মিলা ভার ॥

এমন ছুৰ্তাগাদেশে মারী ভয় নাই।

ভাবি সদা কোথা গেলে আদ্য শ্রাদ্ধ পাই ॥

বিবাহের দফারফা বল্লালে করেছে।

খাতা পত্র যাহা ছিল হারিয়ে গিয়েছে ॥

তাই আমি দৈয়ে হাটে ঘুরিয়া ঘুরিয়া।

ফলার সন্ধান করি খুজিয়া২ ॥

হায় কিছুই হলো না ! এতোটা পরিশ্রম !

পরিশ্রম হলো সার, নাহি মিলিল ফলার,  
ফল আর জীবনে কি আছে ।

গৃহ অগ্নে নাই রুচি, ত্যজিছি লক্ষ্মীর খুচি,  
লুচি বিনে কিসে প্রাণ বাঁচে ॥

শিশু । ওনাং, এই যে বাবা এয়েচে, আমি বাবার  
সঙ্গে যাব ।

উদর । কি রে তুই এখানে কেন ? একা এসিছিস্  
নাকি ?

শিশু । (শীঘ্র গিয়া পিতার অঙ্গুলি ধারণ পূর্বক) এই  
যে বাবা এয়েচেং, ওবাবাং আমি মারসঙ্গে এইচি, ঐ মা  
দাড়িয়ে আছে (হস্তদ্বারা দর্শায়) ।

উদর । (স্মৃতির প্রতি সক্রোধে) কি ! এমন যোগ্যতা  
একেবারে রাস্তার উপর ! লজ্জা নাই ! ভাদ্র মাসের তা-  
লের মত কীল না পেলো বুঝি হবে না ? এই চারি দিগে  
পুরুষ এখানে আসা, দেখবি একবার ?

শিশু । বাবা, মা তোকে ডাক্তে এয়েচে ।

উদর । আমারে ডাক্তে এসেছে কি আর কাকে ডা-  
ক্তে এসেছে, তার নিশ্চয় কি ?

স্মৃতি । (সভয়ে) ফলারের কথা বলতে এসেচি ।

উদর । (সানন্দে) আঁ, কি বলিয়া ! নিকটে যায়ং, এ

খানে কেহই নাই, এতো লজ্জাই কি? ভাল তুইতো। আর নবধাগমনের বৌ নোস্, (স্মৃতিকে নিকটে আনিয়া) কি বল দেখি, ফলার জুটেছে, বলিস্ কি! নিমন্ত্ৰণ না অনিমন্ত্ৰণ?

স্মৃতি। অনিমন্ত্ৰণ আবার কি?

উদর। তুই মেয়ে মানুষ কি বুঝি? নিমন্ত্ৰণ অপেক্ষা অনিমন্ত্ৰণে অধিক মজা, নিমন্ত্ৰণে পেটে যাওয়া হয়, কিন্তু অনিমন্ত্ৰণে পেটে পিটে ছুয়েতেই হয়।

স্মৃতি। তা এতো আমি জানিনে; বাড়ুয়োর বাড়ি নিমন্ত্ৰণ হয়েছে, সেথায় বে।

উদর। ঐ ওপাড়ায় কুলপালকের বাড়ি? ফলার কেনন রকম?

স্মৃতি। (সাস্ফভঞ্জে) ‘ফলার আবার কেনন রকম, কথা শুন্লে গা জ্বালা করে।

উদর। হা ফেপি, কিছুই যানিস্নে, ফলার তিন প্রকার উত্তম, মধ্যম, আর অধম। ইহাদের প্রত্যেকের লক্ষণ শুন্বি? শুনে রাখ, যদি কখন কাষে লাগে।

উত্তম ফলার।

ঘিয়ে ভাজা তপ্ত লুচি, ছুচারি আদার কুচি,  
কচুরি তাহাতে খান দুই।

ছকা আর শাকভাজা, মতিচূর বঁদে খাজা,  
ফলারের যোগাড় বড়ই ॥

নিখুতি জিলাপি গজা, ছানাবড়া বড় মজা,  
শুনে সক্সক করে নোলা ।

হরেক রকম মণ্ডা, যদি দেয় গণ্ডাগণ্ডা,  
যত খাই তত হয় তোলা ॥

খুরী পুরী ক্ষীর তায়, চাহিলে অধিক পায়,  
কাতারি কাটিরে সুখো দই ।

অনন্তর বাম হাতে, দক্ষিণা পানের সাথে,  
উত্তম ফলার তাকে কই ॥

মধ্যম ফলার ॥

সকু চিড়ে সুখো দই, মত্তমান ফাকাখই,  
খাসা মণ্ডা পাত পোরা হয় ।

মধ্যম ফলার তবে, বৈদিক ব্রাহ্মণে কবে,  
দক্ষিণাটা ইহাতেও রয় ॥

অধম ফলার ।

গুমো চিড়ে জলো দই, তিতগুড় খেনো খই,  
পেট ভরা যদি নাই হয় ।

রৌদুরেতে মাথা ফাটে, হাতদিয়ে পাত চাটে,  
অধম ফলার তাকে কয় ॥

এইতো তিন প্রকার ফলার, তা সেথায় কোন প্রকার ?  
স্মৃতি । তা আমি কি জানি ? আমি তো সেথায় যাই  
নাই ।

উদর । পায়ঃ যেতে পারিনে ? এবার অবধি যাসুই ।  
স্মৃতি । (সহাস্ত্র মুখে) ভাল তাই হবে, এখন তুমি  
যাও আর রঙ্গে কায নাই ।

উদর । চল্যম—ভূর্গা ভূর্গা ।

শিশু । ও বাবা, আমি যাব ।

উদর । (সক্রোধে) আঃ, পেচু ডাক্‌লি, দূর হ, যদি  
ঈশ্বরের ইচ্ছায় একটি ফলার পেলান, এই তার দফা  
রফা হলো ।

স্মৃতি । ছেলে মানুষ, জ্ঞান কি ? তুমি ওকে সঙ্গে নে  
যাও ।

উদর । হাঁঃ, একেতো সেই খুবড়ো মেয়েদের বে,  
তায় আবার এই অযাত্রা । তুই ওকে নে ঘরে যা ।

শিশু । (সরোদনে) আঁ আঁ আঁ—ওমা আমি যাব ।

স্মৃতি । (ঈষৎক্রোধে) আঃ, নে যাওনা কেন—ও  
কি তোমার ভাগ কেড়ে খাবে ? ছেলে মানুষ, কাঁজচে ।

উদর । মর মাগি, ওকে নে গে কি হবে ? ও কি ফ-  
লার কর্তে শিখেছে ? (শিশুর প্রতি) কেমনুরে, ফলার  
কর্তে পারবি ?

শিশু । হা, আমি পারবো ।

উদর । ভাল, কেমন পারবি বল দেখি ‘কখানা  
পাত পাতবি ?’

শিশু। আমি ‘এক খানা পাত পাতবো’।

উদর। (সজ্জভঙ্গে) এক খানা পাত? তবে খাবি বা কিসে—নিবি বা কিসে, বল্ দেখি?

শিশু। আমি সব খাব।

উদর। তবেই হলো, আজিও তুই কিছুই শিখলিনে?

সুমতি। আঃ, শিকিই কেন দেওনা? তুমি কি পেটে থেকে পড়েই শিকেছ? ছেলে মানুষ, কি জানে, এত তাড়না কর কেন?

উদর। আঃ মলো, এমাগী বলে কি? ফলার কি কেউ কারু শেখায়? আমি আপনাতোই শিখিছি, কিন্তু ছেলেটা তেমন হলো না! হবে কি, তুই যে প্রতিদিন সকালে পাতের তাড়ি, দোত, কলম দে সাজিয়ে গুজিয়ে পাঠশালে পাঠাইস্, তাহাতেই উচ্ছন্ন গেল। কালির আঁক পাড়লে ধার কর্জ হয় জানিস্ নে? আমারও ঐ রূপ কিছু দিন হয়েছিল, মা বাপ্ আমাকে গুরু মহাশয়ের কাছে দশবার দিন পাঠাএছিল, তাতেই আমি নষ্ট হবার উপক্রম হয়েছিলাম, কিন্তু আমার অদৃষ্ট ভাল সেই মা বাপ্ অগ্নি অক্ল পেলো, আর আমায় পায় কে। তুই তেমুনি এ ছেলেটার মাথা খেতে বসিছিস্, ওকে নষ্ট করবি?—যা ইচ্ছে, আমি ওরে নে যেতে পারবো না।

শিশু। (সরোদনে) আমি যাব, আঁহ।

সুমতি। ভাল মন্দ সামগ্রী খেতে পায় না, নে যাও খেয়ে আসবে।

উদর। ভালই খেতে পায় না—মন্দ সামগ্রী খেতে পাবে না কেন? তুই মাগি ভারি ছুঁট, আমার অখাত কচ্চিস্।

স্বমতি। তুমি একে নে যাও, আর রঙ্গে কাষ নাই।

উদর। কি আপদ্, ওকে নে গে কি হবে? ও কি খেতে শিখেছে? (শিশুর প্রতি) কেমন রে, তুই ফলার কর্তে শিখিছিস্?

শিশু। (চক্ষুর জল মুছিয়া) হাঁ শিকিচি।

উদর। আচ্ছা, বল দেখি কেমন শিখিছিস্ ‘ফলারে গে কি খাবি?’

শিশু। বাবা, ‘আমি পরমান্ন খাব’।

উদর। দেখলি মাগি, দেখলি; ও বানর—ওর কি বুদ্ধি আছে? ফলারে কি পরমান্ন থাকে? (শিশুর প্রতি) ওরে লুচি, মতিচূর, সন্দেশ, দই, এই সকল আছে, এর-মধ্যে ‘আগে কি খাবি?’

শিশু। আমি আগে ‘দই খাব’।

উদর। (শিশুকে চপেটাঘাত পূর্বক) গরে যা, এমন সন্তান থাকা চেয়ে না থাকা ভাল! আগে দই খেলে কি আর কিছু খেতে পারে?

[রোরুদ্যমান শিশুকে অভিমানে ক্রোড়ে নিয়া  
গৃহে স্বমতির প্রস্থান।

যাকু উৎপাত গেল, এখন আমি যাই (পথে গমন)

কৈ কাহাকেও যে দেখি না, একলাই যাব ? (অগ্রে দেখিয়া) এই যে ন্যালেঙ্কার মহাশয় আসিতেছেন।

### [ন্যায়ালঙ্কারের প্রবেশ]

ন্যায়া । কে হে তুমি, কোথায় যাইতেছ ?

উদর । আমি, মহাশয় বের নিমন্ত্রণে যাবেন্ না ?

ন্যায়া । (নম্র লইয়া অটহাস্য মুখে) বিবাহ কোথায় হে ? ও পাড়ায় একটা বুযোৎসর্গ।

উদর । আমি শুনিলাম ‘বাঁড়ুয্যের বাড়িয় বে’।

ন্যায়া । হাঁ হাঁ, তাই বটে। কুসপালক একটা বৃদ্ধ বর আনিয়াছে তাহাকে চারিটা মেয়ে দিবে, তাই বলি ‘বৎসতরী চতুষ্টয় সহিত বুযোৎসর্গ’। তাহা সে স্থানে গমন করিয়া কি হইবে ? কিছুই না, চতুষ্পাটীর অর্দ্ধ মুদ্রাও পাওয়া ছুফর ! কুলীন বরের বিবাহ কি বিবাহ ?

উদর । আমি কুলীন নৌলিক খুঁজি না, চৌবাড়ির টাকারও অনুসন্ধান করি না, বুঝিতে পারি ‘ফলার ভাল হলেই বে ভাল হয়’।

ন্যায়া । হাঁ, তাহা তোমার পক্ষে বটে। “কন্যাবর-যতে রূপং মাতাবিত্তং পিতাশ্রুতং। বান্ধবাঃ কুল মিচ্ছন্তি মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ”। অর্থাৎ কন্যা—বরের উত্তম রূপ হইলেই ভাল বিবাহ বোধ করে ; কন্যার মাতা—যে বরের ঐশ্বর্য আছে তাহাতে কন্যার বিবাহ হইলেই কৃতার্থ হয় ; কন্যার পিতা—বিদ্বান্কে জামাতা করিতে নিতান্তই অতিলাষী থাকে ; এবং কন্যার ভ্রাতা,



পিতৃব্য-ভাতা, প্রভৃতি বান্ধবগণ—বরের কৌলীন্য বিবেচনা করে ; কিন্তু অন্যান্য ব্যক্তির উত্তম নিষ্ঠায় পাইলেই অত্যুত্তম বিবাহ বোধ করে থাকে। সুতরাং তোমার পক্ষে ফলার ভাল হইলেই বিবাহ ভাল হয়।

উদর। আজ্ঞা, চিক্ বলেছেন। তবে যাবেন না কি ?  
ন্যায়া। চল যাওয়া যাকু, যাওয়াটা ভাল।

উদর। আসুন মহাশয় (উভয়ের কিঞ্চিদগমন)।

ন্যায়া। নাহে, ওপথে স্ত্রীলোকে গমনাগমন করিতেছে, এই পথেই যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

[জলকলস কক্ষে মাধবী ও মহিলার প্রবেশ]

মাধবী। (স্বগত) আঃ, এপোড়া বসন্তকাল আর কতো কাল থাকিবে? যায় তবু যায় না, আর যে বাঁচি না?

দুরন্ত বসন্ত কাল, এষে যুবতীর কাল,  
কালপেয়ে কি কাল ঘটায়।

পতির বিচ্ছেদ বাণ, কতো আর সহে প্রাণ,  
বুঝি ভ্রাণ নাহি ইথে পায় ॥

কলঙ্ক শশাঙ্কোপরে, সুধাময় বিষকরে,  
বরিষণ করে নিরন্তর।

নাম তার নিশাকর, লোকে কহে সুধাকর,  
আমি বুঝিলাম বিষাকর ॥

মঞ্জরিল তরুগণ, ফল পুষ্পে সুশোভন,  
লতায় বেষ্টিত হয়ে শোভে ।

হেরিয়া চুতমুকুল, অলিকুল অনুকুল,  
বাকুল হইল মধুলোভে ॥

বিহঙ্গম ঝাঁকে২, শাখায়২ ডাকে,  
কল২ ধুনি অবিরত ।

অতি সুমধুর স্বরে, গান করে পিকবরে,  
কুছ২ শব্দ করে কত ॥

পাখি বহুকথাকহ, বলে বহু কথা কহ,  
শুনি মনে শোক উপজিল ।

বনের পাখির কথা, শুনে পাই মনো ব্যথা,  
কালে২ কিকাল ঘটিল ॥

কুরঙ্গ কুরঙ্গী সঙ্গে, মত্ত হয়ে রস রঙ্গে,  
অনঙ্গের যজ্ঞ পূর্ণ করে ।

সারি২ শুক সারী, গান করে কত সারি,  
মরি২ কি হলো অন্তরে ॥

মরাল মরাল বধু, কেলি করে পেয়ে বঁধু,  
দেখি মোর বঁধু মনে হয় ।

দিবে কি সে দিন বিধি, পাব কি সে গুণনিধি,  
পাইলেও নাই প্রত্যয় ॥

সরোবর সুনির্মল, শতশতদল,  
 তাহে আর নানা জলফুল ।  
 কমলিনী সুসংমানে, নিরন্তর মধুদানে,  
 পরিতোষ পায় অলিকুল ॥  
 মাধবীর মকরন্দ, ভরে হয়ে মন্দমন্দ,  
 গন্ধবহ বহে নিরন্তর ।  
 মলয় আলায় ছাড়ি, সদা ফেরে বাড়ি,  
 বিরহির দহিতে অন্তর ॥  
 এ সব সামন্ত যার, বসন্ত নাম তাহার,  
 অনুমানি মদন প্রেরিত ।  
 ছাই হয়ে ছাই হলো, মরে বাঁচে দেখাগেলো,  
 হায় একি বিপরীত ॥  
 এবার করেছি পণ, পূজি সেই ত্রিলোচন,  
 বর মেগে লব মনোমত ।  
 কন্দর্পের দর্প চূর্ণ, পুন হলে আশাপূর্ণ,  
 এবার না বাঁচে হলে হত ॥

মহিলা । (পশ্চাত্তাপে দেখিয়া) কেও ? ওলো মাধবি  
 দিদি, চলে আয়, একা কি বল্চিস্ ?—এটু শীঘ্রি আয়,  
 কলসীই কি এত ভারি ? জল বৈ তো নয় ।

মাধবী । যাই গো যাই, এটু দাঁড়া । (নিকটে আগমন)

মহিলা। আছিমতো ভাল ? অনেক দিন দেখিনি কেন ? (দেখিয়া) কেন বৌন্ এত কাহিল হয়েছিস্ ? কেন, মুখ মলিন, এমন বিস্ত্রী কেন হলি ?

মাধবী। আর সখি বিস্ত্রীর কারণ কি জিজ্ঞাসা করিতেছিস্ ? এই সরস মধুসময়ে মধুকরের সম্পর্ক না থাকিলে মাধবীর কি মনোহর শোভা হয় ?

মহিলা। না ভাই, তোর কথা বুঝা যায় না, তুই খান্‌ছুই বহি পড়েছিলি, তাই একবারে অধ্যাপক ভট্টাচার্য্যর মত কথা কইস্ ! ভাল করে না বল্যে আমি বুঝতে পারি নে।

মাধবী। সখি তোমার মন এমন সরল যে আমার কথাও বুঝিতে পার না ? বলি কি, কৃতান্ততুল্য ছুরন্ত এই বসন্তকাল, এ সময়ে কান্ত বিরহে অন্তঃকরণ অশান্ত হইয়াছে তাহাতে কি রূপে সরসবদনে মদনবাণ সছ করি ? তাই ম্লান মুখে আছি।

মহিলা। সই, তুই মদন মদন কচ্চিস্ মদন আবার কে ? আমাত্তো এতো বয়েস্ হয়েছে আমি কখন মদন খাইও নি। ছুঁইও নি ; তা বল্‌না ভাই মদন কেমনতর ?

মাধবী। (হাস্য মুখে) মদন কি খেতে ছুঁতে হয় ? সে একজন দেবতা, কিন্তু পূজা করিলে তুষ্ট হয় তেমন্ দেবতা নয়।

মহিলা। তবে কেমন্ দেবতা ? অপদেবতা ? এই ভূত টুত যেমন তেমনি নাকি ?

মাধবী। ভূতই এক প্রকার বটে, কিন্তু অন্য ভূতে পেলে মন্ত্র তন্ত্রে ছাড়ে, ইহার আর সে যো নাই।

মহিলা । (সভয়ে) ওমা কি হলো ? পাছে আমায়  
পায় । ওলো মাধবি দিদি, কোথা যাব ? রামস্নেহ !

মাধবী । মরণ আর কি, এই যে বলে “হস্তির কাঁধে  
এসে যায়, হাম্মা দেখে ভয় পায়” তাই যে দেখি !

মহিলা । না দিদি, যথার্থ আমার ভয় হয়েছে ।

মাধবী । ভয় কি লো ? সেকি সত্য সত্যই ‘ভূত’ ?  
ভূত নয় রে সে ‘অদ্ভুত’ ।

মহিলা । তবে সে কি করে ? তার ক্ষমতা কি ?

মাধবী । তার অসাধারণ ক্ষমতা ! তার বিক্রম অতি  
আশ্চর্য্য !

মলয়ের সমীরণ রণরথ যার ।

পঞ্চাধিক নাহি শর যুদ্ধ করিবার ॥

নিজে সে অতনু কাম ফুলধনু করে ।

যে ধনুর ছিল বাঁধা মত্ত মধুকরে ॥

বসন্ত সামন্ত মাত্র নাহি অন্য মিত্র ।

তথাপি সে বিশ্বজয়ী এবড় বিচিত্র ॥

নির্জরও যার বাণে সদা জরস ।

কার সাধ্য তার রণে হয় আগুসর ॥

সে দুর্জয় গদন কি না করিতে পারে ? এই বিশ্ব সংসা-  
রে তাহার অসাধ্য কি আছে ?

মহর্ষি ব্রহ্মর্ষি দেব দেবর্ষি দানব ।

গন্ধৰ্ব কিন্নর যক্ষ রাক্ষস মানব ॥  
 কন্দৰ্প করিয়া দৰ্প বাণ যদি ধরে ।  
 অনায়াসে ত্রিভুবন পরাজয় করে ॥

মহিলা । সে কি সেই বলিস্ কি ? মুনিঋষিগণ যক্ষরা  
 বড় জ্ঞানি, তারাও তার বাণে মুগ্ধ হয় ?

নাথবী । তার আশ্চর্য্য কি ?

পুরাণ প্রবন্ধে শুনি, বিশ্বামিত্র মহামুনি,  
 যিনি তপোধনের প্রধান ।  
 বিদ্যাধরী মেনকার, রূপ হেরি চমৎকার,  
 তিনিও ধরিতে তারে যান ॥  
 সৰ্ব্বদেব পুরোহিত, হিতাহিত স্তুবিদিত,  
 বৃহস্পতি সদা ধৰ্ম্মে রত ।  
 ভেয়ের রমণী পেয়ে, নিজ ধৰ্ম্ম পাসরিয়ে,  
 হন তার সঙ্গমে উদ্যত ॥  
 বয়সে প্রবীণ অতি, পরাশর মহামতি,  
 দাশ কন্যা করেন্ দূষণ ।  
 শুনি সখি একি রঙ্গ, অত্রি করে মৃগী সঙ্গ,  
 স্মরের এমন শরাসন ॥  
 শচীপতি দেবরাজ, শুনলো তাহার কাষ,  
 লাজ নাই দেবতা হইয়া ।

কুটীরে না হেরে মুনি, প্রবেশিল সে অমনি,

রঙ্গ করে অহল্যারে নিয়া ॥

বিধাতা হইয়া কামী, আপন তনয়া গামী,

স্বৰ্ঘ্য করে বড়বা লঙ্ঘন ।

গুরু পত্নী হরে ইন্দু, ধরেছে কলঙ্ক বিন্দু,

আছে দেখ তার নিদর্শন ॥

সই, সেই পোড়া মদন সব পারে, তার অকার্য্য কি-  
ছুই নাই ।

মহিলা । তাকে কি কেউ শাসন কত্তে পারে না ?

মাধবী । কখনই কেহ পারে নাই, কিন্তু একবার  
মহাদেব সেই কন্দর্পের দর্প চূর্ণ করে ছিলেন ।

মহিলা । খুব করে ছিলেন । একেবারে মেরে ফে-  
ল্লিয় ভাল হতো ।

মাধবী । হাঁ, একেবারেই নষ্ট করে ছিলেন, কিন্তু  
তাহার স্ত্রী রতির বড় করুণ রোদন শুনিয়া তাকে আবার  
প্রাণ দান দেন ।

মহিলা । হাঁ দিতে পারেন, লোকে তাঁহাকে আশু-  
তোষ কহে ।

মাধবী । সে কন্দর্প তদবধি সেই ভয়ে আর পুরুষের  
নিকটে যায় না, কেবল অবলা স্ত্রীজাতির প্রতিই  
দৌরাগ্ন্য প্রকাশ করে ! বিশেষত বিরহিণী দেখিলে  
তাহার অধিক প্রতাপ প্রকাশ পায় । অতএব আমি

কান্ত বিহীনা স্মৃতিরাং তাহার দুঃসহ বাণে দেহ দাহ হইতেছে, আর আমার দুঃখের কথা কি জিজ্ঞাসা করিস্?

মহিলা। তুই ভাই আপনার রূপের গৌরবেই মচ্ছিস্, তোর উপযুক্ত কান্ত কি এ পৃথিবী মধ্যে নাই? এতো লোক আছে কেহই তোর কান্ত হইতে পারে না? আমার তেমন রূপ নাই ভাই, আমার কত শত কান্ত গড়াগড়ি ছড়া ছড়ি যাচ্ছে।

মাধবী। মহিলে কি কহিলে? পরপুরুষাভিলাষ করা কুলকামিনী দিগের অতি অনুচিত। পতিব্রতোপাখ্যানে দেখিয়াছি “পতিসেবাই আমাদিগের প্রধান ধর্ম্ম”।

মহিলা। (সোৎস্রুকা হইয়া) অলো সই, পতি কি? কাকে বলে বল্না শুনি? আমরাতো কুলীনের মেয়ে, পুরাণ শ্রুন্তে গে কথকের মুখে একবার পতি শব্দ শুনে ছিলাম, আর এই তোর কাছে শুধি, কখনতো দেখি নাই সে কেমন!

মাধবী। যে পুরুষ যাহাকে বিবাহ করে সেই তার পতি। কেন সখি তোর কি বে হয় নাই?

মহিলা। হাঁ, অনেক কাল হলো আমার বে হয়েছিল বটে, তা সে যিনি বে করে ছিলেন সেই তিনিইকি আমার পতি?

মাধবী। হাঁ সখি, সেই তোর পতি।

মহিলা। সে আমার পতি তো নয়, সে কেবল অধর্ম্মেই পতিত।



মাধবী। কেন ভাই এমন কথা বলি ?

মহিলা। বলি কেন, বলি সে তো আমার নয়ন পথে কখন পতিত হলো না, তাহা দ্বারা দুঃসহ যৌবন যাতনা হইতে তো নিস্তার পেলেম না, তবে সে কি পতি ? তাকে পতি বলবো কেন ?

মাধবী। (সপরিহাসে) তবে কাকে বলবি বল ?

মহিলা। কেন ? বলবার আবার ভাবনা কি ? কতো লোক আছে। আমি তো তোর মত নৈ, কেন হবো ? লোকে বলে “আন ফুরালে আন্সি, যৌবন ফুরালে ঝাঁদে বসি” এমন সুখের সময় কেন দুঃখে কাটাও ? তুইও আমার মতে আয়, কেন যৌবন বিফল করিতেছিস ?

মাধবী। মহিলে কি कहিলে ? কুলকাগিনী দিগের পুরুষান্তর অভিলাষ করা বড়ই মন্দ। যদি বিধি নির-বধি সেই গুণনিধিকে বঞ্চিত করেন, কি করি ! এই অকি-ঞ্চিৎকর যৌবন তার চিরদিন কি সঞ্চিত থাকিবে ? কখনও কালের মুখে পড়িবে না ? না পড়ুক, পরপুরুষের প্রতি কদাচ দৃষ্টি প্রদান করিব না।

মহিলা। তোর ভাই যেমন কথা,—‘পরপুরুষ আপ-নপুরুষ’ কি লো ? পুরুষ হলেই হয় আগি যা বুঝি।

আপনার বল কারে, আপন নাহি সংসারে,  
শুন সই বলি কিছু সার।

সকলি জেন লো পর, পর বিনা হিতকর,  
কেহ নহে কদাচ কাহার ॥

জন্ম হয় পর ঘরে, বিবাহ করিয়া পরে,  
পরে দেশান্তরে নিয়া যায় ।

পরঘরে হয় বাস, পর দ্রব্যে অভিলাষ,  
পরবৈ কে পারে কোথা পায় ॥

পরে প্রেম করে দান, পর প্রতি অভিমান,  
হয় সবে পর সুখে সুখী ।

পরদুঃখে দুঃখ পায়, পরের প্রেমের দায়,  
পরস্পর দেখ বিধুমুখি ॥

অমূল্য যৌবন ধন, পরে হবে বিতরণ,  
পরনিয়া থাকা চির দিন ।

পরের সঙ্গে সঙ্গী, পররঞ্জে সদা রঞ্জী,  
দেখ সখি পরে পরাধীন ॥

শুন্লি, আর কেন ? এখন আয় আগার সঙ্গে ।

মাধবী । সখি লোকে বলে “কুকর্মে করিলে পর-  
কাল যায়,” তাই ভাবি, অল্পকালের নিমিত্ত পরকালটা  
নষ্ট করিব ?

মহিলা । (হাস্তমুখে) মাধবি তোর বোধ নাই “পর-  
কাল পরের কথা” তা বলে কি এখন উপস্থিত সুখে  
বিগুথ হওয়া যায় ?

মাধবী । হাঁ তাও বটে, কিন্তু আপাতত এই যে পোড়া  
পাড়ার লোকে অখ্যাতি করিবে তার কি করি দিদি ?

মহিলা। কে জান্তে পারিবে? তুইও যেমন বোঁন্।

মাধবী। প্রথমে নাই জানুক, কিন্তু ‘গভ হয়’ তবেই বিভ্রাট।

মহিলা। বিভ্রাট কি? ‘তা হয় অপূৰ্ব্ব একটা মুখুয়া হবে’।

মাধবী। ছি সখি, সে কেমন? লোকে হাসিবে, তার অপেক্ষা ও কৰ্ম করাও তো ভালো?

মহিলা। ভালো বটে, কেন কবিয়া? এতেই লোক নিন্দা কি? কুলীনের মেয়ে গঙ্গাজল ধুয়ে খায় এমন কে আছে? আমি দুইবার ওকৰ্ম করে ছি বটে, এখন আর হলে কখন কর্বো না।

মাধবী। তাই, মা বাপ্‌কিছু মনে কর্বো না?

মহিলা। (হাস্ত্য মুখে) তুই বড় নেকা, তাঁরা কি জানেন না? যখন কুলীনকে দেন তখনি জেনে থাকেন। তা যা হোক, আমি এখন যাই তাই।

মাধবী। (সকরুণবাক্যে) দাঁড়া দিদি, যদি সব বলিয়া তবে একটা কথা বল, এখন আমি কি করি?

মহিলা। (সজ্জতঙ্গে) আমার সঙ্গে শ্রীহরি, আর কি করি?

মাধবী। তুই আমায় রক্ষা না করিলে কে করিবে। চল তোর সঙ্গে যাই, যা করিস্।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

## [জাহ্নবী ও শান্তবীর প্রবেশ]

জাহ্নবী। অলো শান্তবি, একি শুন্তে পাই লো, সত্যি সত্যিই নাকি ‘বে’ ?

শান্তবী। হাঁ দিদি, বুঝি সত্যিই হলো গো, সব উষ্মুগ হচ্ছে দেখিলাম্।

জাহ্নবী। হায় কি বলিব !

নির্বাণ হইলে দীপ করে তৈল দান।

পলায়িত হলে চোর হয় সাবধান ॥

যৌবন বহিয়া গেলে বিবাহ বিধান।

মিথ্যানয় লোকে কয় এতিন সমান ॥

তাই এখন বিবাহ হলে কি হবে ?

যখন সে সরোবর তুল্য কলেবর।

নির্মল লাবণ্য জলে ছিল মনোহর ॥

চিকণ চিকুরচয় শৈবাল সমান।

ক্রান্ত তরঙ্গ রঙ্গ সদা বিদ্যমান ॥

কুচ কুমুদের কলি বদন কমল।

ভূষিত পথিক মন মধুপ চঞ্চল ॥

নয়ন শফরী প্রায় কটাক্ষ মরাল।

সুশোভিত ভুজযুগ মৃদুল মৃগাল ॥

যৌবন জলদ কাল অতীত দেখিয়া ।

অমনি সে সরোবর গেল শুকাইয়া ॥

এখন আইল পান্থ সন্তাপ পাইয়া ।

উহাকে শীতল তবে করিব কি দিয়া ॥

শান্তবী। হোক না, দেখা যাকু ।

জাহ্নবী। তোর বরং হয় হোক, আনার কি আর  
‘বের’ সময় আছে? আমি অন্তদন্ত হীন হয়েছি, এখন  
‘তীর্থে’ যাওয়াই উচিত ।

গায়ে দিয়া নামাবলি, মুখে হরিং বলি,

চলে যাব নানা তীর্থ স্থান ।

দেব দ্বিজে যথা শক্তি, পূজিব করিয়া ভক্তি,

মুক্তি পথ করিব বিধান ॥

এবার সেখোর সাথে, যাইয়া ক্ষেত্রের রথে,

জগন্নাথ করিব দর্শন ।

পরে বারানসী বাস, করেছিনু অভিনাষ,

বুঝি তার হইল খণ্ডন ॥

ভাল শান্তবি, এখন কি আমি ‘শিংভেঙে বাছুরের  
পালে মিষ্টো?’

শান্তবী। দিদি, কতি কি? হলোই বা ।

জাহ্নবী। ছি! ছি! বলিস্নেহ! লজ্জা করে ।

হেন কথা কেবা কোথা কবে শুনিয়াছে ।  
 বুড়োমাগী বাসরে আসর করে আছে ।  
 পোড়া মুখে আসে হাসি একথা শুনিয়া ।  
 কেমনে বাসরে শুয়ে রব বর নিয়া ॥  
 বাঁধিতে হইবে নাকি খোপা পাকা চুলে ।  
 দাঁত গেলো মিষি কি ঘষিব দস্তমূলে ॥  
 আহা কি কুলের গুণ পরিসীমা নাই ।  
 হায়রে বল্লাল তোরে বলিহারি যাই ॥

অলো শাস্ত্রবি, সে যা হোক, কামিনী কোথায়,  
 কিশোরীই বা কোথায়, জ্ঞানিস্? আমি তো অনেকক্ষণ  
 তাদের দেখিনাই ।

শাস্ত্রবী । এখনকার মেয়ে ছেলের কথা কি বল্‌বো  
 দিদি ! শুন্‌লেম তারা নাকি বর দেক্‌তে গেছে ।

জ্ঞানবী । মরণ আর কি, না দেক্‌তে গেলে হয় না ?

### [কামিনী ও কিশোরীর প্রবেশ]

কামিনী । অলো কিশোরি—দেক্‌তে পেয়েছিচ্‌ কি ?

কিশোরী । দিদি দেখিচ্‌ছিও (করতালি প্রদান)

কামিনী । বল্‌না বোন্‌? কেমন—কি কচ্যে—কোথা  
 আছে ।

কিশোরী । কি বল্‌বো দিদি, তোর চন্দ্র চক্কের সা-  
 র্থক হলো না !

দেখিলাম বাসায় বসিয়া আছে বর ।  
 প্রবীণ বয়স শীর্ণ জীর্ণ কলেবর ॥  
 রূপের কি কব কথা অতি অপকৃপ ।  
 ভুবনে তাহার কেহ নহে অনুরূপ ॥  
 সিদ্ধিতে নাইয় সিদ্ধি আকিঞ্চন গাঁজা ।  
 ঢুলু ঢুলু আঁখি মুখে উঠিতেছে গাঁজা ॥  
 শূল ধরে সে বাতুল কপালে আগুন ।  
 গুণের মধ্যেতে তার আছে তমোগুণ ॥  
 গঙ্গাকে ধরিয়া শাদা হয়েছে কি কেশ ।  
 এবর সে দিগম্বর খেপা ব্যোমকেশ ॥  
 তমাক টানিয়া মরে কাশিতে ॥  
 বোধ হয় হয় গয়া এবার কাশিতে ॥  
 মরণ পোঁড়ার মুখো কেনবা এসেছে ।  
 চিত্রগুপ্ত বুঝি খাতা ভুলিয়া বসেছে ॥

শুনলি বরের কথা আর ‘বেতে’ সাধ আছে দিদি ?  
 কামিনী । তুই বুঝিস্নে—হওয়া ভাল রে ।  
 কিশোরী । আমাদের যা হোক, বড়দিদির কি ক-  
 পাল ?

কামিনী । কেন লো ? তার কি হয়েছে ?

কিশোরী । (নিকটে দেখিয়া সপরিহাসে) হাঁ, এই যে  
 নাম কত্তে না কত্তে বড়দিদি, সেজদিদি, দুজনেই এয়েচে ।

জাহ্নবী । কিলো কিশোরী, কি বল্‌চিস্ বল্‌ না শুনি ?

কিশোরী । বড় দিদি, বলি এমন কিছু নয়, তোর কথাই বল্‌চি, বলি তোর কি কপাল !

জাহ্নবী । কেন লো, আমার আবার কপাল কেমন ?

কিশোরী । (করতালি প্রদান পূর্বক) এই “যেমন দেবা তেমনি দেবী” মিলেচে ভাল ।

শান্তবী । (জাহ্নবীকে অধোমুখী দেখিয়া) তা চল্‌ না ভাই, ঘরে গে বাবাকে বলি “এমন বে কি না দিলেই হয় না !

কামিনী । বাবা কি কর্বে ভাই ? তাঁর দোষ কি ? সেই বল্লালে বেটাই যতো নষ্টের গোড়া ।

শান্তবী । সে কি ? ও কথা বলিস্‌নে বাবারই সব দোষ ; তিনি কেন কুলের কাঁটা ফেলে যোগ্যবরে আমাদিগকে দিলেন্‌ না ; তা যাহোক্‌ বড়দিদি এ বের ফল কি বল দেখি শুনি ।

জাহ্নবী । ফল নাই এমন কথা ! দ্বাদশীর দিন স্বকালেই নারিকেল, শশা, কলা, কতোফল আছে ।

শুনিতে পারি না আর ঘরে যাই চল

এ বিয়া হইলে মাত্র একাদশী ফল ॥

[সকলের প্রস্থান ।



## [বিরহিপঞ্চাননের প্রবেশ]

বিরহি। এই যে বেলা অবসন্না হইয়াছে। এক্ষণ  
 ভগবান্ মরীচিমালী বিশ্বসংসার ব্যাপিনী কিরণ মালাকে  
 সংহরণ পূর্বক অপূর্ব শান্তমূর্তি ধারণ করিয়াছেন,—  
 সূর্য্যদেব জলধি বলয়িত বসুন্ধরামণ্ডল বেষ্টিত করিয়া প-  
 রিশ্রান্ত পথিকের ন্যায় আতিথ্যাভিলাষে কি পশ্চিমা-  
 চল চুড়ার প্রতি ধাবমান হইতেছেন? একি আশ্চর্য্য!  
 যে সহস্রাংশুসমুদয়, দুর্লভকীয় কিরণসমুদয়ে নগ্নিত হইয়া  
 প্রাণিদিগের দর্শন পথাভীত ছিল, তাহা এক্ষণ সূদৃশ্য-  
 ভাবে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সূশোভিত করিতেছে। (নবিস্ময়ে)  
 এই যে সূর্য্যমণ্ডল দেখিতে? আরক্তবর্ণ হইল! এই  
 কমলিনীনায়ক নিজ নায়িকা কমলিনীর প্রতি যে অনু-  
 রাগ রাশি অপ্রকাশিত রূপে স্বকীয় মানস মন্দিরে রা-  
 খিয়াছিলেন, সম্প্রতি ভাবি বিয়োগ ভাবনায় হৃদয় বি-  
 দীর্ণ হইবাতে ঐ সঞ্চিত অনুরাগ রাশি গলিত হইয়া  
 প্রকাশ পাইল, তাহাতেই কি আদিত্যমণ্ডল আরক্তবর্ণ  
 হইতেছে? এই যে রবিমণ্ডল পশ্চিম সিন্ধুসলিলে প-  
 তিত হইল!

অতিরক্তবপুঃশ্বলদগতি কস্মহীনো বিগতায়-  
 রোরবিঃ। পততি প্রতিবারি বারুণী বহুসে-  
 বাকলমেতদেবহি ॥

শরীর লোহিত বর্ণ শ্বলিত গমন।

বসু\* হীন হলো রবি করি বিতরণ ॥

অম্বর† ত্যজিয়া পড়ে জলধির জলে ।

কেবল বারুণী‡ বহু সেবনের ফলে ।

অতি বেগে সূর্য্যমণ্ডল সূদূর গগনতল হইতে জল-  
মধ্যে পতিত হইলে তাহার অভিঘাত জন্য সমুথিত জল  
বিন্দু সকল কি তারাকারে পরিণত হইয়া আকাশমণ্ডল  
সুশোভিত করিতেছে ?

অয়মেতি বিস্মৃতকরঃ পুরতো দ্বিজরাজ ইত্যতি-

ভয়াং কৃপণঃ । বিরলীষভুব রবিরাত্তবসু-

র্নহি যাচকেহিভিমুখতা সুলভা ॥

দ্বিজরাজ § সমাগত কর ॥ প্রসারিয়া ।

দেখি বসু¶ নিয়া রবি গেল পলাইয়া ॥

একথা যথার্থ বটে নাহিক সংশয় ।

কৃপণ যাচকে দেখি সংকুচিত হয় ॥

জগতীতল এক্ষণ অস্মাদৃশ বিয়োগি ব্যক্তির হৃদয়ে  
নিজতাপ সমূহ সমর্পিত করিয়াই কি স্বয়ং স্ত্রশীতল হই-  
ল! অহহ ! বিরহিজন সন্তাপনে কাহারও সংকোচ নাই !  
যিনি নির্মল কাবেরী বারিপূরে আশ্রিত হইয়া পরম

\* কিরণ ও ধন । † আকাশ ও বস্তু । ‡ পশ্চিমদিক্ ঈ  
মদ্য । § চন্দ্র ও ব্রাহ্মণ । ॥ কিরণ ও হস্ত । ¶ কিরণ ও  
ধন ।

পবিত্র হইয়াছেন,—যিনি অসামান্য দাক্ষিণ্য ও পরগুণ-  
গ্রহণাদিরূপ বিবিধ গুণে জগতে যশোরশি সমুপার্জন  
করিয়াছেন,—ঈহার লোকত্রয়-চমৎকারি ধীরত্ব,—এবং  
যিনি জগতের প্রাণস্বরূপ, তিনিও মাদৃশ ব্যক্তির প্রাণ  
প্রয়াণে প্রয়াসী হইয়া অক্লেশে প্রচুর ক্লেশ প্রদানে  
উদ্যত !

পিকবর । তুমি মিষ্টতাষিতাদি—গুণে ভূষিত হই-  
য়াও আমারদিগের অনিষ্ট চেষ্টা করিতেছে—সপক্ষ  
হইয়াও বিপক্ষতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছ—অথবা তুমি বন-  
চর, সামাজিক নহ, তোমার হিতাহিত বিবেচনা কি ?

হে মীনকেতন—তোমার এমন বিসম্বাদিনী প্রবৃত্তি  
কেন, তোমার যে নিজ নিকেতন মাদৃশ বিয়োগি-মানস,  
তাহারই বিনাশে উদ্যত হইয়াছ । জান না যদি ঐ মনো-  
মন্দির ভগ্ন হয়, তাহা হইলে তুমি স্থানভ্রষ্ট হইয়া  
মহাকষ্ট পাইবে ; বিশেষতঃ তুমি নিজ দেহ দাহ জনিত  
দুঃখ স্বয়ং অনুভব করিয়াও যে পরদেহ দহিতে প্রবৃত্ত  
হইয়াছে ইহা আশ্চর্য্য !

ভাল মন—তোমাকেই অনুযোগ করি, তুমি শীঘ্র গম-  
নে সমর্থ, তোমার পাথেয় বা সহচর সাপেক্ষ নহে,—তো-  
মার পরাধীনতা নাই তথাপি তুমি কেন সেই সুলো-  
চনা গোচরে গমন করিতেছ না ? অথবা প্রিয়তমা ব্যতীত  
তুমি অবস্থান করিতে কদাচ পারগ নহ তুমি অ-  
বশ্যই সে স্থানে থমক করিয়াছ, ইহা নিশ্চিত রূপে প্রতী-  
য়মান হইল ।

হে অন্তঃকরণ, তুমি সেই রম্ভোর সন্তোকে সদা সন্তোষি  
রহিয়াছ কিন্তু এই সহভব, সহবর্দ্ধমান, পরমপ্রেমা-  
স্পদ এবং তোমার বিরহে অহরহ ম্রিয়মাণ যে এই  
শরীর ইহার প্রতি উপেক্ষা করিয়া সেই অচির পরিচিত  
চারুলোচনার অনুগমনে তুমি কি নিতান্ত নিন্দনীয় হই-  
তেছ না ?

সেই ইন্দীবরাক্ষীর অপ্রত্যক্ষে নয়ন যুগলে জলধারা  
গলিত হইতেছে, তাহার পীযুষ সদৃশ মধুরালাপ শ্রবণা-  
ভাবে কর্ণকুহর ক্লেশ পাইতেছে, এবং তাহার পরীরম্ব স-  
ন্তোগ না থাকায় কায় যক্তি মাতিশয় শীর্ণ হইয়াছে ; কিন্তু  
মন, তুমি সে রঙ্গিনীর সততসঙ্গি হইয়াও যে প্রচুর দুঃখ  
প্রকাশ করিতেছ তাহা আশ্চর্য্য ! বিশেষতঃ সঙ্গমাবস্থা  
অপেক্ষা বিয়োগাবস্থাতেই তুমি সুখি ;—সকল ইন্দ্রিয়-  
গণকে বঞ্চনা করিয়া এক্ষণ তাহার অসামান্য রূপলাবণ্য  
নিরীক্ষণ-মধুরালাপ-লহরীশ্রবণ,—অধর-সুধাস্বাদন,—  
সুগন্ধি-নিশ্বাস সমীরণাঘ্রাণ—এবং সেই অনন্যাদৃশ স্ন-  
শীতল-শরীর স্পর্শ ইহা সমস্তই তুমি অনুভব করিতেছ  
তবে তোমার ক্লেশ কি ? অথবা তুমি নিতান্ত লঘ  
প্রকৃতি, অনুযোগ যোগ্য নহ ।

বিধাতাকেই ভৎসনা করা বিধেয় । তো ভগবন্  
বিধাতঃ, তুমি কি হেতু আগার ললাটপটে নিষ্ঠুরাক্ষর  
বিন্যাস করিয়াছ ? আমি তোমার কোন অপরাধ করি  
নাই ! নিরপরাধে ক্লেশ দেওয়া বিবেচকের কৰ্ম্ম নহে ?

## [বিবাহবাতুলের প্রবেশ]

বিবা। কেহে তুমি? বিধাতার বিবেচনার কথা কহিতেছ, তাহার কি বিবেচনা আছে? থাকিলে সে আপন সৃষ্টি বিনষ্ট করিতে উদ্যত হইত না! তাহার প্রজা পালন করা দূরে থাকুক, সে তাহাদিগের ভূরিং ক্লেশ ধার্য্য কবিয়াই অনার্য্য বল্লাল রাজাকে রাজ্য দিয়াছিল, বিবেচনা থাকিলে কি এমন হইত?

বিরহি। কে হে, বন্ধু নাকি?

বিবা। হাঁ তাই, যাবে কি? চল না যাই।

বিরহি। কোথা হে?

বিবা। কুলপালকের বাড়ী, বিবাহ নিমন্ত্রণে।

বিরহি। না তাই, আর বিবাহ দেখিবার প্রয়োজন নাই।

বিবা। দেখিতে যাওয়া ভালো হে, যদি প্রজাপতির গন্ধ গায়ে লাগে।

বিরহি। আর তাই প্রজাপতির গন্ধে কায় নাই, ঐ গন্ধেই অন্ধ হইয়া সর্বস্ব বিক্রয় পূর্ব্বক সেই বিবাহ-বিষ ক্রয় করিয়াই এই যাতনা পাইতেছি।

বিবা। তাই বুঝনা, তবু ভাল, হইয়াছে তো, আমার যে এক বারও হইল না।

এবার মরিয়া আমি হইব বৈদিক্।

মারিব বল্লালে ঝাঁটা ভাবিয়াছি ঠিক্ ॥

কাণা খোঁড়া আতুর বা হই যদি অন্ধ ।  
 তবু গর্ভে গর্ভে মোর হইবে সম্বন্ধ ॥  
 পেটে থেকে পড়িয়া করিব গিয়া বিয়া ।  
 সংসারের সুখ হবে গৃহিণীকে নিয়া ॥  
 খাড় নাড়া ব্যঞ্জনের কতো বা আশ্বাদ ।  
 দেখিতে হইবে ভাই মনে বড় সাদ ॥

বিরহি । (তৎ কথায় বিরক্ত হইয়া) ভাই রাত্রি  
 হইল, ক্রমশঃ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড গাঢ়তরতিনিরাবগুণ্ডিত হই-  
 তেছে ।

কমলিনী ব্যথিতা না হেরে দিনমণি ।  
 মানিনী হইয়া মুখ মুদিল অমনি ॥  
 নিশাকর নিজ করে প্রকাশিত করে ।  
 তথাপি আরত ক্ষিতি তিমির অম্বরে ॥

আহা ! বন্ধো ! দেখ দেখ, এই প্রদোষ কালে দোষাক-  
 রের উদয় হওয়াতে কি অপূর্ণ শোভা হইয়াছে ! বাসর  
 গৃহাগত বরপাত্রের চতুঃপাশ্বে বর্ত্তি কুলকামিনীকুলের  
 ন্যায় তারাগণ নিশাকরকে সুশোভিত করিতেছে !

বিবা । বন্ধো, তুমি বিবাহ দেখিতে যাইবে না, ? তবে  
 আমি চল্লেম্ ।

[বিবাহ বাতুলের প্রস্থান ।

বিরহি। (স্বগত) সায়ং সন্ধ্যা বিধি সমাপিত হই-  
 যাচ্ছে (শঙ্খ বাদ্য শ্রবণ করিয়া) শুনিলাম কুলপালকের  
 কন্যাদিগের বিবাহ, তাহারি বুঝি শঙ্খবাদ্য। যাহা  
 হউক সে অনুসন্ধানে প্রয়োজন কি, আমি এক্ষণ স্ব-  
 স্থানে প্রস্থান করি।

[বিরহিপঞ্চাননের প্রস্থান।

[কুলপালক ও ধর্ম্মশীলের প্রবেশ]

কুল। পুরোহিত মহাশয়, বুঝি বর আসিতেছেন,  
 আপনি সত্বর অগ্রসর হইয়া আনয়ন করুন। আর  
 যাহাতে কোন প্রকারে বিবাদ বিষয়াদ না হয়, দেখিবেন।

ধর্ম্ম। হাঁ আমিই যাই বটে, তুমি বরসজ্জ প্রভৃতি  
 প্রস্তুত করিয়া সম্প্রদান স্থানে অবস্থান কর।

ধর্ম্ম। (বাটীরবাহিরে গমনোদ্যত হইয়াই) এই  
 যে আসিতেছেন!

আয়াতি জাতিনিরপেক্ষকুলাবলম্বী ধর্ম্মানুপে-  
 ক্ষ্য চ ধনে পরমার্থবোধঃ। দুর্দর্শনো গত  
 বযাঃ শতশো বিবাহবাণিজ্যদীক্ষিতমতি  
 ধীরেষ তূর্ণং ॥

জাতিতে উপেক্ষা করি দীক্ষিত কুলেতে।  
 ধর্ম্মেতে অরুচি রুচি কেবল ধনেতে ॥

দেখিতে কুৎসিত বুড়ো বিবাহে লালসা ।

এই বর রঙ্গ স্থলে আসিল সহসা ॥

কুল ও ধর্ম উভয়ে । আসিতে আজ্ঞা হয়, আসুন ।

[বরের সহিত অন্তাচার্যের প্রবেশ, আ-  
সনে সকলের উপবেশন]

ধর্ম । (স্বগত) এই বর ! কুলপালক ইহাকে কন্যা  
দিবে, তাহাতেই কুলরক্ষা হইবে ! হে বল্লাল, লোকে  
তোমাকে যে ‘ কলির চেলা কহে ’ তাহা যথার্থ । হে  
ভগবন্ জগদীশ্বর ! তোমার সুদৃশ্য বিশ্বরাজ্য পরিণামে  
এতাদৃশ ছুরবস্থা প্রস্তুত হইল !!!

[অভ্যচার্যের প্রবেশ]

অভ্য । ব্রাহ্মণেভ্যোনমঃ । (উপবেশন) ।

ধর্ম । আপনি কে ?

অভ্য । আমি পুরুত ।

ধর্ম । কাহার পুরোহিত আপনি ?

অভ্য । ঐ যাঃ ! নাম ভুলে গিছি ! (চিন্তা করিয়া)  
হাঁ হাঁ, মহাশয় বলিতে পারেন ঐ যে মেয়েরা যাতে চা-  
ইল ঝাড়ে তার নাম কি ?

ধর্ম । কুল ।

অভ্য । হাঁ হাঁ, ঐ বটে, ঐ ব্যক্তিই আমার যজমা-  
ন, তার কি এই বাড়ি ?



ধর্ম । কুল কি ? কুলপালক;—সে এই বটে, সে যে আমার যজমান ।

অভব্য । কি ? সে আমার যজমান ।

ধর্ম । আমি তার কুলপুরোহিত চিরকাল আছি ।

অভব্য । আমি তার কুল, ডালা, ধুচনি, সব পুরোহিত, বহু দিন আছি ।

ধর্ম । (সক্রোধে) পরিহাস কর যে ? তুনি কোন সম্পর্কে পুরোহিত ?

অভব্য । মাতামহ সম্পর্কে আমি পুরোহিত ।

ধর্ম । কি রূপ ?

অভব্য । কিরূপ আবার কি ? আমার মাতামহ-ঠাকুর সেই গ্রাম দিয়া গঙ্গাস্নানে যেতেন, যে গ্রামে কুলপালক বে করে ।

ধর্ম । এ অতি অসঙ্গত কথা !

অভব্য । কিসে অসঙ্গত হলো ?

ধর্ম । কাহার মাতামহ কাহার স্বশুরের গ্রামে কখন গমন করিয়াছে ইহাতে যে সে তাহার যজমান হয় ইহার প্রমাণ কি ?

অভব্য । “মাতামহস্য দোষেণ রাক্ষসোহভূদশাননঃ”  
এই শাস্ত্রই প্রমাণ !

ধর্ম । এ বচনের অর্থ কি ?

অভব্য । অর্থ থাকিলে কি যজমানের দ্বারে আসিতাম্ ?

ধর্ম । (হাস্য মুখে) আপনার নাম কি ?

অভব্য । শ্রীঅভব্যচন্দ্র দেবশর্মা ।

ধর্ম । আপনি তো পণ্ডিত ভাল, উপাধি কিছু আছে ?

অভব্য । হাঁ আছে বৈকি, উপাধি ‘জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন’ ।

ধর্ম । ‘জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন’ উপাধি ? সে আবার কেমন ? ‘নাম শুদ্ধ বলুন দেখি ?

অভব্য । (উচ্চৈঃস্বরে) ‘শ্রীঅভব্যচন্দ্র দেবশর্মা জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, শুনিলেন ?

ধর্ম । (সহাস্য নৃত্যে) হাঁ শুনা গেছে, আমি কালো নই । আপনার বাটা কোথা ?

অভব্য । এখন বাটার প্রয়োজন কি ? যখন ডাইল খাই, তখনি তার দরকার ।

ধর্ম । বলি তা নয়, আপনার নিবাস কোথা ?

অভব্য । আঃ, ওসব কথায় কাকি ? পেটে বিদ্যে-সাধ্য থাকে এসো, লাগা যাউক ।

ধর্ম । (সজ্জতঙ্গে) । হাঁ, বিচার আচার করিতে পারেন ?

অভব্য । (সগর্বে) পারবো না কেন ? আচার পেলেই বিচার হয় ।

ধর্ম । সে কেমন ?

অভব্য । তবে শুনুন ।

পান্তাতে আচার পেলে বড় মজা হয় ।

পক্ষি ভাতে পাতিলেবু সর্ব শাস্ত্রে কয় ॥  
কড়কড়ো হলে কাঁচা তেঁতুলের ঝোল ।  
তপ্ত ভাতে মজা বড়ো যদি মিলে ঘোল ॥

ধর্ম । (উচ্চ হাসে) বা, বা, উত্তম বিচার হলো ।

অভব্য । একবারেই যে, “বাবা” বল্যে গাছে না  
উটতেই এক কাঁদি” ।

ধর্ম । হাঁ, আবার রসিকতাও যে আছে ? আপনি  
কিছু পড়ে শুনে থাকেন ?

অভব্য । (সগর্বে) কিছু কেমন ? রেতে পড়ে থাকি,  
দিনে শুনে থাকি ।

ধর্ম । কোন শাস্ত্র জানেন ?

অভব্য । সব রকম, কি না জানি ;

ধর্ম । ব্যাকরণ, সাহিত্য, কিছু বলুন, শুনা যাউক,  
এওতো বিবাহের সভা ।

অভব্য । হাঁ বলা তাল বটে, বিদ্যা বতো প্রকাশ হয়  
সেই লাভ, কিন্তু বুঝে এমন লোক কে ?

ব্যাকরণে মোর বিদ্যা বুঝিবে কি পরে ।

ভবতি পচন্তি পেটে গজ গজ করে ॥

যত্নে নাই স্বত্ব মোর নত্ব তে অগত্ব ।

আন্ধ আন্ধ সিদ্ধিফলা কেবা করে তত্ব ॥

যে করে বিচার তার বুদ্ধি লোপ করি ।

খ্যাত আছি শব্দ শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন কেশরী ॥  
 কাব্যোতে অভব্য নাম দেখ নোর আছে ।  
 শ্লোক পড়ি হাড়ি মুচি চণ্ডালের কাছে ॥  
 অলঙ্কার শাস্ত্রে বিদ্যা বলিব কি বল ।  
 আমি নাহি ছুঁই পরে ব্রাহ্মণী সকল ॥  
 কবিতা করিতে শক্তি অতি অনুপাম ।  
 বাবা কেন না রাখিল কালিদাস নাম ॥  
 কবিতাতে যদি নাহি মিলে চতুষ্পদ ।  
 মিলাইয়া দিই তাহে আমি চতুষ্পদ ॥  
 পাষণ্ড পণ্ডিত আমি নানা শাস্ত্র জানি ।  
 স্মৃতিতে বিস্মৃতি নাই দেখ অনুমানি ॥  
 গোবধে ছপণ কড়ি ব্যবস্থা আমার ।  
 অবিচারে কেবা পারে হেন শক্তি কার ॥  
 জ্যোতিষ শাস্ত্রেতে মোর বিদ্যা আছে ভারি ।  
 এক হতে দশ অঙ্ক গণে দিতে পারি ॥  
 অনায়াসে দেখে বলি গর্ভবতী হাত ।  
 হয় ছেলে নয় নেয়ে নয় গর্ভপাত ॥  
 ন্যায়েতে অন্যায় বিদ্যা বিদ্যমান আছে ।  
 ঘটত্র পটত্র ভয়ে নাহি এসে কাছে ॥

গর্বেতে পর্ষত ধূমে করো অনুমান ।  
কপালে আগুন মোর আছে বিদ্যমান ॥

ধর্ম । (হাস্য মুখে) আপনি অতি উত্তম পণ্ডিত ।  
পুরাণে কিছু দৃষ্টি আছে কি ?

অভব্য । পুরাণে নতুন সকলি পারি ।

ধর্ম । পারেন্ কেমন্ ?

অভব্য । বলি আপনি তো নতুন চাইল পুরাণে চাই-  
ইলের কথা বল্চেন ?

ধর্ম । না না, তাহা নয়, পুরাণ শাস্ত্র (প্রাচীন বৃত্তান্ত)  
জানেন ?

অভব্য । (সজ্জতঙ্গে) পুরাণ ইতিহাস, তাই বলুন,  
আমি আর এটা বুঝে ছিলাম্ ।

পুরাণে নবীন বিদ্যা হয়েছে আমার ।

রাবণ উদ্ধবে কহে শুন সমাচার ॥

দ্রৌপদী কান্দিয়া বলে বাছা হনুমান ।

কহং কৃষ্ণ কথা অমৃত সমান ॥

পরীক্ষিত কীচকেরে করিয়া সংহার ।

সিংহাসন অধিকার করিল লঙ্কার ॥

জানকীর কথা শুনে হাসে দুর্যোধান ।

সপ্তাহ মধ্যেতে হবে তক্ষক দংশন ॥

ইতিহাস কিছু বলিব ?

শ্রীমন্ত করিয়া কোলে বেছলা নাচনী ।

রথের তলায় ওই দেখলো সজনি ॥

পঞ্চানন বলে সত্যপীরের বারতা ।

ব্যাধের রমণী আমি হবে মোর সতা ॥

ধর্ম । আর বিদ্যা প্রকাশে কায নাই, বুঝেছি ?

অভব্য । বুঝেছ তো মজেছ,—যে বুঝেছে সেই মজে-  
ছে ।

ধর্ম । কুলপালকের বাটীতে এসেছেন কি করিতে ?

অভব্য । কেন ? বে দিতে ।

ধর্ম । বিবাহ দিবার মন্ত্র জানেন ?

অভব্য । বিবাহ ‘দিবার’ মন্ত্র জানি না কিন্তু বিবাহ  
হ ‘রাত্রের’ মন্ত্র জানি ।

ধর্ম । হাঁ, তাই বলুন দেখি ?

অভব্য । বল্যে কি দেকেত পাবেন ? শুন্তেই পাবেন ।

ধর্ম । (স্বগত) অভব্যের নিকটেও অভব্য হইলাম !  
(প্রকাশে) তা বলুন ।

অভব্য । শুনুন,—“প্রথমে সংকল্প । বিষ্ণুর্নমোদ্য  
ফলারে মাসি কাড়াকাড়ি পক্ষে পুটলি তিথৌ গোলমা-  
ল গোত্রস্য শ্রীমোগুচন্দ্র——” ।

ধর্ম । হয়েছে, আর বলতে হবে না, এতো সংকল্প—  
তার পর ?

অভব্য। তার পর মেয়ে গুলো নাইয়ে এনে “ যম-  
দ্বারে মহাঘোরে তপ্তা বৈতরণী নদী। এবং শ্মশানান-  
লদক্ষোসি পরিত্যক্তোসি বান্ধবৈঃ ” ইহা বলিয়া বি-  
বাহ দিবে।

ধর্ম্ম। হাঁ, এই বের এই মন্ত্রই বটে। আর কিছু  
আছে?

অভব্য। পরে গাঁটি ছড়া বাঁধিয়া এই মন্ত্রে আশী-  
র্বাদ করিবে “ সৰ্ব্বনাশো ননস্তাপঃ গৃহদাহস্তথৈব চ।  
সৰ্ব্বাঙ্গে ধবলাকারঃ অল্লায়ুর্ভব সম্প্রতি ”।

তর্ক। (ধর্ম্মশীলের প্রতি) মহাশয়, ইনিই এ বিবা-  
হের পৌরহিত্য কর্ম্মে উপযুক্ত, আমাদের এস্থানে থা-  
কায় আর প্রয়োজন কি?

ধর্ম্ম। ভাল বলেছ, চল আমরা গৃহে যাই।

কুল। (পুরোহিতের গমনোদ্যম দেখিয়া) না মহাশয়,  
যাবেন কেন? আমার অদৃষ্টাধীন উনি এসেছেন, ভালই,  
আমি উঁহাকে স্বতন্ত্র দক্ষিণা দিব; বিবাহ নিরীহ না  
হইলে আপনি যাইতে পারিবেন না।

ধর্ম্ম। ভাল, তোমার কথায়ই থাকিলাম।

কুল। মহাশয় যদিও আমাদের জাতিতে বিবাহ  
বিষয়ে কোলীন্যই অপেক্ষণীয় বটে তথাপি শিষ্টাচার  
দৃষ্টান্তে আপনি বরের পরিচয় লোন্।

ধর্ম্ম। (স্বগত) পরিচয় তোমার মাথা আর বল্লালের  
শ্রাদ্ধ। (প্রকাশে) হাঁ, উচিত বটে। কেমন হে, বাবাজী,  
লেখা পড়া কি করিয়াছ?

——কৈ ? কিছুই যে বলেন না ? (স্বগত) বধি-  
রতাও আছে না কি ?

অনু। আঃ, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হইলে কি বিষয় বুঝি  
মাত্র থাকে না ? বিবাহ রাত্রে বর আর চোর—তুল্য ;  
আজি বর কি কোথাও কথা কয় ?

ধর্ম্ম। (সক্রোধে) তুমি কেমন ঘটক হে ? পরিচয়  
লব না ?

অনু। অবশ্য—পরিচয় লবেন বৈতো নয়, আমিই প-  
রিচয় দিতেছি, ‘বিসৃষ্টাকুরের সন্তান, ফুলের মুখটি’  
আর কি পরিচয় ?

ধর্ম্ম। আমি, ‘বিসৃষ্টাকুর কি কৃষ্ণাঠাকুর—ফুলের  
মুখটি কি ফুলের মুখটি’ তাহা জিজ্ঞাসা করি নাই,  
লেখা পড়া জিজ্ঞাসা করিতেছি।

অনু। হাঁ লেখার বিষয়টা বিস্মৃতক্রমে হয় নাই বটে।

ধর্ম্ম। সে কি ! জন্মাবধিগে কেহ কি লিখিতে বি-  
স্মৃত হয়, এ কেমন কথা ?

অনু। হবে না কেন ? বিধাতাই ভুলেছেন ;—তিনি  
যদি ইহাঁর ললাটে ‘লিখিবার’ কথা লিখিতেন, তাহা  
হইলে ইনিও ‘লিখিতেন,’ তাঁহারি ভুল, ইহাঁর দোষ  
কি ? আর আপনি ‘পাড়ার’ কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তা  
যেথায় পড়ামেয়ের বে, সেথার বরের ‘পড়ার’ কথায়  
প্রয়োজন কি ?

ধর্ম্ম। (সহাস্ত্র মুখে) বিলক্ষণ ! রূপগুণ সকলি ভাল !

অনু। (সজ্জতঙ্গে) কিসে মন্দ ?



ধর্ম্য । (সক্রোধে) সব্ গন্দ ।

অনু । মুখের কথা বলিয়াইতো হয় না,—কি কি দোষ দেখান্ ।

ধর্ম্য । শুন তবে ।

অনু । বলুন আপুনি ।

ধর্ম্য । ‘দেখিতে সুন্দর বর দাদ সব গায় ।’

অনু । ‘বিনাচক্রে শালগ্রাম শোভা নাই পায় ।’

ধর্ম্য । ‘দেখিতেছি কিছু আছে জলদোষ ।’

অনু । ‘এ দোষ ইহার নয় এষে জলদোষ ॥’

ধর্ম্য । ‘উভয় চরণ যেন মুকি ভরা ওল ।’

অনু । ‘দেখ দেখি কিবা শোভা দেখিতে এওল ।’

ধর্ম্য । ‘বসন্ত রোগের চিহ্ন মুখেতে বিরূপ ।’

অনু । ‘শীতলার অল্পগ্রহ নহে অপরূপ ॥’

ধর্ম্য । ‘দক্ষিণ নয়ন কেন দেখিতে না পাই ।’

অনু । ‘যে বলে উহাকে কাণা তার চক্ষু নাই ॥’

ধর্ম্য । কুলের পতাকা রবে এ কর্ম করিয়া ।

অনু । (জনান্তিকে) ‘দক্ষিণা দ্বিগুণ পাবে শীঘ্র দেও বিয়া ॥’

ধর্ম্য । (স্বগত) শাস্ত্রে লিখিত আছে “সর্বঃ সার্থঃ সমীহতে” । সকলেই স্বস্থা প্রয়োজনানুসারে পর্যাটন করে, বিশেষতঃ “পুরীষস্ত্যচ রোযস্ত্য হিংসার্য্য স্তস্করস্ত্যচ । আদম্বর্ণঃ সমাদায় ধাতা চক্রে পুরোহিতং” ॥ বিধাতা পুরীষের ‘পু’ রোষের ‘রো’ হিংসার ‘হি’ আর তস্করের ‘ত’ এই চারি অক্ষর একত্র করিয়া ‘পুরোহিত’ করিয়াছেন,

কতএব আমার এতো নির্ণায় প্রয়োজন কি? অন্যেব কন্যা  
 বিবাহ করিবে, তাহার ভাল মন্দ আমার বিবেচ-  
 নায় কার্য্যকি? আমি তো দ্বিগুণ দক্ষিণা পাইব, তা  
 হলে। (প্রকাশে) ওহে কুলপালক, আর পবিচ  
 কের সময় নাই, লগ্ন উপস্থিত, কন্যাদিগকে আনমন  
 বিবাহ দেও, পরে পরিচয় হইবে।

কুল। যে আজ্ঞা, (কন্যানয়ন করিয়া বরকবে সমপ)।

| নটের উক্তি।

বর দেখি রামাগণ করে গণ্ডগোল।

বিবাহ নির্বাহ হলো হরি হরি বোল ॥

যষ্ঠঅঙ্ক।

সমাপ্ত।

স্বাক্ষরিত  
 ১৯৪৪ স  
 ১৯৪৪

১৯৪৪



सुखदोष-साहित्य-प्रतिपादन-प्रसिद्धि-  
२०७१ आचार्य साहूनाथ त्रिपाठी इति ।









